মহানিশা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

বিখ্যাত উপন্যাস

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক

নাট্য-রূপান্তরিত

মূল্য দেড় টাকা

Publisher,
R. N. ROY
5. Dalhousie Square.
Calcutta.

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

— পুরুষ —

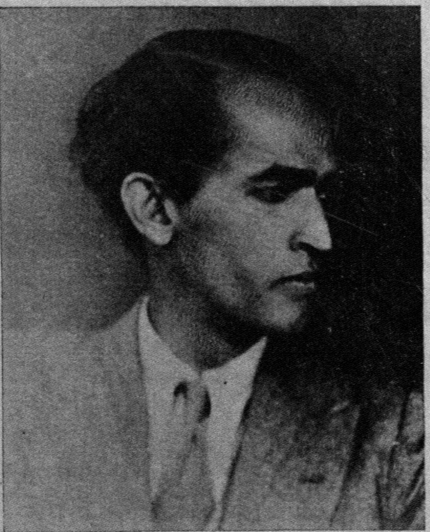
যতীশ্বর	···	নির্ম্মলের পিস্‌তুতো ভাই
নির্ম্মল	···	পিতৃহীন সুশিক্ষিত যুবক
মুরলীধর	···	মুখার্জ্জী এণ্ড হ্যাম্পডেন কোং'র সিনিয়র পার্টনার
কেশব ডাক্তার	··	রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তার
ব্রজরাজ	···	মুরলীধরের পুত্র
পুরোহিত	···	ঐ কুল-পুরোহিত
রাধিকাপ্রসন্ন	··	বাঁকুলে গ্রামের গাঁতিদার মহাজন
কেরামতুল্লা হরিচরণ দাস	···	ঐ খাতকদ্বয়
বিহারী	···	ঐ তহশীলদার
আলোকনাথ	···	মুরলীধরবাবুর অফিসের সামান্য কর্ম্মচারী
হরিস্মরণ কবিরত্ন	···	বাঁকুলে গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ
কৃষ্ণধন	···	কামাখ্যাচরণের মধ্যম শ্যালক
কামাখ্যাচরণ	···	রাধিকাপ্রসন্নর দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি পৌত্র
কেদারবাবু	···	কালীঘাট নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক
পাঁচকড়ি	···	মুরলীধর বাবুর পুরাতন ভৃত্য

লক্ষ্মীর পাচালীর দল ইত্যাদি।

— স্ত্রীগণ —

অপর্ণা	...	সৌদামিনীর কন্যা
ছোট খুড়ী	...	অপর্ণার ছোট খুড়ী
সৌদামিনী	...	রাধিকাপ্রসন্নর দৌহিত্রী
ধীরা	..	মুরলীবাবুর কন্যা (জন্মান্ধ)
মুখুজ্যে বউ	..	বাধিকাপ্রসন্নর প্রতিবেশী গৃহিণী
প্রিয়ম্বদা	...	রেঙ্গুনের আলোকনাথের কন্যা
মোপো	...	বর্ম্মী সুন্দরী
পতিত পাবনী	...	কামাখ্যাচরণের শাশুড়ী
ক্ষান্তমণি	...	ঐ স্ত্রী
ভিখারিণী	...	
মোক্ষদা	...	ঘটকী
ক্ষমাব মা	...	ধীরার ধাত্রী

ইন্দি, বিন্দী, কালিন্দী প্রভৃতি।



শ্রীযুত সতু সেন



শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র

রঙ্‌মহলে

প্রথম উদ্বোধন রজনী

২রা বৈশাখ ১৩৪০

সংগঠনকারিগণ—

পরিচালক { শ্রীশিশির মল্লিক
,, সতু সেন
,, যামিনী মিত্র

প্রযোজক { শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
,, সতু সেন

সুরশিল্পী—শ্রীনিতাই মতিলাল

উদ্বোধন রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

— পুরুষ —

যতীশ্বর	...	শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়
নির্ম্মল	...	শ্রীরতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
মুরলীধর	...	শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
কেশব ডাক্তার	...	শ্রীঅমর বসু (এঃ)
ব্রজরাজ	...	শ্রীভূমেন রায়
পুরোহিত	...	শ্রীবিজয় মজুমদার
রাধিকাপ্রসন্ন	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
কেরামতুল্লা / হরিচরণ দাস	...	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ) / শ্রীঅহীভূষণ সান্যাল
বিহারী	...	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
আলোকনাথ	...	শ্রীবঙ্কুবিহারী বসাক
হরিস্মরণ কবিরত্ন	...	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণধন	...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
কামাখ্যাচরণ	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
কেদারবাবু	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
পাঁচকড়ি	...	সুহাস ঘোষ
পাচালীর দল	...	গোষ্ঠ ঘোষাল, ওঙ্কার মিশ্র,

— স্ত্রীগণ —

অপর্ণা	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
ছোটখুড়ী	...	শ্রীমতী রেণুবালা
সৌদামিনী	...	শ্রীমতী আসমানতারা
ধীরা	...	শ্রীমতী চারুবালা
মুখুজ্যে বউ	...	শ্রীমতী গিরিবালা
প্রিয়ম্বদা	...	শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)
মোপো	...	শ্রীমতী কমলাবালা
পতিত পাবনী	...	শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)
ক্ষান্তমণি	...	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
ভিখারিণী	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী
মোক্ষদা	...	শ্রীমতী সরস্বতী
ক্ষমার মা	...	শ্রীমতী রাধারাণী
পাচালীর দল	...	জ্যোতির্ম্ময়ী, ফিরোজাবালা, পূর্ণিমা নির্ম্মলা প্রভৃতি

ভূমিকা

রঙমহলে মহানিশা দেখে আশাতীত সুখী হয়েছি। আমার কল্পনায় গড়া অভাগী মেয়েটীকে বাস্তব জগতে যে এমন স্বাভাবিক ভাবে ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌বো, এ যেন ধারণাই কর্‌তে পারি নি; তাই এই বইটীর উপর মনে মনে বড় ভয় ছিল। যাহোক অভিনয় দেখে সে ভয় আমার ভেঙ্গে গ্যাছে।

এঁদের মুরলীধর, ডাক্তার, ব্রজ, নির্ম্মল, বেহারী, রাধিকা-প্রসন্ন, অপর্ণা, দামিনী এমনকি কৃষ্ণধন ও ক্ষ্যান্তমণি সকলেই স্বাভাবিক হইয়াছে। ভিখারিণীর গানও ভাল। দৃশ্যসজ্জাতো চমৎকারই!

বেশী কথা বল্‌তে সময় নেই, এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, অভিনয় দেখে আমি তৃপ্ত হয়েছি।

২রা বৈশাখ
১৩৪৪

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী



শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

নিবেদন

"মহানিশা" উপন্যাসখানি শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রঙ্‌মহলের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানির নাট্যরূপ দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। নাটক ও অভিনয় ঈশ্বরেচ্ছায় জনপ্রিয় হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীরও ভাল লাগিয়াছে, রসিক দর্শকেরও ভাল লাগিয়াছে। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে আমার পরিশ্রম বিফল হয় নাই। তথাপি, দুই একখানি সাপ্তাহিক পত্রে আমার দুই-একজন সাহিত্যিক বন্ধু উপন্যাস হইতে নাটক রচনার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, নাট্যকার কি পরিমাণে উপন্যাস অনুসরণ করিবেন এবং কোথায় বা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা, স্পষ্ট, বিশদ, এবং সম্পূর্ণ নয়। আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের ধারণাও খুব পরিষ্কার নয়।

আমার নিজের যাহা বক্তব্য, তাহাই এখানে লিখিতেছি। নাটকখানি প্রধানতঃ রঙ্গমঞ্চের জন্যই লিখিত। আমি ইহাকে সাধ্যমত অভিনয়ের উপযোগী করিবার চেষ্টাই করিয়াছি। যাহাতে সর্ব্বসাধারণ দর্শক (নরনারী) "মহানিশা" উপন্যাসের গল্পটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া রস পান— আমি সর্ব্বত্র সেই প্রয়াসই পাইয়াছি। গল্পের মূলভাব, চরিত্র এবং রস-বিকাশের জন্য যাহা কর্ত্তব্য তদতিরিক্ত কিছু করি নাই। "মহানিশা" উপন্যাসখানি বৃহৎ। ইহাতে তিনখানি পৃথক নাটকের বিষয় বস্তু আছে। আমি এই তিনটী নাট্যবস্তুকে একই সূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। "সূত্রস্ত্বেবাস্তি মে গতি"। উপন্যাস হইতে যিনি নাটক

রচনা করেন, আমার বিশ্বাস তাঁর কাজ সূত্রধরের কাজ। একই নাটকে একাধিক প্লট্ থাকা নূতন নয়—সেক্সপীয়রের অনেক নাটকেই আছে। আধুনিক নাট্যকারগণ একখানি নাটকে একটী প্লট্ই ফুটাইতে চান। আমি যদি "মহানিশা" হইতে সেইরূপ একটী প্লট্ লইতাম, তাহা হইলে হয়তো সে গ্রন্থখানি একখানি মৌলিক আধুনিক নাটক হইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে উপন্যাসের অনেক ভাল নাট্যাংশ বাদ পড়িত এবং সে নাটকের অভিনয় এতখানি হৃদয়গ্রাহী হইত না।

পরিশেষে বহুদিন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আলোচনায় ইহাই বুঝিয়াছি, প্রতি দেশের নাটক পৃথক সুতরাং তাহার রচনা-প্রণালীও পৃথক। বাঙ্‌লা নাটকের জাতি স্বতন্ত্র। অবিকল পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্যের টেক্‌নিকে যে নাটক জন্মায় বাঙালী দর্শকের পক্ষে তাহা তেমন প্রীতিকর নাও হইতে পারে।

"মহানিশা" নাটকের অভিনয় সর্ব্বসাধারণ দর্শকের ভাল লাগিয়াছে, তার প্রধান কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলি বিশিষ্টভাবে বাঙালী, নাটকের সর্ব্বত্র সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের সুখ-দুঃখের কথা হাসিকান্নার রসে পাক করা। কোন্ টেক্‌নিকের খাতিরে উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্রগুলিকে খর্ব্ব করিব? যে সমস্ত চরিত্র ইংরাজী নাট্য সমালোচনার দিকদিয়া কাহারো কাহারো নিকট একটু অবান্তর মনে হয়, অভিনয়ে তাহারাই আসল নাটকীয় চরিত্রের চেয়েও জীবন্ত হইয়াছে—আপন অস্তিত্বের দাবীতে যারা দাঁড়াইয়াছে, তাদের বাদ দিব কোন্ অধিকারে?

কলিকাতা, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪০
৫০।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

মহানিশা



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সৌদামিনীর শ্বশুরবাড়ী (ভাঙ্গা ও পুরাতন)

[পরিষ্কার উঠানের একধার, গোবর দিয়া সেখানে সৌদামিনীর মেয়ে অপর্ণা পিটুলি গুলিয়া সেঁজুতি ব্রতের ঘর আঁকিতেছে, রোয়াকের কাছে একটি বৌ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁর বয়স হ'য়েছে, অপর্ণা তাকে ছোট খুড়ী বলিয়া ডাকে]

অপর্ণা। অঘ্রাণ মাসের এই কটা দিন তোমায় একটু কষ্ট দেব খুড়ী ; মা বলছিল ওদের বাড়ীর রোয়াকে ঘর কেটে বেরতো ক'রতে, আমার কিন্তু বাপু পরের বাড়ী গিয়ে অতো হাঙ্গামা করতে ভাল লাগে না !

ছোট বৌ। কেন, নিজেদের বাড়ী ঘর যখন রয়েছে, তখন পরের বাড়ীতে বেরতো করবি কেন মা ? আমার আর কষ্ট কিসের !— মন্তর সব মুখস্থ হ'য়েছে তো ?

অপর্ণা। আমার সব মুখস্থ—এই দেখনা—এখুনি সেরে নিচ্ছি, এই যে –

সাঁজ পূজন সেঁজুতি
ষোল ঘরে যোল বাতি,
তার এক ঘরে আমি বর্ত্তি
বত্তি হ'য়ে মাগি বর
ধনে পুত্রে বাপ মার ঘর।
দোলায় আসি দোলায় যাই
সোণার দর্পণে মুখ চাই।
বাপের বাড়ীর দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ী যায়—
আসতে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায়—!

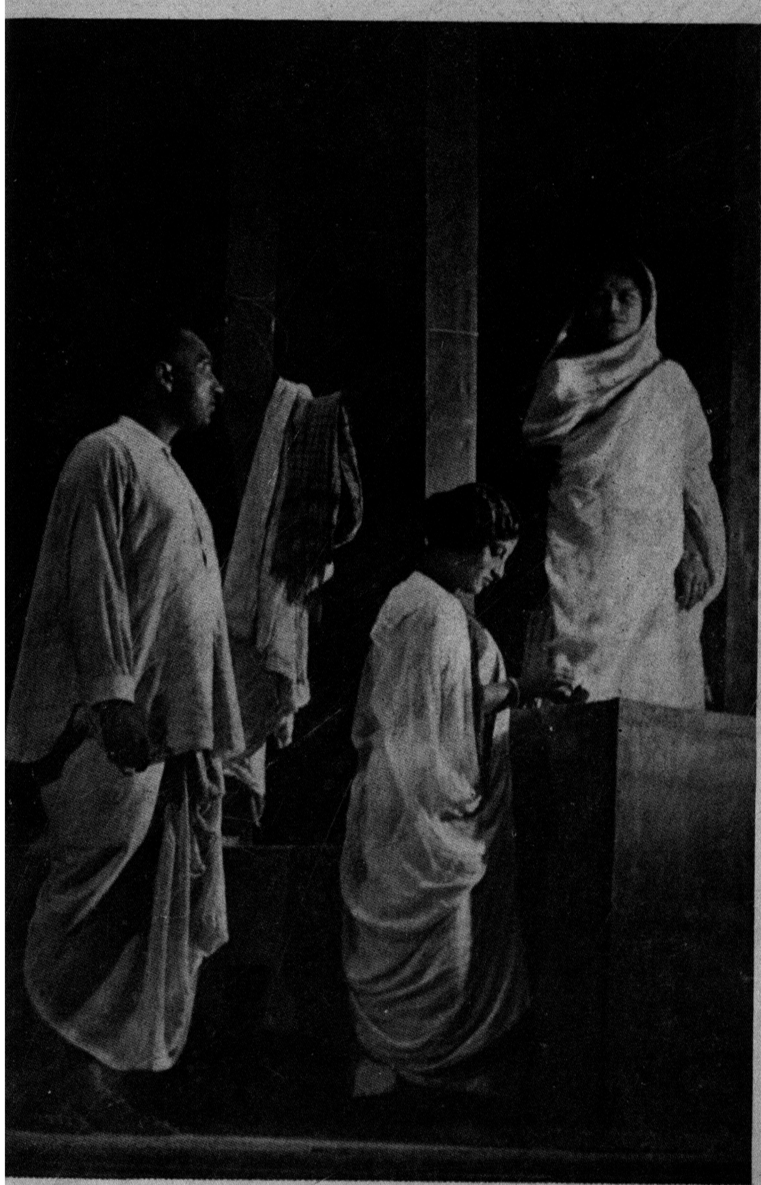
বৌ। অশ্বত্থ গাছ পূজো করলি নে ?

অপর্ণা। ওসব মন্তর আমি মনে মনে পড়ি। সত্যি বল্‌ছি ছোটখুড়ী, সতীনকে অত কড়া গালাগাল আমার ভাল লাগে না; সতীনকে জব্দ করবার জন্য কি কাণ্ড দেখতো খুড়ীমা ;—কি অনাছিষ্টি পূজোর মন্তর—

হাতা হাতা হাতা
খা সতীনের মাথা!

মাগো মা এ নাকি মন্তর—

বৌ। কথায় আছে, যেমন উন্থনমুখো দেবতা তেমনি ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যি। তুই চট্‌ ক'রে সেরে নেমা, তারপর গল্প করবো।



অপর্ণা। এই যে—

হে হর শঙ্কর দিন কর নাথ।
কখনো না পড়ি যেন মূর্খের হাত॥

[যতীশ্বর প্রবেশ করিল]

যতি। তা তোমায় মূর্খের হাতে প'ড়তে হবে না বৌদি।

[যতীশ্বরকে দেখে বৌটি সরিয়া দাঁড়াইলেন]

অপর্ণা। যতিদা, তুমি ফের যদি আমায় বৌদি ব'লে ডাক্‌বে, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

যতি। বৌদি তো তোমায় ব'লতেই হবে, তা দুদিন আগু আর পাছু! তুমি ব্রত করছিলে তো, তা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে,— দেবতার হ'য়ে আমি তোমায় বর দিতে এসেছি। ও নিমুদা, এই দিকে এস না—অত লজ্জা কিসের?

বো। অপি! সন্ধ্যা হ'য়ে গেল আগে তুলসী তলায় আলোটা দেখা মা।

যতি। ওখানে দাঁড়িয়ে কে, ছোট মাসীমা নাকি?

বৌ। হাঁ বাবা যতি। তুমি কখন কলকাতা থেকে এলে?

যতি। এই আমি আর নিমুদা এক সঙ্গেই এলাম, অপি আমায় চুল বাঁধবার ফিতে আন্‌তে ব'লেছিল কিনা, তাই দিতে এলাম! এই নে অপি তোর ফিতে! চল নিমুদা, বামুন মাসী বুঝি—

অপর্ণা। (মৃদুস্বরে) আহা বামুনমাসী এসময় কোথায় থাকেন কিছুই যেন জানেন না!

যতী। ও হাঁ তা বটে! তিনি তো এখন আমাদের ওখানেই আছেন!

অপর্ণা। (মৃদুস্বরে) তোমার ফিতে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও যতিদা!

কবে আমি তোমায় ফিতে কিনতে ব'লেছিলাম ? (জনান্তিকে) কেমন জব্দ !

বৌ। ফিতেটা রেখেদে অপি ! তোর জন্তে যত্ন করে এনেছে !

যতি। আমি না, আমি না—আমার দায় প'ড়েছে ! যাঁর দেবার কথা তিনিই দিচ্ছেন।—তবে আমার জবানী !—বামুনমাসী এলে বলিস্— আমরা আবার আসবো ! নিজের হাতে পান সেজে রাখবি—

(প্রস্থান)

বৌ। এই দাওয়ায় একটা মাদুর পাতনা মা !

অপর্ণা। পানের বাটাটা নিয়ে আসি খুড়ী, পান কটাও সেজে রাখি ! তোমাকেও দু'টো পান দি।—

(অপর্ণা ঘরের ভিতর গিয়া পানের বাটা জাঁতি সুপুরী আনিল ও বসিয়া পান সাজিতে আরম্ভ করিল)

বৌ। একেই বলে মা জন্মান্তরের বাঁধন—যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে।

অপর্ণা। এই নাও ছোটখুড়ী পান খাও। ও তোমার বুঝি আবার কাঁচা দোক্তা খাওয়া অভ্যেস—আচ্ছা ব'স, এনে দিচ্ছি।

বৌ। অমনি ওই সঙ্গে—

(অপর্ণা ঘরে গেল)।

এক গ্লাস খাবার জল আনিস বাছা।

(অদূরে মিলিতকণ্ঠে গানের সুর শোনা গেল)

অপর্ণা। (ভিতর হইতে কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ) ও ছোট খুড়ী শুনছো গো ! আজ আবার তারা গাইতে বেরিয়েছে—ডাকবো ওদের ? —

বৌ। সেই লক্ষ্মার গান ?

অপর্ণা। ভাগ্যিস বাড়ী ছিলাম, নইলে আমাদের বাড়ী বাদ প'ড়ে যেত, লক্ষ্মীর গান হ'তো না।

(গায়নরা আসিল)

গান

হলুদ বরণ সরষে ফুল, আর ক্ষেতে পাকা ধান,
এইবার মা লক্ষ্মী ঘরে, হওমা অধিষ্ঠান ॥
সাঁজ সকালে ছড়া ঝাঁট, আর বাজায় ঘণ্টা কাঁসর,
লক্ষ্মী বলেন সেই বাড়ীতে পাতি আমি আসর ॥
শিবের মাথায় জল ঢালেন তুলসী তলায় আলো,
সেই যুবতী পায় যে পতি জগতের ভাল ॥
সিঁথেয় সিঁদুর হাতে শঙ্খ পরণে রাঙা শাড়ী,
লক্ষ্মী বলেন নিতুই আমি যাই তাদের বাড়ী ॥
সোয়ামীর পাতের ভাত খায়, সবার খাওয়া হ'লে,
পাকা চুলে সিঁদুর পরেন নাতির নাতি কোলে ॥
একমুষ্টি চাল মাগো, একটি পয়সা দান,
তোমার ঘরে দেবেন লক্ষ্মী গোলাভরা ধান ॥

(অপর্ণা গায়নদের একটি পয়সা ও চাউল দিল, এবং তাহারা চলিয়া গেল)

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

অপর্ণা। মা এর মধ্যে এলে ? আজ যে বড় সকাল সকাল ?

সৌদামিনী। কে ছোট বৌ ! তুই ব'সে আছিস্, আমি আর ভেবে বাঁচিনে—ভাব্‌লেম অপি একাই আছে নাকি ?

বৌ। দিদি, তোমার হবু জামাইটি দেখলাম, যতির সঙ্গে এসেছিল, খাসা ছেলে, যেন রাজপুত্তুর!

(নেপথ্যে দূর হইতে)

অপর্ণার ছোট কাকা। কই গো বাড়ীর সব গেল কোথায়? ও অপি— অপি—

(অপর্ণার প্রবেশ)

তোর খুড়ী ওখানে আছে?

অপর্ণা। তোমার ডাক প'ড়েছে খুড়ী—

বৌ। শুনেছি মা, তুই একটু চেঁচিয়ে ব'লে দে—

অপর্ণা। (উচ্চস্বরে) ছোট কাকাবাবু! ছোট খুড়ী আমাদের এখানে—এই এক্ষুণি যাচ্ছেন!

বৌ। আচ্ছা দিদি, সেদিন উনি ব'লছিলেন, তোমার দাদামশায় নাকি খুব বড়লোক। অনেক বিষয় সম্পত্তি আছে, ত্রিকুলে নাকি তাঁর আর কেউ নেই?

সৌদামিনী। সে ভাই অনেক কাহিনী!

বৌ। তোমার দেওর ব'লছিলেন—বুড়ো অবর্ত্তমানে তুমি আর অপি নাকি তাঁর সব সম্পত্তি পাবে?

সৌদামিনী। আমি ভাই সে সব আশা করিনে! জ্যান্ত থাকতে নিজের মেয়ের খবর যে একবার নিলে না—সে নাতনী আর নাতনীর মেয়েকে সম্পত্তি দেবে!

(নেপথ্যে) কই গো! রাতদুপুর পর্য্যন্ত পাড়া বেড়ানো, ঘরে শাশুড়ী ননদ নেই কিনা! ও অপি, তোর খুড়ীর কি হ'লরে—বলি, ঘরচাপা প'লো নাকি?

অপর্ণা। শিগ্‌গির যাও খুড়ী, কি রকম সম্ভাষণ চলছে শুনছো তো?

বৌ। যাচ্ছি গো যাচ্ছি, দুদণ্ড একটু সুখ দুঃখের কথা কইব! আজ নিজের একটু সকাল সকাল ফেরা হ'য়েছে কিনা, তাই এই তম্বি! আচ্ছা দিদি আর একদিন শুনবো।—

(প্রস্থান)

অপর্ণা। ~~এই পান নাও খুড়ী—~~ (যাইবার সময় অপর্ণা ছোট খুড়ির হাতে পান দিল) ছোট কাকাবাবু খুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে কি ব'ল্‌ছিলেন শুন্‌তে পেয়েছ মা?

সৌদামিনী। কিরে?

অপর্ণা। ঘরে শাশুড়ী ননদ নেই কিনা তাই এত পাড়া বেড়ানোর ধুম!

সৌদামিনী। তা শাশুড়ী ননদ নেই ব'লে ক্ষোভ করবার কিছু নেই! শাশুড়ী ননদ দুজনার বকুনী ঠাকুরপো একাই ব'কে থাকেন!

অপর্ণা। সত্যি মা, কাকা সময় সময় এমন গালাগাল দেন যে, ছোট খুড়ীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়! আচ্ছা মা, পুরুষ মানুষের অমন খিট্‌খিটে মেজাজ কেন হয় মা?

সৌদামিনী। অভাবে হয় মা! স্বামীর বকুনী স্বামীর গালাগাল—ওতো মেয়েমানুষের অঙ্গের ভূষণ! তাও যদি বজায় থাক্‌তো, আজ কি তোর জন্যে এত ভাবি! যেদিন চোখ বুজলেন—কাঁদবার অবসর পাইনি মা, শ্মশান-খরচের পয়সা হাতে নেই, হবিষ্যির চাল নেই, চোখের সামনে অকুল সমুদ্দুর, এখনো সেই আতান্তরেই ভাস্‌ছি।

অপর্ণা। হ্যাঁ মা, তোমার দাদাম'শায়ের কাছে একখানা চিঠি লিখে আমাদের অবস্থার কথা জানাবে?

সৌদামিনী। জানিস তো মা—

"অভাগী যে দিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়।"

সেদিকে কিছু আশা থাকলে কি আর যেতাম না সেখানে? যতি আমার কানে কানে ব'লে দিল,—মাসী, নিমুদাকে নিয়ে তোমার ওখানে যাচ্ছি—তা যদি আসে বাছারা, কোথায় আর কি পাব মা—দু'বাটী দুধ, সর, আর ওই নারকেলের নাড়ু আছে, একটু গুছিয়ে দুখানা জলখাবার ঠিক্ ক'রে দিস্—বড় ভাল ছেলে ওরা!

অপর্ণা। মা, আর দু'টো পেঁপে আছে, পেঁপে দু'টো কাটবো মা?—

সৌদামিনী। তুমি জোগাড় ক'রে রেখে দাও, আগে আসুক—

(নেপথ্যে) বামুন-মাসী!

সৌদামিনী। ওই বুঝি ওরা এলো—

(অপর্ণা বাইরে আসিতেছিল পুনরায় ভিতরে গেল)

কে বাবা যতি?

(যতীশ্বর ও নির্ম্মলের প্রবেশ)

যতি। হ্যাঁ মাসী—নিমুদাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম!

সৌদামিনী। এস বাবা এস, ব'স! সবই শুনেছি নিমু—আমাদের কপাল, তিনি নিজে উপস্থিত থেকে বিয়ে দিলে কত সুখের হ'ত!—আমার বরাতে তা হবে কেন?

নির্ম্মল। দেখুন মাসীমা, আপনাকে গুটিকতক কথা বলা বিশেষ দরকার, আপনি ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে তবে উত্তর দেবেন!

সৌদামিনী। কি ব'লবে বাবা বল। ও অপি, বাছাদের একটু পান জল খাবার দে মা!

যতি। আমরা যে এই খেয়ে বেরুচ্ছি মাসী।

সৌদামিনী। তা হোক বাছা, গরীব মাসীর বাড়ীতে তো সহজে এসনা? আর আমিও কিছু সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াচ্ছি নে বাবা!

ষষ্ঠি। ও কথার উপর তো আর কথা চলে না মাসী! নিয়ে আয় অপি—

সৌদামিনী। কি ব'লবে বাবা বল—

নির্ম্মল। বাবার শ্রাদ্ধের পর মাস পাঁচেক কলকাতায় এসেছি, দু'চার দিনের ভেতর রেঙ্গুণে যাব।

সৌদামিনী। রেঙ্গুণে! সে বর্ম্মায় না?

নির্ম্মল। হ্যাঁ—

সৌদামিনী। রেঙ্গুণ কেন বাবা, কোন কাজকর্ম্ম পেয়েছ?

নির্ম্মল। সেই কথাই ব'লছি; আর বছর আপনি যখন অপর্ণার বিয়ের জন্য আমায় একটি গরীব পাত্রের খোঁজ ক'রতে বলেন, আমি নির্লজ্জের মত আপনাকে বলি, আমিই বিয়ে করতে রাজি আছি! আপনি ব'লেছিলেন, তোমার বাপ বড় লোক, তিনি কি আমাদের ঘরের মেয়ে নেবেন?

সৌদামিনী। ঠিক কথাই ব'লেছিলাম বাবা! আমি তো গরীব বিধবা, রাঁধুনী বৃত্তি ক'রে খাই—আমার তুলনায় তুমি তো রাজপুত্তুর বাবা!

নির্ম্মল। আজ আপনাকে আমি বলছি—আপনি যে রকম পাত্র খুঁজছিলেন, আমি তার চেয়ে একটুও ভাল নই।

সৌদামিনী। সেকি বাবা, তোমাদের সম্পত্তি আছে তো!

নির্ম্মল। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি—আমার অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ! আপনার দেনা নেই—আমার পৈত্রিক ঋণ বিশ হাজার টাকারও বেশী!

সৌদামিনী। বল কি বাবা! তোমার বাবা এত টাকা দেনা ক'রেছিলেন!

নির্ম্মল। সেই কথাই বলছি! এতদিন এসব খবর আমিও কিছু জানতেম

না। মরবার আগের দিন বাবা আমায় কাছে বসিয়ে সব কথা ব'ললেন—

সৌদামিনী। এও আমার কপাল বাবা!—থাক্, যা হবার তাতো হ'লো—এখন ভগবান যা ক'রবেন তাই হবে—তোমরা বাবা, এই একটু মুখে দাও।

যতি। হ্যাঁ, ও দুঃখ কষ্টতো আছেই—ভেবে তো আর কিছু লাভ নেই।

সৌদামিনী। তা বাবা এখন কি করবে মনে ক'রেছ? পড়া শুনো করা আর বোধ হয় ঘ'টে উঠবে না।

নির্ম্মল। না, খরচ কে দেবে? আমার সব কথা আপনি শুনলেন—এখন আপনি আমার সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে দিতে রাজি আছেন, আমার এই অবস্থা জেনেও?—

সৌদামিনী। তুমি যদি রাজি থাক বাবা, আমি এখুনি রাজি, যদি আজ হয় তো কাল বলি নে।

নির্ম্মল। তাহ'লে শুনুন, আমি রাজি—কথা দিয়েছি, কথা আমি রাখবো- অপর্ণা ছাড়া কাউকে আমি বিয়ে ক'রবো না—কিন্তু আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতে হবে।

সৌদামিনী। কতদিন?

নির্ম্মল। বড় জোর এক বছর—এই এক বছব আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রবো।

সৌদামিনী। সেই জন্যই কি তুমি বর্ম্মা যেতে চাচ্ছ বাবা?

নির্ম্মল। হ্যাঁ মা সেই জন্যই —

সৌদামিনী। তুমি যদি বাবা বিয়ে ক'রে চলে যেতে, আমি একটু নির্ভাবনা হ'তে পারতেম!

নির্ম্মল। গুরুদশার বছর না হ'লে, আমি বিয়ে ক'রেই যেতাম—কিন্তু

উপায় তো নেই মা ! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন—যে প্রতিজ্ঞা ক'রতে বলেন, আমি সেই প্রতিজ্ঞাই ক'রতে প্রস্তুত আছি, যতি সাক্ষী রইলো—

সৌদামিনী। না না—তোমার প্রতিজ্ঞা ক'রতে হবে না বাবা ! তোমার কথাই যথেষ্ট ! তবে কিনা, বিয়েটা হ'য়ে গেলে আর আমার কোন ভাবনাই থাকতো না। তা বেশ—মা দুর্গার মনে যা আছে, তাই হবে ! তুমিই আমার মেয়ের বর। তুমি কবে রওনা হ'চ্ছো বাবা !

নির্ম্মল। পরশু কলকাতায় যাব, তারপরদিনই, যতির কাছে সদাসর্ব্বদা আমার খবর পাবেন।

যতি। রাত হ'য়েছে এবার আমরা উঠি ?—

(উভয়ে সৌদামিনীকে নমস্কার করিল)

সৌদামিনী। আচ্ছা বাবা, কি আর বলবো ! সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবি হও—একটি বছর আমি দিন গুনে কাটাবো !

যতি। তুমি অতো ভেবনা মাসী, বিয়ে না হয় এক বছর পরেই হবে ! বর্ম্মা থেকে ফিরবে নিমুদা দুই এক মাসের ভিতর।

সৌদামিনী। নমস্কার কর অপি—

যতি—হ্যাঁ বরকে নমস্কার কর,—আমায় না আমায় না ! আমি যে সম্পর্কে দেওর ! শুভদৃষ্টি তো আগেই হ'য়ে গেছে !

(অপর্ণা নমস্কার করিল)

(যাইতে যাইতে) তাহ'লে আসি মাসীমা ?

সৌদামিনী। এস বাবা—

(উভয়ের প্রস্থান)

(তাহারা চলিয়া গেলে সৌদামিনী অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন)

সৌদামিনী। বড় আশা করে আছি, মুখ রক্ষা কর মা মুখ রক্ষা কর। আর কি বলবো—চল অপি ঘরে চল—

অপর্ণা। আচ্ছা মা, বরমায় যেতে হ'লে সমুদ্দুর পার হ'তে হয়, আমি ম্যাপে দেখেছি, অনেক দূর।

সৌদামিনী। চল, ঘরে চল মা—

(অপর্ণাকে লইয়া সৌদামিনী ঘরের ভিতর গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

—ব্রহ্মদেশ—রেঙ্গুন।—

(প্রবাসী বাঙালী মুরলীধর বাবুর প্রাসাদতুল্য বাড়ীর দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষ, তার সামনে একটা হলঘর, তাঁর সঙ্গে যারা দেখা করিতে আসেন তাঁরা সেই হল ঘরেই বসেন। তাঁর অসুখ বলিয়া সহসা কক্ষমধ্যে কেহ প্রবেশ করেন না। মুরলী বাবু শুইয়া আছেন—মাথার কাছে তাঁর একমাত্র অন্ধ কন্যা ধীরা বসিয়া।

মুরলী। ধীরা—

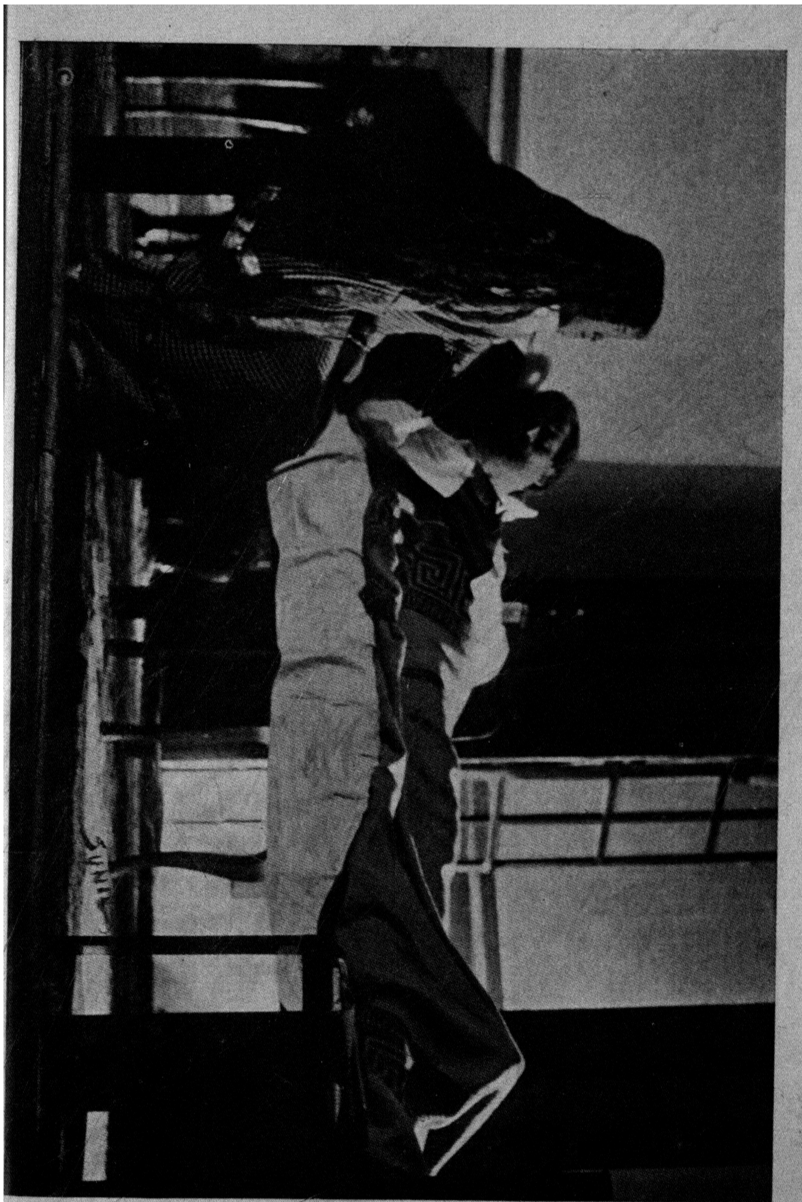
ধীরা। বাবা…

মুরলী। এখনো সেই সেইভাবে ব'সে আছ মা!

ধীরা। তুমি যে এখনো সোয়াস্তি পাওনি বাবা!

মুরলী। রুগীর সঙ্গে দিনরাত থেকে থেকে শেষকালে তুই কি একটা ব্যামো স্যামো বাধাবি মা!

ধীরা। তুমি যে সমস্ত রাত বড্ড কাতরাও বাবা, কাল রাতে তো একটি বারও চোখের পাতা বুজতে পারনি! আমি কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুই বল দেখি?



মুরলী। কেন, বাড়ীর আর সবাই তো ঘুমোয় মা! আমার অসুখের জন্য কি সবার আহার নিদ্রা বন্ধ হবে মা?

ধীরা। সবার সঙ্গে কি আমার তুলনা বাবা!

মুরলী। তাই ব'লে কি এমনি ক'রে নাওয়া খাওয়া ছাড়তে হয় মা— যাও; সকাল বেলাকার খোলা হাওয়া আর রোদে একবার বাগানটা ঘুরে এস—এখন তো অনেকটা ভাল আছি।

ধীরা। এতক্ষণ আমি যেতুম—একবার শুধু ব'সে আছি ডাক্তার বাবুর জন্য, তিনি এলে যদি জানতে না পারি!

মুরলী। ডাক্তারকে কি ব'লবি?

ধীরা। আর একটু ভাল ওষুধ দিতে ব'লবো!

মুরল। দূর পাগলী, তিনি কি আর কম চেষ্টা ক'চ্ছেন; কিন্তু হ'লে হবে কি মা? বুড়ো বয়েসের অসুখ—

ধীরা। তোমার এমন কি বয়েস হ'য়েছে বাবা। এথেলের বাবাও তোমার বয়েসী। জানি বাবা তোমার অসুখ কি?

মুরলী। কি অসুখ আমার?

ধীরা। আমি কি জানি না বাবা যে, তোমার অসুখ আমি! আমার কথা ভেবে ভেবেই তুমি সেরে উঠতে পারছো না। আচ্ছা বাবা— তুমি ভগবান বিশ্বাস ক'রো না—অদৃষ্ট বিশ্বাস ক'রো না—

মুরলী। হ্যাঁরে ধীরা, একথা তুই কোথেকে শিখিলরে? তুই যে কথা জিজ্ঞেস কল্লি, সেই কথাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাতদিন ভাবি! সারাজীবন টাকা রোজগারই ক'রেছি, আর কিছু ভাবিনি মা, টাকাই ছিল ধ্যান জ্ঞান, যেদিন থেকে বুঝেছি আমার এ রোগ সারবার নয়, সেইদিন থেকে মাঝে মাঝে এক একবার ভগবানের কথা মনে পড়ে মা! কিন্তু বিশ্বাস তো নেই—সেইজন্য ভরসাও কিছু পাইনে!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ধীরা। এতক্ষণে ডাক্তার বাবুর সময় হল। ডাক্তার বাবু, আজ আপনাকে ছাড়বো না, আপনি বাবাকে ভাল ওষুধ দিন!

ডাক্তার। ভাল ওষুধই তো দিচ্ছি মা।

ধীরা। তবে ফল হ'চ্ছে না কেন?

মুরলী। ডাক্তার! পাগলীর কথা শুনছো? ও আমার দুঃখ কষ্ট হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চায়। ছিঃ মা, ডাক্তারকে কি অমন কথা ব'লতে আছে!

ধীরা। আমায় ক্ষমা ক'র্বেন ডাক্তার বাবু, আপনি রাগ ক'র্বেন না।

ডাক্তার। আমি কি তোমার কথায় রাগ ক'র্ত্তে পারি মা, তুমি যাও দেখি একটু খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এস!

মুরলী। আমিও তাই ব'লছিলাম ডাক্তার, এক দণ্ডও যদি কাছছাড়া হবে—

ডাক্তার। না না এত ভাল নয়, শেষে তোমারও কি অসুখ ক'র্বে মা? তুমি অসুখে প'ড়লে—তোমার বাবাকে কে দেখবে বলতো?—

ধীরা। নূতন ওষুধ দেবেন তো?

ডাক্তার। নিশ্চয়ই, নূতন ওষুধ দিতে হবে বৈকি! যাও মা, বেলা হ'ল, তুমি স্নান ক'রে কিছু খাওগে! তোমার 'ক্ষমার মা' কোথায়—ডাকবো তারে—

ধীরা। না আমি একাই যেতে পারবো! যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন ডাক্তারবাবু!

(ধীরার প্রস্থান)

ডাক্তার। নিশ্চয়ই—আহা মেয়েটির জন্য বড় কষ্ট হয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—অথচ এমনি ভগবানের মার—

মুরলী। ওর জন্য আমি মরেও শান্তি পাব না।

ডাক্তার। পাখীর ছানাকে পাখী যেমন ডানা দিয়ে আগলে রাখে, আপনি ওকে তেম্‌নি ক'রে রেখেছেন!—

মুরলী। আজকে আমার সব চেয়ে বড ভাবনা—আমি মরে গেলে, কে ওকে যত্ন ক'রে দেখবে? ওর মাতো আগে থাকতেই নিশ্চিন্ত হ'য়েছে! ওই অন্ধ মেয়ে—ওকে বিয়েই বা কে ক'রবে?

ডাক্তার। আপনার টাকার লোভে বিয়ে করতে রাজী হবে এমন পাত্র পাওয়া অসম্ভব নয়—তবে আমার বিবেচনায় বিয়ে না দেওয়াই ভাল।—

মুরলী। ছেলেবেলায় যখন দরিদ্র ছিলাম, তখন মনে হত যথেষ্ট পরিমাণে টাকা রোজগার ক'র্ত্তে পারলেই বুঝি সুখী হওয়া যায়। টাকা হ'ল, যা কামনা করেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী! (যখন এল, তখন যেন—মাথায় টাকার বৃষ্টি হ'তে লাগলো, ডাক্তার, তুমি ব'ল্লে বিশ্বাস ক'র্ব্বে না—এমন সময় গেছে, বছরে শুধু আমার অংশে আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা লাভ হ'য়েছে। একাধিকক্রমে দশ বার বছর।) কিন্তু হ'ল কি ডাক্তার—সুখ কোথায়, একটি মেয়ে, একটি ছেলে, মেয়েটি এক রকম, ছেলেটি আর এক ধাঁজা—

ডাক্তার। বিধাতার পাকা খাতা, লাভ লোকসান খতিয়ে কৈফিয়ৎ কাটা—

মুরলী। তিন জন আমরা এক সঙ্গে বেরুই—একজন এখানেই দেহ রেখেছেন, একজন দেশে ফিরে গেছেন, এইবার আমার পালা—

ডাক্তার। ওসব চিন্তা ছাড়ুন দিকি—আপনি দিন দিন বড়ই বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ছেন। এরকম তো আগে ছিলেন না।

মুরলী। সে আর আজকের কথা নয় ডাক্তার, সে আর এক মুরলীধর

মুখুয্যে Mukerjee & Hampden Companyর Senior Partner, আজ যদি আমি মরি, আর তুমি আরো দুবছর বেঁচে থাক ডাক্তার! দেখতে পাবে Companyর নাম হ'য়েছে Hampden & Sons, Mukerjee অংশ বিক্রী হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার। না না, আপনি ব্রজকে যতদূর বেহিসেবি মনে করছেন, ততদূর সে নয়, ঘাড়ে ভার প'লে ওই ব্রজই আবার ঠিক্ office master হ'য়ে ব'সবে।

মুরলী। ডাক্তার, তুমি আমায় আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখ, যতদিন পার—আমি বাঁচবো—বাঁচবো আমার বাঁচা দরকার, ধীরার জন্য আমার বাঁচা দরকার।

ডাক্তার। আপনার বিশেষ কঠিন কিছু হয়নি। Neuraesthenia—আপনার একটু চিত্তের প্রসন্নতা দরকার, যে উপায়ে হোক্।

(সাহেবি পোষাক পরিয়া ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজ। কেমন আছেন ডাক্তারবাবু? How is your patient? আর কতকাল এভাবে শুইয়ে রাখবেন? It's pretty long time.

মুরলী। না আর বেশীদিন শুয়ে থাকতে হবে না, দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এল, এবার একটু পাকা রকমের শোবার ব্যবস্থা হবে।

ব্রজ। বাবা, তোমায় কতবার ব'লেছি যে—সাহেব ডাক্তারকে দেখাও, তোমার কেশব বাবু ছাড়া আর কার চিকিৎসা পছন্দ হয় না, What am I to do, আমি ওঁর মুখের সামনেই ব'লছি He will kill you sure enough.

মুরলী। আঃ, ব্রজ কি ক'চ্ছো? কেশব বাবু আমার পুরাণো বন্ধু, ওঁর বয়সের সম্মান করা উচিত তোমার! ডাক্তার, রাগ ক'রো না ভাই—

ডাক্তার। না না রাগ আমি কচ্ছি না, আমি শুধু আপনার ছেলের দৌড়টা দেখ্‌ছি।

মুরলী। কেশব বাবুর কাছে ক্ষমা চাও !

ব্রজ। ক্ষমা—certainly not ! আমি কি ক'রেছি যে ক্ষমা চাইব—of course, I respect his age, but that doesn't get us any where

ব্রজ। যাক্, তুমি তো আব আমার কথা শুন্‌বেনা, আমি কিছু ব'লবো না। এখন শোন, নূতন দু'খানা car order দিয়েছি, পরশু delivery নেব। হাজার বার টাকা চাই, অফিসের cashier সনাতনকে একটু ডেকে ব'লে দিও, আমার কথায় টাকা দিতে চায় না, এম্‌নি পাজী। The whole staff is impartinent একদিন চাবুকের ব্যবস্থা না ক'রলে আর সায়েস্তা হবে না দেখ্‌ছি !

মুরলী। অফিসের ভদ্রলোকদের তুমি চাবুক মারবে ?

ব্রজ। Why not ? That's what they deserve, যাক্ সে পরের কথা, আপাততঃ আমার খুচরো শ' পাঁচেক টাকা চাই, আমি একটু motoringএ বেরুবো with Miss Hampden. Ethelএর যদি কিছু Marketting দরকার হয় ! বাবা, বাইরে টাকা আছে না আবার সে Iron safe খুলতে হবে ? চাবি কোথায় সেফের ?

মুরলী— আমার এখন টাকার হিসেব রাখারই সময় বটে বাবা ;—

ডাক্তার—ব্রজ, আমি এতক্ষণ শুধু তোমার ভঙ্গিমে লক্ষ্য ক'রছিলেম, আমার ধারণা ছিল তুমি fool, এখন দেখ্‌ছি ভগবান তোমায় একটি চতুষ্পদ জানোয়ার গ'ড়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

ব্রজ। Better mind your own business, কাল থেকে যদি সাহেব ডাক্তারের হাতে বাবাকে না ছেড়ে দেন, আর বাবা যদি মারা যান,

I hold you responsible for his death and I shall see you get five years' R: I.—

মুরলী। ব্রজ ব্রজ, তুমিই আমায় মেরে ফেলবে—

(ব্রজ সেফ্ খুলিয়া দেখিল মাত্র খরচের মত দুই শত ২০০্ টাকা আছে)

ব্রজ। মাত্র দু'শো টাকা, বাকী বুঝি সব Bank-এ, ? টাকা আনিয়ে রেখ—এটা আমি নিয়ে চল্লুম—

ডাক্তার। ব্রজ! তুমি কি মানুষ, দেখ্তে পাচ্ছ না তোমার বাবা কাঁদছেন ?

ব্রজ। Never mind. I call the Civil Surgeon, first thing to-morrow morning. I can't let things go on like this !

(প্রস্থান)

(ধীরার প্রবেশ)

ধীরা।—কি হ'য়েছে বাবা তুমি কাঁদছো কেন ?

মুরলী। ডাক্তার, জানোয়ারটার কথায় তুমি রাগ ক'রো না—যেমন আসছ তেম্নি আসবে ভাই, বড় দুঃখ বড় দুঃখ।

ডাক্তার। না, এতদূর যে তা আমার জানা ছিল না !

মুরলী। দেখ্ছো ডাক্তার, আমার রোগশয্যা হয়েছে ভীষ্মের শরশয্যা—

ডাক্তার। আগে তো এ রকম ছিল না—

মুরলী। না, এই বছর তিনেক বিলেত থেকে এসে এই দাঁড়িয়েছে ! Commerce-এ training নেবার জন্ম পাঠিয়েছিলাম, training হ'য়েছে মদ্য পানের !

ডাক্তার। মা ধীরা, তাহ'লে আসি মা ?

ধীরা। দাদা যদি সত্যি সাহেব ডাক্তারকে ডাকেন—আপনাকে খবর পাঠাব!

ডাক্তার। আমায় আসতেই হবে, কিছু ভাববেন না মুরলীবাবু, ওর কথায় আমি রাগ করতে পারি নে—তবে Civil Surgeonকে একবার ডাকা মন্দ নয়! সাহেব যদি আসে আমায় খবর দিও মা—আর তুমি নিজে একটু ঘুমিয়ো, এ বেলা এই ওষুধই চল্‌বে, রাত্রির ওষুধ বদ্‌লে দেবো—আজ ঘুমাবেন ভয় নেই!

(প্রস্থান)

মুরলী। ধীরা—

ধীরা। বাবা!

মুরলী। আমার কাছে আয় মা! তুই ছাড়া—তুই ছাড়া আমার কেউ নেই, ব্রজ যদি মানুষ হ'তো! আমি এই মরতে ব'সেছি, আমার সঙ্গে আজ কি ব্যবহার ক'রলে জানিস্—খাম্‌কা খাম্‌কা ডাক্তারকে অপমান ক'রলো। অফিসের সাহেব বাঙ্গালী কেউ ওর উপর সন্তুষ্ট না—আমি ম'রে গেলে, ও যে একটা বছরও অফিস চালাতে পারবে না। একটি ভাল বুদ্ধিমান বাঙালীর ছেলে পেতাম—

ধীরা। হ্যাঁ বাবা, ভাল কথা—

(পাঁচকড়ি দরওয়ানের প্রবেশ)

পাঁচকড়ি। বাবু—

মুরলী। কি রে পাঁচকড়ি—?

ধীরা। সেই বাবু আবার এসেছেন?

পাঁচকড়ি। হ্যাঁ দিদিমণি!

ধীরা। তাঁকে পাঠিয়ে দাও—

(পাঁচকড়ির প্রস্থান

মুরলী। কে, ধীরা— ?

ধীরা। একটি বাঙালী ভদ্রলোক—বল্লে, শুধু তোমার সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য—কলকাতা থেকে এসেছেন—পাঁচকড়ি তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল—আমি আধ ঘণ্টা প'র আসতে ব'লেছি।

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। আপনি মুরলী বাবু ?

মুরলী। হ্যাঁ আমি ! আপনার কি দরকার ? বসুন—

নির্ম্মল। (বসিলেন) আপনার তো দেখ্‌ছি খুবই অসুখ, আপনার দরোয়ান যে আমায় দেখা হ'বে না ব'লেছিল, তার কারণ আছে দেখ্‌ছি।

মুরলী। আপনি কি শুধু আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই বাঙ্‌লা দেশ থেকে আস্‌ছেন ?

নির্ম্মল। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনি আর আমাকে সম্ভ্রম ক'রে কথা কইবেন না, আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে তুমি ব'লবেন—

মুরলী। ভাল ভাল তাই ব'লবো, তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি, কি দরকার আমার কাছে ? কেউ আমার নামে চিঠি দিয়েছেন ?

নির্ম্মল। না চিঠি দেন নি—আপনার কথা যখন তিনি আমায় বলেন, তখন তাঁর চিঠি দেওয়ার অবস্থা নয়, অনেক আশা ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু আপনার শরীরের দিকে তাকিয়ে আপনাকে কোন কথা ব'লতে আমার সাহস হ'চ্ছে না !

মুরলী। তোমার বাড়ী কোথায় বল দেখি ?

নির্ম্মল। আজ্ঞে খুলনা জেলায়।

মুরলী। তুমি কি জগর কেউ হও— ?

নির্ম্মল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাঁর বড় ছেলে।

(পায়ের ধূলা লইল)

মুরলী। তুমি জগর ছেলে! এই দিকে এস—এই দিকে এস, আমার কাছে এস, দেখি তোমার হাতখানা—আ! তুমি যে আমার বড় আদরের সামগ্রী। আভায়, আভায় আমরা এক সঙ্গে ছিলাম, তুমি—তুমি তখন বছর তিনেক, তেমন বন্ধু আমি জীবনে পাইনি, সে এক দিনই গেছে, তারপর তোমার বাবা দেশে চলে গেলেন! আমি বর্ম্মাতেই রয়ে গেলাম! বড় ভাল হ'য়েছে তুমি এসেছো!

নির্ম্মল। বাবা বার বার ক'রে ব'লেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে।

মুরলী। তোমার বাবা মা সব কেমন আছেন?

নির্ম্মল। মা তো অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন! সম্প্রতি বাবাও চলে গেলেন!

মুরলী। এঁ্যা জগ নেই! আমার আগেই পালাল!

নির্ম্মল। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু তার তো সময় এখন নয়, আপনি একটু ভাল হ'য়ে উঠুন—

মুরলী। আমি কি আর ভাল হব বাবা! তাই তো—জগ চলে গেল! আমাদের দেহ শুধু আলাদা ছিল বাবা! মন প্রাণ এক! আচ্ছা, তোমার কথা ক্রমে সব শুনবো, আজ অনেক কথা ব'লেছি, আর কইতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না; তুমি আর কোথাও যেওনা বাবা,—এই খানেই থাক্‌বে! হ্যাঁ—তোমার নাম কি বাবা—নিমাই না নিমচাঁদ—কি নীরেন্দ্র এই রকম! নিমু নিমু—ব'লে ডাকতো!—

নির্ম্মল। আজ্ঞে আমার নাম নির্ম্মল!

মুরলী। ঠিক্ ঠিক্, ও নাম আমারই দেওয়া! এই তো সেদিনের কথা! ধীরা নির্ম্মলকে যত্ন ক'রো! এই আমার মেয়ে ধীরা। কিছু লজ্জা ক'রোনা বাবা!

ধীরা। একটু বেদানার রস দেব বাবা? অনেকক্ষণ যে কিছু খাওনি!

মুরলী। থাক্ থাক্ পরে খাব! নিমু এ তোমার নিজের বাড়ী বাবা!

নির্ম্মল। সে কথা বাবাও ব'লেছিলেন! ওঁর নাম ধীরা! এঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ইনি দয়া ক'রে না দেখলে, আপনার কাছে আসা হ'তো না আমি তিন বার ফিরে গেছি!

মুরলী। মা আমার লক্ষ্মী, বড় দয়া! কিন্তু অদৃষ্ট বড় মন্দ বাবা—মা আমার অন্ধ।

নির্ম্মল। অন্ধ!

মুরলী। জন্মান্ধ! ধীরা নির্ম্মলের সঙ্গে কথা কও, একটা ঘর ঠিক ক'রে দিও, খাবার ব্যবস্থা করো! আমার বুকের বেদনাটা আবার বেশী বোধ হ'চ্ছে!

ধীরা। সে কি বাবা!—

মুরলী। উঃ, উঃ! বড় কষ্ট—বড় কষ্ট—

নির্ম্মল। কোন জায়গাটা বলুন দেখি, এই ওষুধটা মালিশ ক'রবার কথা বুঝি?

মুরলী। হ্যাঁ ওইটেই বটে—ওষুধে কিছু হবে না বাবা, তোমার হাতের গুণে যদি হয়, এই জায়গাটায়, বাইরে তো কিছুই না—সব ভিতরে—ভিতরে, ধীরা—মা!

ধীরা। বাবা, বাবা, ডাক্তারবাবুকে কি একবার—?

মুরলী। এইতো ডাক্তার দেখে গেল, ডাক্তার আর কি ক'রবে? তুই আয়, কাছে আয়, নিঃশেষ নিতে বড় কষ্ট হ'চ্ছে!—

নির্ম্মল। আপনি কথা কইবেন না, একটু স্থির হ'য়ে থাকুন।

মুরলী। কি জানি যদি মারা যাই! শ্বাস কষ্টের পরেই তো মৃত্যু! একটি কথা, সময় থাকতে ব'লে নেই বাবা! যদি মারা যাই, হঠাৎ যদি Heart fail করে, সময় পাব না, একটি কথা শুনে রাখ, নিশ্চয় তোমায় ভগবান পাঠিয়েছেন—

নির্ম্মল। না না, আপনি মারা যাবেন কেন?

মুরলী। কিছু বলা যায় না বাবা! শোন, আমার এই মা বড় লক্ষ্মী! কিন্তু বড় দুঃখী, ওর আর কেউ নেই, যদি মারা যাই—ওকে তুমি দেখো, তুমি জগর ছেলে, তোমার বাবা দেবতা ছিল, তোমায় বিশ্বাস করি, তুমি আমার মাকে দেখো! আহা—ধীরা, ধীরা শোন্, এই নে নিমুর হাতে হাত দে, সবাই যদি শত্রু হয়, এই একটি বন্ধু তোর রইল মা—জগর ছেলে, স্বার্থপরতা যে পথে গেছে সে পথে ওরা যায় না, সে পথ চেনে না।



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মুরলীধর বাবুর শয়নকক্ষ, হল ঘরে নির্ম্মল—শয়নকক্ষে মুরলীধর বাবুর মাথায় পাঁচকড়ি আইস্‌ব্যাগ দিতেছে পাশে ধীরা)

[হল্ ঘরে]

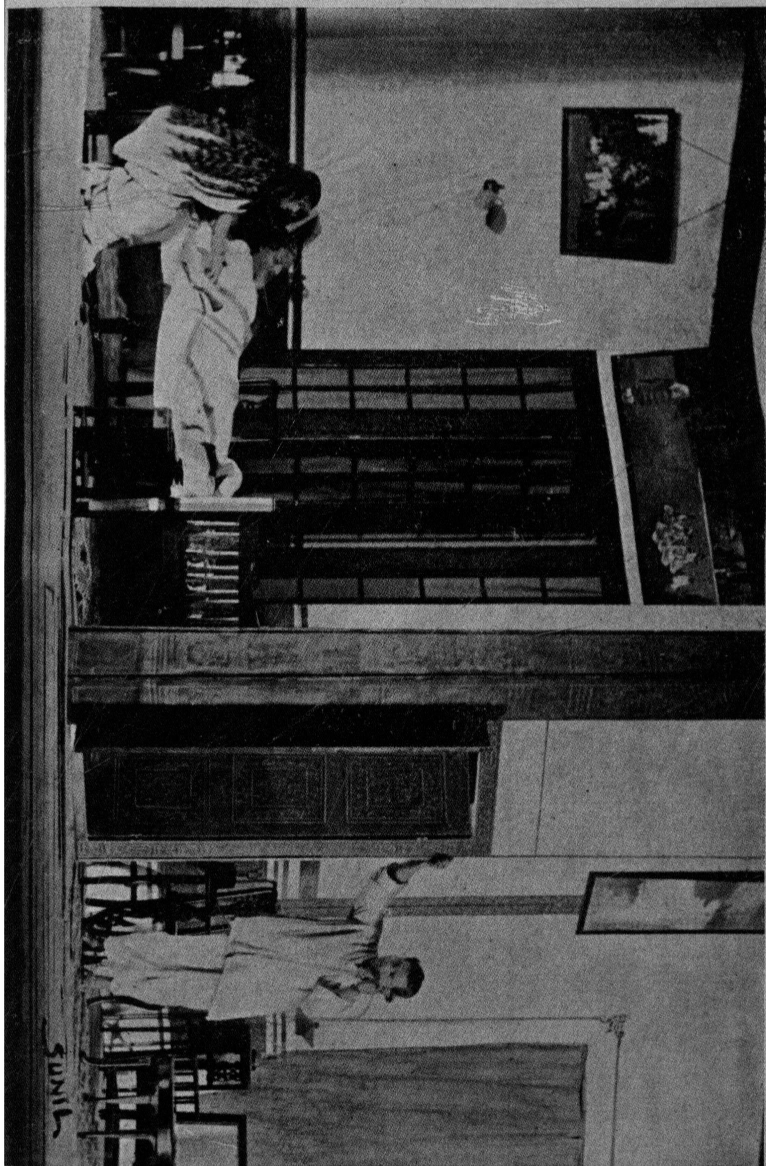
(ফোনের নিকটে গিয়া)

নির্ম্মল। Hallo. 3507. কে—A Bengali? তাহ'লে বাঙলাতেই বলি। কেশববাবু বাড়ী আছেন? দয়া ক'রে তিনি যদি ফোনটা ধরেন একবার। কেশববাবু, নমস্কার। আমি মুরলী বাবুর বাড়ী থেকে কথা কইছি। হঠাৎ জ্বরটা বড্ড বেশী ১০৫ ক'রেছে। যদি একবার আস্‌তে পারেন বড্ড ভাল হয়।

মুরলীধর। (ঘরের ভিতর) একটা গান গাইবি মা? যেমন হ'ক—ভগবানের নাম।

ধীরা। এখন গান তোমার ভাল লাগবে বাবা?

মুরলী। তোমার গান আমার কবে খারাপ লাগে মা, যে আজ ভাল লাগবে না? সেই গানখানা গা'—যা তুই মাঝে মাঝে গা'স্। সেই মহানিশার গান—'তোমার আশার পথ চেয়ে মোর দিন যায়।'



(ধীরার গীত)

তোমার আশার পথ চেয়ে, মোর দিন যায়।
বড় অসময় নাথ পড়ে আছি অসহায়।
অন্তর বাহির আবরি সর্ব্বদিশা,
তিমির প্রবাহিনী ঘেরিল 'মহানিশা',
নাইরে জ্যোতি আলো—
হৃদয়ে গভীর কালো,
তিমিরত্রাস এস, আঁধার দলি পায়—
জলদবরণ এস, বিগলিত করুণায়।

[হল ঘরে]

(হল্ হইতে নির্ম্মল ধীরার গান শুনিতে লাগিলেন ও মুগ্ধ হইলেন। তার মনের ভিতর প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে)

(উত্তেজিতভাবে ডাক্তার হলে প্রবেশ করিলেন)

ডাক্তার। Fool, Scoundrel !

নির্ম্মল। এই যে ডাক্তার বাবু, আসুন। একি চটলেন কেন? কাকে Scoundrel ব'ল্ছেন?

ডাক্তার। আর কাকে—সেই অকাল কুষ্মাণ্ডটাকে। ও গাড়ীতে উঠছে আমি নাম্ছি—চোখে চোখে দেখা। তোমাকে আমাকে আর ধীরাকে কি গালাগাল—যেন তোমার আর আমার পরামর্শেই মুরলী বাবু ধীরাকে অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়েছেন।

(ধীরার হলে প্রবেশ)

ধীরা। আপনি ভিতরে আসুন ডাক্তার বাবু, একবার দেখবেন, আপনিও আসুন।

(তিনজনে ঘরের ভিতর গেলেন)

(ধীরা মুরলীধরের নিকট গেল)

মুরলী। কে রে—ধীরা এলি? আয় মা।

ধীরা। বাবা, একটু কি নরম প'ড়েছে বাবা?

মুরলী। একেবারেই নরম পড়বে রে মা—একেবারেই। তুমি কে—তুমি কে?

নির্ম্মল। আমি নির্ম্মল।

মুরলী। ওঃ নির্ম্মল—তুমি! তুমি কি ধীরার হাত ধ'রে এসেছ—দু'জনে একসঙ্গে এসেছ—ওকে তুমি নিয়েছ তো বাবা?

(ডাক্তার নির্ম্মলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—
পরে রোগী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন)

ডাক্তার। আমায় চিনতে পারছেন?

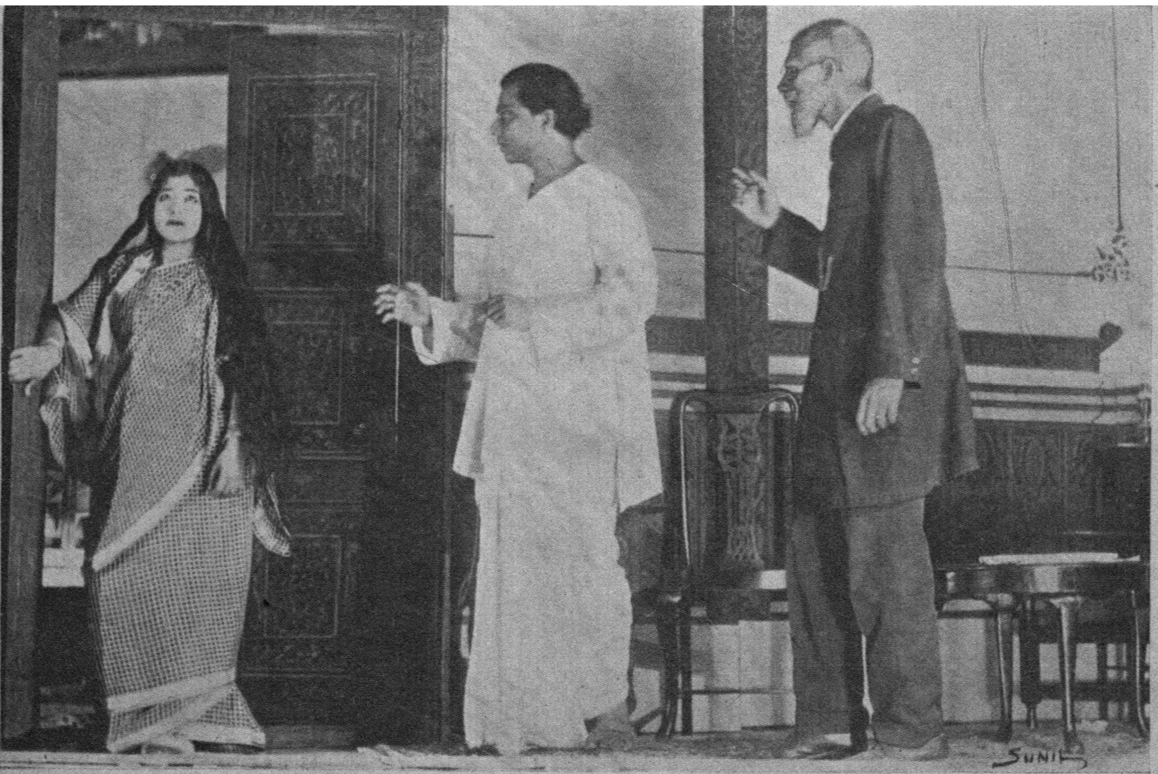
(মুরলীধর কিছু বলিলেন না শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে তিনি
ডাক্তারকে চিনিতে পারিয়াছেন)

মুরলী। (নির্ম্মলের হাত লইয়া) স্বার্থপরতা করেছি বাবা, তা একটু ক'রেছি—জীবনে আর কখনো করিনি। এই প্রথম, এই শেষ। কি করি যাদু! যেদিন বাছা আমার এই দেহভরা রূপ, হৃদয়-ভরা মহত্ত্ব নিয়ে এসেও, এ পৃথিবীতে অতি বড় দুঃখী কাঙালের মতই ঢুক্‌তে পেয়েছে, সেইদিন ভগবান নিজেই যে হৃদয় থেকে আমায় স্বার্থপর হ'তে ব'লে দিয়েছেন।

ডাক্তার। আপনি অতো ভাববেন না, আর অতো কথা কইবেন না! আপনার কষ্ট হবে।

মুরলী। তুমি তো ডাক্তারী ক'রে হুকুম দিলে, 'ভাববেন না, কথা কইবেন না।' আমি না ভেবে, না কথা ক'য়ে, থাকি কি ক'রে;

ডাক্তার। আপনার হঠাৎ জ্বরটা হ'লো কিনা—


SUNIL

মুরলী। ডাক্তার, আমি কি কিছু জানিনা বুঝতে পারিনা? আমি আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি—আর তিন দিনের বেশী নয়।

ধীরা। বাবা—বাবা—

মুরলী। ওমা, মাগো—মাগো।

(ঘুমাইয়া পড়িলেন)

ডাক্তার। ঘুমিয়েছেন। ধীরা, তুমি এই ফাঁকে খেয়ে এসো—যাও দেরী করো না। ভয় নেই—আমরা তো আছি।

(ধীরা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল)

(নির্ম্মল ও ডাক্তার হলে গেলেন)

[হল ঘরে]

নির্ম্মল। আসুন ডাক্তার বাবু বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।—রোগী কি রকম দেখলেন ?

ডাক্তার। এই জ্বরটাই যা নতুন—আর সব তো আগেরই মত।

নির্ম্মল। হঠাৎ কোন কিছু আশঙ্কা করেন ?

ডাক্তার। বাঁচবার আশা আর নেই।

নির্ম্মল। তাহ'লে আমি কি করি বলুন তো ?

ডাক্তার। যেদিন তুমি এখানে এসেছ, সেই দিন থেকেই উনি মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছেন—ধীরাকে তোমার হাতে দেবেন।

নির্ম্মল। কিন্তু আমার সমস্যাও আপনি জানেন। আপনাকে সব কথা ব'লেছি, এখন কি উপায় ?

ডাক্তার। দেখ নির্ম্মল, এতো আর বৈষয়িক ব্যাপার নয়—এরূপ ক্ষেত্রে একজন আর একজনকে ঠিক্ পরামর্শ দিতে পারে না।

নির্ম্মল। আমি এখানে আসবামাত্র আমায় যে যত্ন করলেন, সে যত্ন

জীবনে অল্পই পেয়েছি। তারপর আপিসে আমার সেই মাসেই একশ' টাকা মাইনে— যখন পঁচিশ টাকা কেউ দিতো না।

ডাক্তার। এতখানি উপকার পৃথিবীতে কেউ কারও করে না, শুধু পিতৃবন্ধু ব'লে। যদি কিছু ঋণশোধ ক'রতে পার, তার সময় এই সুযোগ এই।

নির্ম্মল। কিন্তু সেখানে আমি একজন অসহায় বিধবাকে কথা দিয়ে এসেছি। তিনি মনে ক'রবেন টাকার লোভে আমি ধীরাকে বিয়ে ক'রেছি—কেউ আমার মন দেখ্‌বে না।

ডাক্তার। সংসারে কেউ তা দেখেও না নির্ম্মল। বিধবাকে কথা দিয়ে এসেছ ব'লে নয়। কিন্তু তোমার কথায় বুঝেছি, তুমি সেই মেয়েটিকে ভালবাস।

নির্ম্মল। সে ছাড়া আর কেউ আমার স্ত্রী, আমি কখনো কল্পনা করতে পারি না।

ডাক্তার। ধীরার মত ভাল মেয়েও তুমি সংসারে খুব বেশী দেখ্‌তে পাবে না।

নির্ম্মল। সে জানি। আমি তাকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করি—সহানুভূতি করি।

ডাক্তার। এই শ্রদ্ধা আর সহানুভূতিই আবশ্যক নির্ম্মল। কিন্তু এই সময়, এখনও ওঁর জ্ঞান আছে।

নির্ম্মল। আজ রাত্রে আপনি এখানে থাক্‌বেন ?

ডাক্তার। আবশ্যক হয় থাক্‌বো বৈকি। তুমি মনঃস্থির কর নির্ম্মল।

নির্ম্মল। অন্য কারও কোন কথা ভাবছিনে এখন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমায় সত্যভঙ্গ ক'রতে হলো, এই দুঃখ। অথচ ঈশ্বর জানেন, আমি নির্দ্দোষ।

ডাক্তার। তুমি যদি ধীরাকে বিয়ে কর, অপর্ণার মা ভাববেন, তুমি লোভী—আর যদি অপর্ণাকে বিয়ে কর, মুরলী বাবু মনে ক'রবেন—অকৃতজ্ঞ। অথচ তুমি নির্দ্দোষ; এইতো সংসার!

নির্ম্মল। তা ছাড়া আমার নিজের দিক্ দিয়ে অপর্ণাকে হারাণো, আমার পক্ষে যে কতখানি ক্ষতি, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

[শয়ন কক্ষে]

ধীরা শয়ন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে মুরলীধর বাবুর কপালে হাত দিল—মুরলীধর বাবুর হঠাৎ যেন চমক ভাঙিল।

মুরলী। কে—নিমু?

ধীরা। না বাবা—আমি।

মুরলী। তুমি—ধীরা! কতক্ষণ এসেছ মা?

ধীরা। এইমাত্র এলাম বাবা—একটুও কি কমেনি বাবা?

মুরলী—উঃ না রে মা, না। একেবারেই কমবে। তবে মা আমার। যদি যেতে হয় তোরে কার কাছে রেখে যাব রে মা—কার কাছে? তার চেয়ে আয়, তোকেও বুকে নিয়ে, এক সঙ্গে দু'জনে চ'লে যাই।

ধীরা। তাই নিয়ে চল বাবা, নিয়ে যাও। তা'হলে আমি বাঁচি—ওগো বাঁচি।

(হল ঘরে)

নির্ম্মল। ডাক্তার বাবু, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছি। দু'জনেরই কাছে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হীন হ'য়ে যাচ্ছি। আপনি ধীরাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুন।

ডাক্তার। আমি একবার বাড়ী যাব। আচ্ছা, আর একদাগ অষুধ আমি নিজেই খাইয়ে আসছি।

ডাক্তার মুরলীধরের কক্ষে গেলেন)

ধীরা মুরলীধর বাবুর বুকের উপর পড়িয়াছিল)

(মুরলীধর বাবুর ঘরে)

ডাক্তার। ধীরা, ধীরা, একি মা—তুমি বাবার বুকের উপর প'ড়ে কাঁদছ মা! ছিঃ মা—ওঠো।

ধীরা। ডাক্তার বাবু—বাবা ভাল হবেন ত'?

ডাক্তার। কেন হবেন না, মা। মুরলী বাবু, আপনিও ছেলে মানুষ। যাও মা। বাত দিন এই ঘরটিতে বন্ধ থেকে তোমার মন আরও তুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে।

মুরলী। যাও মা—

(ধীরা ধীরে ধীরে হল ঘরে গেল)

ডাক্তার। আমি ওঘর থেকে শুনলাম—ওই রকম কথা এই ছোট মেয়েকে বল্'তে আছে?

মুরলী। কি আর করি ডাক্তার—আমি আর পাচ্ছিনে। কখনো ভগবানের নাম নিইনি—ভগবানের উপর নির্ভর ক'রতে শিখিনি। তাই ধীরাকে ভরসা দিতে পাচ্ছি না।

ডাক্তার। নিন—এই ওষুধটা খান।

মুরলী। দাও খাচ্ছি। নিমু কোথায় ডাক্তার?

(ঔষধ সেবন)

ডাক্তার। ঐ তো 'হলে' বসে আছে।

মুরলী। আমার অন্ধ মেয়ে বিয়ে ক'রবেনা, না ডাক্তার?

ডাক্তার। তার দিক্ থেকে কথাটা একবার চিন্তা ক'রে দেখুন দেখি। যে মেয়েটিকে ও ভালবাসে, তার মায়ের কাছে ও কথা দিয়ে

এসেছে—আজ হঠাৎ আপনি তাকে ধীরাকে বিয়ে ক'রতে ব'লছেন। তার মনঃস্থির করতে সময় লাগবে না?

মুরলী। ডাক্তার, আমি বড় স্বার্থপর। নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারিনে। তুমি ঠিক্ ব'লেছ—না আর আমি ওকে কিছু ব'লবো না। আমার নিজের ছেলে, সে তো একবার চোখের দেখাও দেখ্‌লে না।

ডাক্তার। আপনি আবার কথা কইছেন? দুর্ব্বল শরীর—বেশী জ্বর—চুপটি ক'রে থাকাই আবশ্যক।

নির্ম্মল হল ঘরে প্রবেশ করিলেন—তার শক্তি ছিল না।
সে ধীরে ধীরে ধীরার পাশে বসিয়া পড়ল।

[হল ঘরে]

নির্ম্মল। ধীরা—ধীরা—ধীরা তুমি কাঁদ্‌ছ, কেন কাঁদ্‌ছ? কেঁদনা—

ধীরা। কি হবে—বাবা যদি না বাঁচেন।

(ডাক্তার উঠিয়া 'হল' ঘরে আসিলেন)

নির্ম্মল। এখন ওকথা ভাবতে নেই ধীরা।

(নির্ম্মল মুরলীধর বাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন আসনে বসিল। এখনও
ধীরার হাত নির্ম্মলের হাতের মধ্যে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে
মুরলীধর বাবু সজাগ হইলেন।)

[মুরলী বাবুর ঘরে]

মুরলী। ডাক্তার—ডাক্তার!

নির্ম্মল। একটু বাইরে গেছেন, এখুনি ফিরবেন।

মুরলী। তুমি কে—নির্ম্মল?

নির্ম্মল। হ্যাঁ বাবা আমি।

মুরলী! আমার মা—মা ধীরা কৈ?

ধীরা। এই যে আমি রয়েছি বাবা।

মুরলী। নির্ম্মল, বড় যন্ত্রণা আর বোধ হয় বাঁচলেম না। তুমি রইলে—ধীরা রইলো—ওকে দেখো।

নির্ম্মল। সে ভার তো আমি প্রথম যেদিন এখানে আসি, সেই দিনই আমায় দিয়েছেন।

মুরলী। সবাই ভার নিতেও পারেনা, সইতেও পারেনা।

নির্ম্মল। আমাদের বিয়ের ব্যবস্থাটা, তা'হলে কি রকম হবে বলে দিন। আপনার সাম্‌নে হ'লেই বোধ হয় ভাল।

মুরলী। নিমু, তুমি ধীরাকে বিয়ে করবে?

নির্ম্মল। হ্যাঁ ক'রবো—আমি ধীরাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

মুরলী। তা'হলে আজই বিয়ে হোক। আমার চোখের সাম্‌নে। ডাক ডাক, ডাক্তারকে ডাক। ওরে পাঁচকড়ি—আমার পুরুত ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়। হ'য়ে যাক্—হ'য়ে যাক্। আমায় তুমি বড় নিশ্চিন্ত ক'রেছ—বড় নিশ্চিন্ত—আঃ।

(পাঁচকড়ি ও ডাক্তারের প্রবেশ)

নির্ম্মল। এই যে ডাক্তার বাবু, আপনি একটু বসুন। আমি নিজেই আয়োজনটা ক'রে ফেলি। এস পাঁচকড়ি।

(নির্ম্মল ও পাঁচকড়ির প্রস্থান)

মুরলী। ডাক্তার, আমি সেরে উঠেছি—আর ভয় নেই। আজ রাতে অন্ততঃ আমি মরবো না। জ্বর ছেড়ে গেছে—আমার নাড়ী দেখ, নিশ্চয় জ্বর পাবে না।

ডাক্তার। থাক্—থাক্—আপনি উঠবেন না, উত্তেজিত হবেন না। ব্যাপার কি? নির্ম্মল কি—

মুরলী। হ্যাঁ হ্যাঁ নির্ম্মল, আমার ধীরাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। আজ এখনই বিয়ে—আমি চোখে দেখে তবে চোখ বুজ্‌ব। বুঝলে ডাক্তার, ধীরার বিয়ে আমি নিজে চোখে দেখে যাব। যে-সে ছেলের সঙ্গে নয়—নির্ম্মলের সঙ্গে। আর ভাবনা কি ডাক্তার—বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারবো। আঃ—বড় নিশ্চিন্ত!

ডাক্তার। সে যাই হোক্, আপনি অতো উত্তেজিত হবেন না—অত কথা কইবেন না।

মুরলী। আজ কথা কইব না? তুমি বল কি ডাক্তার! আজ আমার ধীরার বিয়ে—আজ কথা কইবো না? ক্ষমার মা, ([redacted]) মা-মা, মাকে আমার ভাল ক'রে সাজিয়ে নিয়ে আয়, আরও ভাল ক'রে—মা জগদ্ধাত্রীর মত। আহা! ওর মা থাকলে আজ কত আমোদ করতো, তোদের বক্‌সিস্ দিত—তা তোরা পাবি। সবাইকে সুখী ক'রবো, কারও মনে কষ্ট রাখবো না—যা মা। ক্ষমার মা, ওকে নিয়ে যাও।

(রাগতভাবে ব্রজরাজ 'হল'-ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে নির্ম্মলকে না দেখিয়া জোরে ডাকিল—)

ব্রজ। (উচ্চৈঃস্বরে) বাবা— (ডাক্তারকে দেখিয়া) ওঃ, এই যে তুমিও এসে জুটেছ। I thought as much, বাবা!

মুরলী। কি?

ব্রজ। What do you mean by it? এর মানে কি? I want to know, will you kindly explain?

ডাক্তার। যাও মা, তোমার দাদার কথা তোমার শুনে কাজ নেই।

(ক্ষমার মা ধীরাকে লইয়া প্রস্থান করিতে যাইবেন)

ব্রজ। না ধীরা যাস্‌নি। বাবা, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি—মৃত্যুকালে এ ছেলেখেলা কেন?

মুরলী। আঃ—(কথা বলিতে পারিলেন না)

ব্রজ। এটা সত্যি—না ডাক্তার আর নির্ম্মলের ষড়যন্ত্র, তাই আমি তোমার মুখে শুনতে চাই—বল।

ডাক্তার। ব্রজবাবু দেখ্‌তে পাচ্ছ না, তোমার বাবার কষ্ট হচ্ছে। (ডাক্তার বাঁশি দিলেন) এই যে এসেছ নির্ম্মল।

(নির্ম্মল, পাঁচকড়ি ও পুরুত-ঠাকুরের প্রবেশ)

নির্ম্মল। হ্যাঁ পুরুত-ঠাকুরকে সঙ্গে এনেছি। কিন্তু একি।

ডাক্তার। আবার একটা টাল গেল।

ব্রজ। বাবা, তুমি ধীরাকে নির্ম্মলের হাতে দিয়ে যাচ্ছ—ওর বিয়ে দিচ্ছ—ওই অন্ধ মেয়ের বিয়ে? নির্ম্মল! আমি তোমায় জানতেম ভাল, এখন দেখ্‌ছি টাকার লোভে তুমিও বিয়ের নামে ছেলেখেলা কর। এ সব আমার সম্পত্তি ফাঁকি দেবার চেষ্টা।

নির্ম্মল। ব্রজবাবু, আপনি কি বল্‌ছেন? বিষয়ের লোভে আমি ধীরাকে বিয়ে করছি!

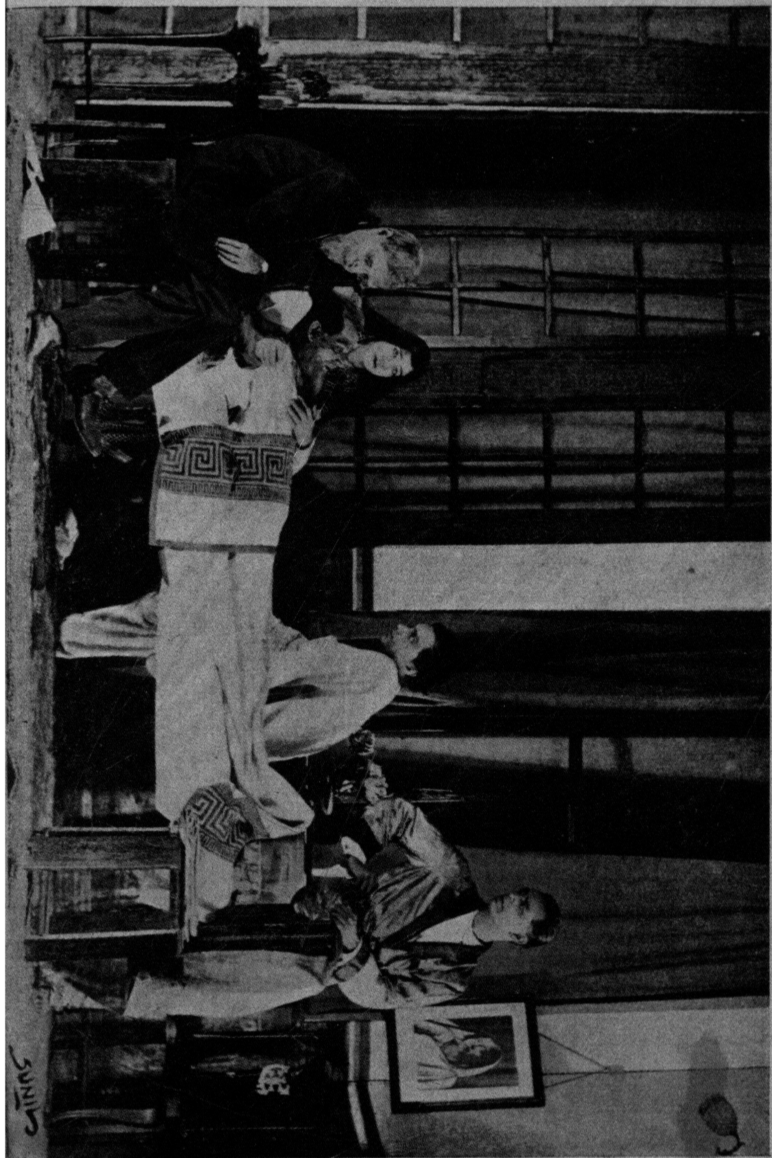
ব্রজ। তবে কিসের লোভে ঐ কাণা মেয়ে বিয়ে করছো শুনি?

নির্ম্মল। আমি—আমি ধীরাকে ভালবাসি।

ব্রজ। তুমি ঐ কাণা মেয়েকে ভালবাস—আমায় তাই বিশ্বাস করতে বল? You are a sneak, a damned liar!

(ধীরা আবার নিস্তেজ হইয়া বসিয়া পড়িল)

নির্ম্মল। ব্রজবাবু—ব্রজবাবু—



ব্রজ। তুমি থাম। আমি কারো কথা শুনতে চাই না। বাবা, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি—উত্তর দাও!

(মুরলী উঠিয়া বসিলেন)

ডাক্তার। থাক্ থাক্, আপনি উঠবেন না।

মুরলী। না, আমি ঠিক্ আছি—কি ব্রজ?

ব্রজ। এই বিয়ে—তুমি বল এ সত্য কিনা?

মুরলী। হ্যাঁ সত্যি। নিমু—মা, মা ধীরা—তোরা সুখে থাক্। তুমিও সুখে থাক ব্রজ। আমি আজ সবাইকে আশীর্ব্বাদ করছি।

ব্রজ। আমার উপর তো তোমার ভারি টান্। তোমার সর্ব্বস্ব ঐ কাণা মেয়ে। আজ তো টাকার লোভে বিয়ে করছে, কিন্তু দুদিন বাদে যখন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে, তখন কিন্তু আমি ওর ভার নিতে পারবনা। সে তোমায় স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি।

নির্ম্মল। আপনার যা বক্তব্য তা বলা শেষ হয়েছে—না আরও কিছু বল্‌বেন?

ব্রজ। সম্পত্তি তুমি পাবে না—ওই কাণা মেয়ে বিয়ে করাই সার হবে।

ডাক্তার। ব্রজবাবু, এসব কথার এ সময় নয়। আমি ডাক্তার, আমি তোমায় নিষেধ করছি, আমি অধিকারী। ওঁর নিজের মুখে সব শুন্‌লে তো—এখন যাও। নির্ম্মল, এস।

ব্রজ। Damn, rot. (প্রস্থান)

ডাক্তার। এদের আশীর্ব্বাদ করুন! চোখ চেয়ে দেখুন! তারপর আপনি অনুমতি দিলে পুরুত-ঠাকুর মন্ত্র পড়াবেন।

মুরলী। আশীর্ব্বাদ করছি—সু—সুমতি হোক!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৌদামিনীর বাড়ী।

সৌদামিনী, অপর্ণা, ছোট খুড়ী, ও যতীশ্বর।

যতি। আপনি কি কাল সমস্ত রাত ঘুমোননি, বামুন-মাসী ?

সৌদামিনী। তোমার মায়ের কাছে ও-কথা শোনা অবধি আমি যে চোখে অন্ধকাব দেখছি বাবা।

ছোট বৌ। আর-বছর এই সময় নিজে এসে কথা দিয়ে গেল, একটি বছর চুপ করে থাকো—আর এক বছর পরে এই সর্ব্বনেশে খবর। মেয়ে সতেরো উত্‌রে আঠারোয় পা দিল, এখন এই মেয়ে নিয়ে মাগী কি করবে বলতো বাবা ? এ ত' আর সহর সুবো জায়গা নয়, গাঁ-ঘরে বাস। এম্‌নিই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে সুরু করেছে

যতি। কি বলবো বলুন, আমিও তো এর কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না।

ছোট বৌ। খবরটা কি করে এলো—চিঠি এসেছে ?

যতি। না—রেঙ্গুনের একখানা খবরের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। সে কাগজ সবে কলকাতায় এসেছে। মুরলীবাবু ওখানকার একজন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী কিনা—

সৌদামিনী। তাই তো ছোট বৌ—আমার যে মাথা ঘুরছে—আমি যে দশ দিক আঁধার দেখ্‌ছি। নির্ম্মল এমন করবে, এযে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যতি। আমার অদৃষ্টে কি সবই বিপরীত।

যতি। আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি নি। সে কথার মানুষ—কখনও কোন নীচ কাজ জীবনে করেনি।

সৌদামিনী। লোকে এখন আমারই মুখে চূণকালি দেবে। সবাই বলবে, তুমি কাঙাল, ধান ভেনে, রাঁধুনীবৃত্তি করে তোমার দিন চলে, তুমি চাও বি-এ পাশ করা জমীদারের ছেলের শাশুড়ী হতে! যেমন বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে চেয়েছিলে, তেমনি ঠিক হয়েছে।

যত। আমি নিমুদাকে চিঠি লিখ্‌ছি। এমনও তো হতে পারে—আর কোন নির্ম্মল চাটুয্যে—আগে থাকতে এতটা উতলা হবার কোনও আবশ্যক দেখি না মাসী।

সৌদামিনী। তাই লিখে দেখ। যাই, ডুবটা দিয়ে আসি—দেরী হয়ে গেল, তোমার মা আবাব কি ভাববেন।

অপর্ণা। কাল যে তোমার জ্বর হয়েছে মা—তুমি নাইবে?

সৌদামিনী। ঠাকুরদের রান্না, না নেয়ে কি হয় মা! বিধবার জ্বর আবার জ্বর! ও নাইতে খেতে যাবে।

অপর্ণা। তা বৈকি—নাইতে খেতে যাবে না আরও-কিছু! যতিদা তুমি গিন্নী-মাসীকে বলগে, মা আজ যাবেনা, আমি রাঁধবো।

সৌদামিনী। তুই কি আঁশ-নিরিমিশ সব গুছিয়ে রাঁধতে পারবি?

অপর্ণা। না, কখনো যেন করিনি! কেন যতিদা—তুমি আমার রান্না খাওনি?

যতি। খেয়েছি বৈকি। না আজ আর ঠাট্টা করবো না, আবার ঠাট্টা করবার দিন আসুক্‌, তখন বল্‌বো। অপিই যাক্‌ মাসী, আজ তুমি জিরোও, ঠাণ্ডা হও। তবে তুমি যাও—চট্‌ ক'রে নেয়ে এসো।

অপর্ণা। তা আস্‌ছি। ছোট খুড়ী, তুমি মাকে একটু সাবু তৈরী ক'রে দিও—সাবু মিছরী সিকেয় তোলা আছে।

ছোট বৌ। তা দেব'খন মা—আমি তো আর যাচ্ছিনে অপি। কিন্তু,

ভাবনায় ভাবনায় মাগীর শরীর যে জ্বলে গেল ! ও জ্বর কি গায়ের জ্বর—ওযে মনের জ্বর বাছা !

ছোট খুড়ো। (নেপথ্যে) বলি শুন্‌ছো, বেলা একপ'র পর্য্যন্ত পাড়া বেড়ালে রান্না-বান্না কলে হয়ে থাক্‌বে নাকি ? ওগো শুন্‌ছো ?

ছোট বৌ। (চাপা গলায়) হ্যাঁ শুন্‌ছি, রান্নাবান্না কলে হয় না তা জানি। এই কেনা বাঁদী আছে, এখুনি গিয়ে সব ঠিক্ করে দেবে। দেখ দেখি দিদি—গা জ্বালা করে ! সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন ওই দাওযায় ব'সে ব'সে ফুট কাট্‌ছেন। তোমার দেওর যদি মানুষ হতো—তোমার কি এত ভাবনা হয় দিদি !

যতি। মাসী, আমি তাহ'লে এখন যাই। আচ্ছা আর-এক কাজ কর না ! আমি যেমন চিঠি দিচ্ছি দিই—তুমিও নিমুদাকে আলাদা একখানা পত্র লেখ ; দেখাই যাব্‌-না কি উত্তর দেয়।

সৌদামিনী। আমি তো বাবা, নির্ম্মলের ঠিকানা জানিনে।

যতি। একখানা খামে ঠিকানা লিখে আমি অপির হাতে পাঠিয়ে দেব। তুমি চিঠিখানা লিখে রেখো। (প্রস্থান)

খুড়ো। (নেপথ্যে) বলি শুন্‌ছো, কল্‌কেটায় একটু আগুন দিয়ে যাও না ! এখনো উনুন জ্বল্‌লো না, একটু তামাক খাওয়ার উপায় নেই। ঘুঁটের আগুনে তামাক খাওয়া আর ছোটলোকের খোসামোদ করা এক কথা। বলি শুন্‌ছো, এমনি আস্‌বে, না পাল্কী বেহারা পাঠাতে হবে ?

(অপর্ণা স্নান সারিয়া আসিল)

ছোট বৌ। (চাপা গলায়) পাল্কী কেন, চতুর্দ্দোলা পাঠাও। সুখের তো আর সীমে নেই। লজ্জাও করে না ! যাই, যতক্ষণ না যাব, অম্‌নি চেঁচাতে থাক্‌বেন।

অপর্ণা। সমস্ত দিন বাড়ী থাক্‌বো না, দুপুরে একটু মার কাছে এসে ব'স ছোট খুড়ী।

ছোট বৌ। তোরই মা, আর আমার বুঝি কেউ নয়? (প্রস্থানোদ্যত)

সৌদামিনী। খাওয়া-দাওয়ার পর তুই তা'হলে মানিয়ে গুছিয়ে পত্রখানা লিখে দিস্ ছোট বউ—আমি অনেকদিন লিখিনি।

ছোট বৌ। আচ্ছা দেব। (প্রস্থান)

অপর্ণা। আচ্ছা মা—আর এক জায়গায় একখানা চিঠি দিলে হয় না?

সৌদামিনী। কোথায়? বাকুলে?

অপর্ণা। হ্যাঁ, তোমার দাদামশায়কে—

সৌদামিনী। এইবার বোধ হয় সেখানে যেতে হয় মা। যতি যা বল্‌লে যদি সত্যি হয়, তাহ'লে এ-গাঁয়ে আর থাকা চল্‌বে না। পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্‌বে—যার সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করবো, দো-পোড়া মেয়ে ব'লে ভাঙ্‌চি দেবে। চিনি তো সবাইকে—কম কেউ নয়।

অপর্ণা। এরই মধ্যে গাঁ-ময় রাষ্ট্র হয়েছে। পুকুর-ঘাটে নাইতে গিয়েছিলাম, আমায় ডেকে ছোট কাকা হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, হ্যাঁরে অপি, তোর মায়ের সেই বি-এ পাশ সোনার কার্ত্তিক জামাই নাকি জাল ছিঁড়ে পালিয়েছে? আমায় বলার কি দরকার ছিল মা?

সৌদামিনী। না—এ গাঁয়ে থাক্‌বো না। তুমি আপন কাকা, মাথার ওপর কর্ত্তা তুমি—তোমার এই ব্যাভার!

অপর্ণা। তুমি পত্র লেখ' মা। ও রকম ক'রে বলে যদি সবাই—আমি সইতে পারব না।

সৌদামিনী। তাই যাব মা। নিমুকে চিঠি দিই, নিজের হাতে লিখুক, যে সে বিশ্বাসঘাতকী কাজ ক'রেছে। তখন বরাতের দোহাই দিয়ে স্বামীর ভিটে ছেড়ে তোকে নিয়ে বেরুব মা।

অপর্ণা। আচ্ছা মা—লোকে পরের দুঃখ কেন বোঝে না মা? আমরা এত দুঃখী—আমাদের নিয়েও লোকে তামাসা করে!

সৌদামিনী। এরা তো করবেই মা, সারাজীবন এই করছে। নির্ম্মলের মত ছেলে যদি এই আচরণ করে তাহ'লে আর কি বল্‌বো। হয় আমাদেব ববাতে সোনা রাং হলো—কিম্বা আজও মানুষ চিন্‌তে পারলেম না।

(জনৈকা বৈষ্ণবীর প্রবেশ ও গীত)

বলি ও কুবুজার বন্ধু,
ও বলি ও দুদিনের রাজা,
ছি ছি বঁধু কেমন ক'বে
পাশরিলে রাই-মুখ-ইন্দু ?
কেমন সোনার মুখটি মনে পড়ে কিনা (কোন পরাণে)
তুমি যারে হিয়ায় রেখে,
নয়নে প্রহরা দিতে,
বলি ও কুবুজার হরি,
(আজ হ'তে বাধনাথ আর বল্‌ব' না হে।
ছি ছি বঁধু কেমন ক'রে, কোন্ পরাণে)
পাশরিলে নবীন কিশোরী ?
ওকি দেখাও মতির মালা—
(এমন) মতির মালা ব্রজে কত পড়ে আছে পথের ধুলায়।
যখন কুবুজা না দিবে ঠাঁই হে,
কপালের কথা বলা যায় না—
বঁধুহে, নিঠুর আমার।—

(অপর্ণা বৈষ্ণবীকে চাউল ও পয়সা দিল বৈষ্ণবী চলিয়া গেল)

সৌদামিনী। যাও মা, আর দেরী করো না। পরের বাড়ী—

(অপর্ণার প্রস্থান)

ছোট বৌ। অপি চলে গেছে বাঁড়ুয্যে-বাড়ী—হ্যাঁ দিদি—?

সৌদামিনী। হ্যাঁ গেছে।

ছোট বৌ। নিমুর চিঠির উত্তর আসুক। কথা যদি সত্যি হয়, তুমি এ গাঁয়ে থেকো না দিদি—দাদা-মশায়কে চিঠি দাও। না হয় আর কোথাও যেও, এখানে থেকো না—আমি তোমায় বারণ করছি।

সৌদামিনী। কেন রে ছোট-বৌ—ঠাকুরপো কিছু বল্‌লে ?

ছোট বৌ। যদি থাক, মেয়ের বিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে দুর্ঘট হবে।

সৌদামিনী। কেন রে—কি বললে ঠাকুরপো ?

ছোট বৌ। সে আর আমি মুখ দিয়ে বল্‌বো না দিদি। নির্ম্মল লুকিয়ে লুকিয়ে আস্‌তো, যতি আসে ; হাসি, ঠাট্টা, পান ছুঁড়ে মারা—সে কত কথা। হলধর চক্কোত্তী এসে বসেছে কিনা—এরই মধ্যে গাঁয়ে ঘোঁট হচ্ছে।

সৌদামিনী। এরই মধ্যে গাঁয়ে ঘোঁট হচ্ছে !

ছোটবৌ। দিদি, জানোই তো সব। তুমি তো আমার আগে গাঁয়ে এসেছ। কর্ত্তাদের চরিত্তির তোমার কি আর জান্‌তে বাকী আছে ?

সৌদামিনী। এতদিন কি এ ভিটেয় থাক্‌তে পারতাম ছোট বৌ—শুধু তুই ছিলি তাই। মরেও না তো ওটা—ম'লে আর কোন বালাই থাকে না। নির্ভাবনায় যেখানে দু'চোখ যেতো চ'লে যেতাম।

ছোটবৌ। ষাট্‌-ষাট্‌ বালাই ! অমন কথা মুখে আনে দিদি ?

সৌদামিনী। সাধে মুখে আনি ছোটবৌ—আর যে সয় না। খেতে পায় না, তবু দিন দিন কি ছিরি হচ্ছে দেখ্‌ছো ?

ছোটবৌ। কেঁদোনা দিদি। মা'র গালাগাল, সন্তানের আশীর্ব্বাদ।

ভগবান চিরদিনই কি এমনি করবেন? তুমি ভেবোনা দিদি, নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন। নারায়ণকে ডাক। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রেঙ্গুন

কয়েকদিন পরে। মুরলীধরের বাড়ী।

ব্রজ, নির্ম্মল ও পুরোহিত।

ব্রজ। নিমু, অনেক চিন্তা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। হাজার হোক্, তুমি ভগ্নীপতি, Co-partner, অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক। আর কে ওসব হাঙ্গামা করে? আমার পোষাবে না—কিন্তু তোমার ডাক্তারকে আমি দেখে নেবো হাঁ। তোমায় ক্ষমা কচ্ছি। কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে ভাই।

নির্ম্মল। কি বলুন!

ব্রজ। অফিসের কাজ সব তুমি দেখ্‌বে—আমি কখনো interfere করবো না। কিন্তু আমি যখন যত টাকা চাইব—তখনই দিতে হবে। কোন রকম ওজর-আপত্তি চল্‌বে না। আমার shareএ না কুলোয় তুমি প্রথমে ধার দেবে, তারপর share বিক্রী ক'রে নেবে। যা করবার পরে করবে, মুখের ওপর 'না' বোলো না। I won't tolerate that! আর তুমি তো এখন বড়লোক, আমিও যা—তুমিও তাই। you lucky dog! রাগ কর'না ভাই—excuse me please—I meant no offence—an English habit. You know they are very fond of dogs.

পুরোহিত। বাবু, সেদিন আপনি গাড়ী ক'রে শ্মশানে গেলেন, কাচা পরলেন না, পা খালি করলেন না—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে। এখন এই শ্রাদ্ধটা ভাল ক'রে করুন।

ব্রজ। What, What, What!

পুরোহিত। এই এই—

ব্রজ। আমি সেদিন শ্মশানে গিয়েছি মুখে আগুণ দিয়েছি। Thank your stars! বিলেতে তো এসব প্রথা নেই। সেখানে mourners সব গাড়ী ক'রে যায়। কেউ কাচা গলায় নেয় না। তাদের বুঝি আর গতি হয় না! Damn rots. তোমাদের সবই বাড়াবাড়ি! Nothing but humbug and I hate it.

পুরোহিত। না, তাই বল্‌ছি।

ব্রজ। কিছু বল্‌তে হবে না—আমি যা বলি তাই শুনে যাও। I don't belong to your society any more. I am going to marry an English lady. শুধু অর্দ্ধেক সম্পত্তি পাবার জন্যে মুখে আগুন দিয়েছি। এই boy!

(একটি চাকরের প্রবেশ)

ব্রজ। Toast and eggs! পুরুতঠাকুর, চলবে?

পুরোহিত। না বাবা, চা খাই বটে—তা থাক্।

ব্রজ। মুসলমানের হাতে ব'লে আপত্তি বুঝি? You must drink. Ten rupees, for a cup of tea. দশ টাকা পাবে।

নির্ম্মল। কেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শুধু শুধু লোভ দেখাচ্ছেন! না হে boy, আর কেউ চা খাবে না—শুধু সাহেবের জন্যে; সাহেব যা-যা বলেন নিয়ে এসো। ~~কিন্তু যাই বলুন—অশৌচ অবস্থায় এগুলো খাওয়া—~~

পুরোহিত। হাঁা বাবা—জামাইবাবু যা বল্‌ছেন, তোমার বাবা বড় ভাল লোক ছিলেন। হবিষ্যি করতে না পার, দশটা দিন নিরিমিষ খাওয়া দরকার।

ব্রজ। নিরিমিষই তো খাচ্ছি ঠাকুর। I don't take fish, believe me—only eggs and fowls.

নির্ম্মল। না—আপনাকে পেরে ওঠা দায়। যাক্‌গে যা হয় করুন। এখন শ্রাদ্ধ কি রকম করবেন বলুন তো? বৃষোৎসর্গ, দানসাগর তো করতে হয়।

ব্রজ। সে তোমরা যা হয় ব্যবস্থা কর। পরশু তো—এখনো দেরী আছে। I am in mood to-day.

(বেয়ারা চা, টোষ্ট, ডিম আনিয়া দিল)

নির্ম্মল। আসুন ভট্টাচার্য্য-মশায়, আমরাই ফর্দ্দটা ক'রে ফেলি।

ব্রজ। হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই কর। আমায় আর ওসব হাঙ্গামায় জড়িয়োনা। যাও—যাও! To-day I want to be as free as air.

(নির্ম্মল ও পুরোহিতের প্রস্থান)

(ব্রজরাজের চা ডিম্বাদি আহার ও নৃত্যগীত)

I want to be as free as air,
Oh my love is fine and fair,
She is all joy,
I am her toy;
If she doesn't come here
La, la, la, la, ra, ra, ra, ra,
I go to her, my Ethel dear.

ভালবাসা জিনিসটে বড় ভাল, মনটা বড় নরম হয়।

(নির্ম্মল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

Well doctor, আমি তোমায় বলেছিলাম 'দেখে নেব'—এখন বল্‌ছি দেখে নেব না। I am in love. কারও মনে ব্যথা দেবনা। এসো shake hand করি।

ডাক্তার। তোমার অনুগ্রহ—

ব্রজ। I love a girl, you see, love is a nice thing—I never knew that before.

(প্রস্থান)

ডাক্তার। আহাহা—'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।' নির্ম্মল, তুমিই ধীরাকে বাঁচিয়েছ। ভাল না বাসলে এমন সেবা কেউ করতে পারে না। সত্যি তুমি ভালবাস ধীরাকে ?

নির্ম্মল। জানিনে এ ভালবাসা, কি কৃতজ্ঞতা—কিম্বা দয়া। বড অসহায় ধীরা, সে যেন পথহারা মন্দাকিনী—এত ভাল, যে পৃথিবীতে তার স্থান নেই।

ডাক্তার। তুমি পৃথিবীর মানুষ—তোমার আবশ্যক ছিল একটি পৃথিবীর নারীকে—এই কথাই কি বল্‌তে চাও ?

নির্ম্মল। কিছু বল্‌তে চাইনা। আমি—আমি কি হারিয়েছি আপনি কি তা বুঝতে পারবেন ? এই চিঠি দেখুন।

(ডাক্তার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন)

ডাক্তার। কে লিখেছেন—অপর্ণার মা ?

নির্ম্মল। কি বিশ্বাস তাঁর—এই লাইনটা পড়ুন। 'এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকীর মত নীচ কাজ যে তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি তা প্রাণের ভিতর থেকে জানি।' এ চিঠির কি উত্তর আমি দেব ?

ডাক্তার। উঃ! কি এই পৃথিবীর নিয়ম! এক জনের ভাল করতে গেলে আর এক জনের মন্দ হ'তেই হবে।

নির্ম্মল। আমি আর কখনো বাংলা দেশে ফিরবো না।

ডাক্তার। বাঙ্‌লা দেশে কেন ফিরবে না নির্ম্মল?

নির্ম্মল। অপর্ণা কি, তা তো আপনি জানেন না। সমগ্র বাঙ্‌লা দেশের পল্লী-শ্রীর সঙ্গে আমার অপর্ণা মিশে আছে। আমার কাছে অপর্ণা আর বাঙলার পল্লীশ্রী এক।

ডাক্তার। ধীরাকে আর ওষুধ খাওয়ানো দরকার হবে না বোধহয়। ওর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কওয়া দরকার। আচ্ছা—

(প্রস্থান)

(ধীরার প্রবেশ)

নির্ম্মল। ধীরা—বোসো।

ধীরা। আমি জানি, তোমার দয়ায় আমি বেঁচেছি। তবে ভাবি, বাঁচবার কি দরকার ছিল। খুবই ভাল হ'তো, যদি বাবা আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন।

নির্ম্মল। ছিঃ ধীরা, ও কথা বল্‌তে নেই। তোমার বাবা তোমায় আমার হাতে সঁপে গিয়েছেন। আমি তোমায় রক্ষা করবো। তুমি কোন দিন কোন অভাব জান্‌তে পারবে না ধীরা।

ধীরা। না-না, তুমি বড় ভাল, তুমি যাও—তুমি সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে থেকো না, তোমার পায়ে পড়ি। শুনেছি বাইরে আকাশ আছে, আলো আছে, তুমি সেখানে যাও। রাত্রিদিন আমার কাছে থেকো না। যাতে মানুষ বাঁচে, তার কিছুই যে আমার নেই।

নির্ম্মল। ধীরা, ধীরা, একি—তুমি কাঁদছ ধীরা?

ধীরা। না না—তুমি যাও, তুমি যাও—তুমি আমার কাছে থেকো না। আমি আর সইতে পারছি না।

(প্রস্থান)

নির্ম্মল। কে জান্‌তো এ অন্ধ বালিকার মনে এ দারুণ ব্যথা! এ তো সহজ নয়। এর অন্তরলোক—সেও তো অসীম রহস্যময়! ধীরা-তোমায় আমি সুখী করবো—যেমন ক'রে পারি। আমি নিজের চোখের আলো দিয়ে তোমার অন্তরের আঁধার মুছে ফেল্‌বো। যাও—যাও অপর্ণা, তুমি এসো না, আর আমার মনে এসো না। তুমি—তুমি যাও, যাও—আর কোন ভাগ্যবান গৃহস্থের বধূ হ'য়ে তার পল্লীর কুঁড়ে আলো কর। (ধীরা, ধীরা, ধীরা,) ধীরা, ধীরা, ধীরা আমার স্ত্রী। আমি ভালবাসি, ধীরাকে ভালবাসি, ধীরাকে ভালবাসি।



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাকুলে। রাধিকাপ্রসন্ন বাড়ুয্যের বাড়ী। সদর অন্দর একসঙ্গে। বাহিরে ঘরের দাওয়ায় একটি মাদুর পাতা। সামনে একটি কাঠের বাক্স। বাড়ুয্যে-মশাই তামাক খাইতেছেন ও হিসাব দেখিতেছেন, সামনে পৃথক আসনে বাড়ুয্যে-মহাশয়ের দুই একজন খাতক বসিয়া। অন্দর-মহল অগোছাল এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে। একজন খাতকের নাম হরিচরণ দাস। আর একজনের নাম কেরামতুল্লা।

হরি। দশ গণ্ডা টাকার কম আমার হবে না কর্ত্তা-মশাই!

রাধিকা। তা হ'লে টাকা আর শুধ্‌বিনে কোন কালে তাই বল্।

হরি। শুধ্‌বোনা কেন ঠাকুর! পাটের মরশুমে তোমার সব টাকা মায় সুদ দিয়ে দেব।

রাধিকা। টাকা নেবার সময় অমন লম্বা চওড়া সবাই ক'য়ে থাকে—কি বল কেরামতুল্লা?—তোর আর বছরের গরু কেনার টাকা আজও শুধতে পারলিনে!

হরি। এ বছর কি পাটের দর উঠ্‌ল বাড়ুয্যে-মশাই!

রাধিকা। ওই পাটই তোমাদের লোপাট করবে।

হরি। তা যা বলেছেন বাড়ুয্যে-মশাই! কোম্পানীর হাতের দর—কোম্পানী এমন দর দিলে—এক টাকার পাট দশ টাকা, তারপর সবাই

সেই লোভে লোভে বেশী ক'রে পাট বুনলো—অমনি কোম্পানী দিলে দর নামিয়ে—

কেরামৎ। সরকার-মশাই কোথায়? তেনারে যে বড় দেখ্‌ছিনে বাঁড়ুয্যে মশাই!

রাধিকা। কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে, বোধ হয় কোনও কুটুম্-বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেছে। কেরামৎ বড্ড জড়িয়ে পড়্‌ছো। তোদের এত ক'রে বলি যে, বাবা সুদ্‌টো জমাস্‌নে, মাস মাস যদি সুদ্‌টা দিয়ে যাস্, তাহলে কি আর হাল গরু বিক্রী হয়?

কেরামৎ। আপনি তো বল, আমরা যে পেরে উঠিনে। তোমার বাড়ী কেডা বুঝি এল বাড়ুয্যে-মশায়! ওই তো সরকার-মশায় গাড়ী থেকে নাম্‌লো! সঙ্গে আবার দুজন মাঠাক্‌রুণ যে!

রাঁধিকা। কোত্থেকে কোন্ অজাত-কুজাতের মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসে বাড়ী ঢুক্‌লো বদ্‌মায়েসটা!

হরি। তা একবার দেখেই এসোনা ঠাকুর-মশাই!

রাধিকা। কে এল, কে গেল—সেই ভাবনায় আমার ঘুম হচ্ছেনা কিনা? যাক্‌গে মরুক্‌গে যে আসে আসুক! ওই বেটাই মরবে। আমি কার তোয়াক্কা রাখি! কিন্তু বেহারীর আক্কেলটা দেখলি? কোথায় কাদের আনতে গেল—আমায় একবার বললে না হারামজাদা! কেন, আমি কি বারণ কর্ত্তাম, না তাদের দুমুঠো খেতে দিতে পার্ত্তাম না!

হরি। সরকার-মশায় ওই বড় দোষ, ভারি আপ্ত-গরুজে মানুষ! তাহ'লে বাড়ুয্যে মশাই আমার টাকাটা—

রাধিকা। আজ আর কি ক'রে হয়! বেহারীবেটা কি আর এখুনি খাতা পত্তর নিয়ে বসবে! পরশু দেখা যাবে।

এই কথা বলিয়া হিসাব লেখায় মনোযোগ দিলেন।

—অন্দরে—

(সৌদামিনী, বিহারী ও অপর্ণার প্রবেশ)

বিহারী। (দাওয়ায় পোটলা-পুটলী রাখিয়া) ভাগ্যিস রাত তিনটেয় বেরিয়েছিলাম মা! তবু একটু সকাল-সকাল পৌছনো গেল।

সৌদামিনী। কই দাদাবাবুকে তো দেখছিনে বিহারী-মামা! তাঁর কাছে আমাদের আগে নিয়ে চল।

বিহারী। প্রথমে একটু ঠাণ্ডা-ঠুণ্ডি হয়ে নাও—তার পর দেখাশুনা তো হবেই, তার জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি?

সৌদামিনী। কিন্তু আমরা এলাম, গাড়ীর শব্দে তিনি তা জানতেও পেরেছেন, তা কই তিনি তো এখনও এলেন না!

বিহারী। আহা মা, ওনার কি মনের কিছু ঠিক আছে! তুমি তখন এই এতটুকু! কতগুলো ঝড়-ঝাপটা মানুষটার ওপর দিয়ে গেল! আমি একবার ওঁর কাছে গিয়ে দেখে আসি। আর দেখবই বা কি? হয়তো এতক্ষণ মুখ বুজে একলাটি পড়ে পড়ে কাঁদছেন!—যেদিন তোমার চিঠি পান—যে ঘরে তোমরা থাকতে, আজ পঁচিশ বছর তার দোর কেউ খোলে নি মা—কুলুপ লাগানো ছিল—সেই ঘর খুলে তার ভিতর থেকে তোমার খেলনা বার ক'রে—সেকি কান্না মাঠাকরুণ! এর আগে আমিও জানতেম না, রাধিকা বাড়ুয্যের চোখে জল আছে।

(বিহারী ঘরের ভিতর হইতে একটা মাদুর আনিল, একটা ঘড়া ঝাড়ু আনিয়া সিঁড়ির কাছে রাখিল। অপর্ণা এই বৃদ্ধের কর্মতৎপরতা দেখিতেছিল)

সৌদামিনী। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন মা?

বিহারী। হ্যাঁ দিদি, তোমরা মায়ে-ঝিয়ে সব বুঝে নাও।—দত্যির মত বাড়ীই পড়ে আছে মা, মানুষ-জন তো আর নেই! তোমরা কাপড়

চোপড় কেচে নেয়ে ধুয়ে নাও—নিয়ে একটু জল খাও, ভাত-টাত যা-কিছু পরেই হবে!

সৌদামিনী। সে আমাতে অপিতে ঠিক করে নেব এখন। তুমি প্রথমটা একটু দেখিয়ে দিও। তবে দাদা বাবু এখনও এলেন না, আমার কেমন যেন ভাল লাগছে না মামা।

বিহারী। তা দেখো মাঠাকরুণ! তোমায় একটা কথা ব'লে রাখি, উনি শোকে-তাপে—আর বয়েস তো যাই হোক্ একটু হয়েছে—একটু যেন খিটখিটে মত হয়ে পড়েছেন। তা তোমায় যদি দুটো কথা বলেন তুমি তাতে কিছু দুঃখু ক'বোনা মা। যা বল্‌বেন জবাবটি না দিয়ে স'য়ে থেকো। দুদিন পরে বুঝবে মা—যা বলেন তা ওঁর মনের ভেতর থেকে বেরোয় না। আচ্ছা মা, যাও এখন নেয়ে-ধুয়ে নাও গে—

সৌদামিনী। (পোঁটলা খুলিয়া কাপড় বাহির করিতে করিতে) তা হাঁ মামা, তুমি বুঝি বিয়ে-থা আর করলে না?

বিহারী। না, কই আর হ'ল! তোমার মা এখানে থাকতে দু'একবার বলেছিল বটে!—তা তিনিও চলে গেলেন, আপনার লোক কি কেউ ছিল যে চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে দেখ্‌বে! কাজেই ওটা আর হ'য়ে উঠলো না। আজ পঁচিশ বৎসর নিজে হাত পুড়িয়ে খাচ্ছি আর বুড়ো কর্ত্তাকে খাওয়াচ্ছি। গিন্নীপণা কিছু কিছু জানি। ঠকাতে পারবে না মা! এই চাবি নাও—

(প্রস্থান)

(সৌদামিনী কূপের দিকে গেল। অপর্ণা মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর গেল)

(বহির্ব্বাটীতে)

(বৃদ্ধ রাধিকাপ্রসন্নর আর খাতা দেখা হয় না, কেরামৎ উঠিল, আর একটি কলিকায় তামাক সাজিল, সে ও হরিচরণ পালা করিয়া তামাক খাইতে লাগিল।)

কেরামৎ। আজ তাহ'লে উঠি বাড়ুয্যে মশাই!

রাধিকা। উঠবি কিরে? সুদের টাকা কিছু দিবিনে? তবে শুধু শুধু আমায় খাটিয়ে মারলি কেন? তোর কুড়ি টাকা আসল, সুদ হয়ে গেছে সাড়ে সাত টাকা, এর পরে হাল গরুতে পার পাবে না বাবা!

কেরামৎ। পরশু দিন কিছু দিয়ে যাব কর্ত্তা।

রাধিকা। আর দেখ, তারাচাঁদের দেখা পাস তো একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস্! বেহারী বেটাকে তো ব'লে ব'লে হাল্লাক হ'য়ে গেছি।

(কেরামতের প্রস্থান)

হরি। চক্কোত্তি-ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আসবো বাড়ীর ভিতর থেকে?

রাধিকা। না। তিনি কি রাজকার্য্যে আছেন কে জানে! তোর টাকা আজ হবে নারে বাপু! বল্লাম তো পরশু দেব!

(রাধিকাপ্রসন্ন মাথা নীচু করিয়া খাতা লিখিতেছেন, বিহারী নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল।)

রাধিকা। (বিহারীর দিকে না চাহিয়াই) কিহে বিহারীবাবুর যে আজকাল দেখা সাক্ষাৎ পাওয়াই যায় না! বলি ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠলে নাকি—বিহারীবাবু!

বিহারী। (খাতার নিকট অগ্রসর হইয়া) আপনি বলে দিন—কোন্ কোন্ হিসেব লিখতে হবে! আমিই ওটা লিখে ফেলি!

রাধিকা। আহাহা—করকি করকি! যাও, যাও, তোমার নিজের সব ভাল ভাল কাজ করগে! আমার কাজ কাউকে করতে হবে না, আমি নিজেই পেরে উঠ্‌বো -

(অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। রাধিকাপ্রসন্ন খাতা লিখিতেছেন বিহারীচরণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।)

তারপর বেহারীচন্দ্র, দাঁড়িয়ে আছেন কি মনে ক'রে?

বিহারী। আজ্ঞে এই—র'য়েছি !—

রাধিকা। হ্যাঁ, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি, মশা মাছিটি নও যে নজর এড়িয়ে যাবে। বলি—কাজকর্ম্ম কিছু নেই ? কাল থেকে তো উঁপোসের ব্যবস্থা ক'রে বাবুর হাওয়া খেতে যাওয়া হয়েছিল—তা এ বেলাও বুঝি কর্ত্তার ওপাড়ায় কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজনের নেমন্তন্ন আছে, তাই রাঁধা-বাড়ার চাড় দেখ্‌ছি নে ! বুড়ো বামুন খেলে বা না খেলে তোমার বড় ব'য়েই গেল, কেমন ?

বিহারী। আজ্ঞে, কাল পলাশডাঙ্গা গিয়েছিলাম।

রাধিকা। তবে আর কি, আমি একেবারে চতুর্ভুজ হলাম—সেখানে কি শ্বশুরের ঘর-টর হয়েছে নাকি হে—?

বিহারী। আজ্ঞে মা ঠাকুরুণের শ্বশুরবাড়ী, তিনি সেখানে ছিলেন কি না, পরশু তাঁর সেই চিঠিখানা প'ড়ে—মনে বড়ই কষ্ট হ'ল, তা আপনার অনুমতি না নিয়েই চলে গেছ্‌লাম, সে অপরাধ আমার—

রাধিকা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—গালে চড় মেরে আর ক্ষমা প্রার্থনায় কাজ নেই বাবু ! থামো, ঢের হ'য়েছে ! কেন—কি দরকার—? আমি কে, কোথাকার একটা মড়িপোড়া হাবাতে বুড়ো প'ড়ে আছি এক পাশে—আমার অনুমতিই বা কি আর সম্মতিই বা'কি ? যা তোমার প্রাণে চায় তাই তুমি করগে, আমি—আমি কি কারো হাত পা বেঁধে রেখেদিছি ! না কারুকে কোন দিব্যি দেওয়া আছে আমার, হ্যাঁ—

বিহারী। মার আমার দেহখানিতে আর কিছুই নেই ! হাড়'কখানি সার হ'য়েছে, সেখানে তার দুঃখ কষ্টের পরিসীমা ছিল না। আর দিন কতক থাকলে জন্মের শোধ একটা মহা আক্ষেপ থেকে যেত !

রাধিকা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ আক্ষেপ থেকে যেত। অমন সবই থেকে যায় !

ঐ মাগীটা তোমার কি সম্পর্কে মা হন? নিজের মাকে তো কোন সতিকালে খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছ? কি জাতের মেয়ে সৃষ্টি ছুঁয়ে নেপে তো একাকার ক'রলে এতক্ষণ—শাশুড়ী হ'য়েছেন বুঝি, শাশুড়ী?

বিহারী। আমার সৌদামিনী মা, খুব ভাল কুলিন ব্রাহ্মণেরই মেয়ে!

রাধিকা। অ্যাঁ—সেকি—সেই দেমাকে মাগীটা আমার বাড়ী চড়াও হ'য়ে এসেছে বুঝি। বার ক'রে দে, বার ক'রে দে।

(বিহারী চলিয়া যাইতেছিল)

রাধিকা। বলি ওহে বেহারী লাটু—থট্ থট্ ক'রে চলেই যাচ্ছ যে? শোনই না একটা কথা, বলি, ঠাকরুণের পাদোদক খেলে তো আর আমার খিদে তেষ্টা যাবে না—বলি এ বেলা রান্না-বান্না হবে, না চিঁড়ে ভেজাব!

বিহারী। আজ্ঞে মা ঠাকরুণ এতক্ষণ বোধ হয় রান্না-বান্না চড়িয়ে দিয়েছেন!—

রাধিকা। সে কি! তুই বলিস কি বেহারী! কোথেকে একটা শুটকো মাগীকে ধরে নিয়ে এলি, কে তার জাতের খবর রাখে! কোথাকার কে কিছুই ঠিক নেই—আমি তো জানিনে ওর চামার বাপ কোন হাড়ী বাগ্দীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল, অমনি হুম্ হুম্ ক'রে হেঁসেলে উঠ্‌লো, আবার বিনিয়ে বিনিয়ে বলা হ'চ্চে, দেহে তাঁর কিছু নেই শুধু হাড়কখানি, সব জোচ্চুরী, সব জোচ্চুরী! আমি কিছু বুঝিনে! আমার সঙ্গে চালাকি! (ওরে, তুই বেড়াস ডালে ডালে, আমি যে বেড়াই পাতায় পাতায়!) (উঠিলেন) আচ্ছা, এখন চল তোমার রাণী ঠাকুরুণ না মাঠাকুরুণ কোথায় তিনি গরীবের কুঁড়েয় পায়ের ধূলো দিয়ে পবিত্তির ক'রতে এসেছেন!—একবার সেখানে চল—আমার

মত ছোট লোকের বাড়ীতে যখন পায়ের ধূলো দেছেন, তখন গলায় কাপড় দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রতে হবে তো! (চলিতে চলিতে) ভাল এক আপদ এনে জোটাতে পার বেহারী!—অতি নেমকহারাম, বদমায়েস তুমি! এই এতদিন ধরে তোকে যে ভাত কাপড দিয়ে পুষলাম, তার ফল এই? আমার উপর এক কাঁচ্চার টান নেই, যতটান ই—যাক্ যাক্ ওসব কলির ধর্ম্ম যে, হ'তেই হবে, কালটী যাচ্ছে মন!

(উভয়ের প্রস্থান)

অন্দর

(রাধিকা প্রসন্ন ও বিহারীর প্রবেশ)

(সৌদামিনী রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ও কোন প্রকারে অশ্রু সংবরণ করিয়া দাদা মহাশয়ের নিকট যাইয়া প্রণাম করিতে যাইবেন, অমনি রাধিকা প্রসন্ন দু' পা পিছাইয়া গেলেন।)

রাধিকা। থাক্ থাক্, আর গরু মেরে জুতো দান ক'রতে হবে না— এই তো সেদিন চিঠি লিখে, আচ্ছা ক'রে জুতিয়ে দিয়েছ, এখন যে আবার বড় ভক্তি দেখান হ'চ্ছে, যেমন বাপের ক'ন্যে এ ছাড়া আর কি হবে!—বাপটা যে অতি ইতর, অতি চামার ছিল।

সৌদামিনী। (অবনত মস্তক তুলিয়া) আমি আপনার দোরে ভিক্ষে চাইতে এসেছি, আমায় আপনি যত খুসী গাল মন্দ দিতে পারেন দিন, কিন্তু আমার মরা বাপকে আপনি অনর্থক কেন গাল দিচ্ছেন, পথের ভিখিরীর সঙ্গে কি এই রকম ব্যাভার করেন!

রাধিকা। না, তা করিনে, কেনই বা ক'রবো—তাদের বাপ কি ঐ রকম পাজী, না অতবড় নিমকহারাম, বজ্জাৎ—বেইমান! ম'লো, তবু একবার আমার দোরে এলনা!—টাকার অভাবে এক উন্ পাঁজুরে— গুলিখোরের হাতে নিজের মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফে'লে

দিলে, তবু আমায় একখানা চিঠি দিলে না। হ্যাঁ—হ্যাঁ কথা রেখেছে বটে! কলির ভীষ্ম দেব! ভারী জব্দ ক'রলে আমায়। তোমার বাপ-মার জন্যে আর তোমার জন্যে আমার তো সারারাত ঘুম নেই! ছোট লোক কোথাকার—শ্বশুরের কাছে মাথা হেঁট্ ক'রলে তাঁর মানের গোড়ায় শুঁয়ো পোকা লাগ্‌তো?

সৌদামিনী। কেন আপনি তাঁকে অকথা কুকথা বলছেন,—মনে মনে অবিশ্যি ভালই জানেন, তিনিও খুব ছোটলোক ছিলেন না—

রাধিকা। নাঃ, ছিলেন না! ছোটলোককে ছোটলোক ব'ল্‌লে কি আর কুকথা বলা হয় নাকি। ~~এই বেহারী বদ্‌মায়েসটাকে যদি বলি হুতুম প্যাঁচা, তোমায় যদি বলি খট্টকী, তাহ'লে কি~~ গাল ~~দেওয়া হবে নাকি! [illegible]~~? তা এখন বাড়ী ব'য়ে এসে কোঁদল ক'ববে, না দু'টী খেয়ে দেয়ে ঐ ধুক্‌ধুকে প্রাণটুকু ধ'রে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে? আমি যে এখন ঘটা ক'রে তোমার মেয়ের চতুর্থীর যোগাড় ক'রে দেব, তা মনেও করো না। আমার অত টাকাও নেই, তেমন সখও নেই। যাও যাও, শোওগে—এ তো দেখ্‌ছি ধড়াস্ ক'রে পড়বে আর মরবে! যত বেটা বদ্‌মায়েসের কারসাজি! সেই এলেই যদি বাপু, তা দু'দিন আগে আস্‌তে কি হ'য়েছিল—একেবারে প্রাণটা ঠোঁটের আগায় ক'রে এলি? তোমার বাবা জব্দ ক'রেছেন, মা জব্দ ক'রেছেন, সেই এক বেটা গুলিখোর—তার নামও জানিনে—মাঝ থেকে সে বেটাও জব্দ করলে, এখন তুমি এলে বুড়োকে জব্দ করতে! কেন বল দেখি, আমি তোমাদের করেছি কি, ধার ক'রে খেয়েছি, না পাকা ধানে মই দিইছি! রাম—রাম—

(উত্তেজিত হইয়া প্রস্থান)

সৌদামিনী। বিহারী মামা! না, আজ থাক, আজ আর ভাল দেখায় না। কাল তুমি আমাদের পলাশডাঙ্গায় রেখে এস। দাদামশায়ের অমতে, অপছন্দয়—আমি জোর ক'রে তাঁর বাড়ী দখল করে ব'স্‌তে চাইনে।

বিহারী! চুপ্‌ কর, মা, চুপ্‌ কর। উনি ওই রকম। তোমায় তো বল্লাম, তুমি যে ওই কাকুতি মিনতি করে চিঠি লিখেছ,—এই কষ্ট হ'য়েছে এতদিন সে কথা জানাওনি, তাতেই কর্ত্তা রেগে গিয়েছে।

সৌদামিনী। তুমি ওঁর মত না নিয়ে আমাদের আন্‌তে গেছলে মামা?

বিহারী। তা'তে কি হ'য়েছে মা? আমি ওঁর প্রাণের কথা বুঝে কাজ করি, তা'তে বকুনির মাত্রা বাড়ে বটে, কিন্তু আমি জানি, উনি মনে মনে খুসী হন।

সৌদামিনী। কি জানি বাপু—দরকার নেই, আমার সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। এখন তো তোমার সঙ্গে জানা শোনা হ'লো, দু'মাস ছ'মাস বাদে, তুমি একবার ক'রে গিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে এস, তাহ'লেই হবে।

(অপর্ণা রান্না ঘর হইতে আসিল)

অপর্ণা। কে কোথায়, কার খোঁজ নিয়ে আস্‌বে মা?

সৌদামিনী। আমি ভাব্‌ছি কালই আবার পলাশ ডাঙ্গায় যাব, সেখানে গিয়ে ভিটে কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌বো।

অপর্ণা। ইস্‌! তাই যাচ্ছি কিনা! তোমার দাদামশায়কে তুমি চেননি মা। আমি একবার দেখেই ওঁর ধাত গড়ন বুঝে নিয়েছি। উনি ওই মুখ-সর্ব্বস্ব কাঁটাল-কুলী। উনি মুখে যত মন্দ, ভিতরে তত নন।

বিহারী। ওই দেখ মা, দিদি ঠাকরুণ ঠিক্ ধ'রেছে! আমিও জানি কিনা। তোমায় তো বল্লাম, দুদিন থাক', তখন বলো হ্যাঁ বেহারী ব'লেছিল বটে!

সৌদামিনী। কে জানে বাবা, আমার এই জ্বালার শরীর, আর জ্বালাতন সহ্য ক'র্‌তে পারি নে। শুধু মেয়েটার বিয়ের জন্যই তোমাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।

অপর্ণা। জ্বালাতন আবার কিসের। কেমন ক'রে উনি আমাদের বিদায় করেন, আমি একবার দেখে নিচ্ছি।

(প্রস্থান)

বিহারী। ঠিক ব'লেছ দিদিমণি, তোমার বুদ্ধি আছে। ও সব ঠিক হ'য়ে যাবে মা, আর তুমি কি মনে ক'রেছ মা, যে কর্ত্তামশাই এখন তোমায় ছেড়ে দেবেন? ওঁর সেই থেকে পৃথিবীর উপর চিত্তির জ্বলে গেছে। নইলে—জান্‌লে মা, ভিতরটা ওনার সরেস জিনিষই ছিল। তুমি নেও মা, মায়ে ঝিয়ে মিলে, ঠাঁইঠুঁই করে নাও। তোমার মেয়ের বিয়ে উনিই দিয়ে দেবেন। তুমি একটু স'য়ে থাক।

(বাহিরের ঘর হইতে রাধিকা প্রসন্ন)

রাধিকা। বেহারী। বেহারী! বলি ও বাদ্‌শা বাহাত্তর, বেলা কি আর হবে না আজ? বলি নেশা টেশা ক'রতে আরম্ভ ক'রেছ নাকি? বলি ও নেমক্‌হারাম্—সাড়া নেই যে!

(অপর্ণা রান্নাঘর হইতে আসিল, এবং হাসিতে হাসিতে)

অপর্ণা। বেহারীদা, শুনছো? ওই তোমার শুভ সম্ভাষণ আরম্ভ হলো আবার।

বিহারী। তুইও বাদ পড়বিনি দিদি, তোর তোলা আছে! বলে, 'ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে' আমি তখন হাস্‌বো।

অপর্ণা। আচ্ছা বেহারীদা, আরজন্মে তুমি বোধ হয় মেয়েমানুষ ছিলে, মায়ের দাদাবাবু তোমার বর ছিলেন, তাই এই পঁচিশ বছর ধ'রে রাঁধছো, আর বকুনি খাচ্ছো।

বিহারী। তা যা বলেছ দিদিমণি। তোমরা খাওয়া দাওয়ার ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রাখ, আমি ওনাকে নাইয়ে ধুইয়ে ঠাণ্ডা ক'রে আন্‌ছি।

(প্রস্থান)

অপর্ণা। (হাসিতে হাসিতে) বেহারীদা কিন্তু বেশ মজায় থাকেন, না মা?

সৌদামিনী। খুব—আমি কিছুদিন এই রকম মজায় থাক্‌লে পাগল হ'য়ে যেতাম।

(শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

অপর্ণা। যাই দেখি, এতক্ষণ আমার মাছের ঝোল হলো বুঝি।

(প্রস্থান)

(পাড়ার হরিসাধন মুখুজ্যের স্ত্রীর প্রবেশ)

মুখুজ্যে বৌ! হ্যাঁ—তুমিই নাকি?

সৌদামিনী। আপনি কার খোঁজ ক'রছেন?

বৌ। শুন্‌লাম আমাদের শশী ঠাকুরঝির মেয়ে আর তার নাত্‌নী এসেছে, তাই বাছা একটু দেখ্‌তে এলাম। তা তুমি—তুমি—

সৌদামিনী। আমিই তাঁর মেয়ে। (প্রণাম করিলেন)

বৌ। তা বাছা তোমার এ দশা কবে থেকে হ'লো?

সৌদামিনী। তা অনেকদিন হ'লো! আমার ওই মেয়ে তখন বছর আষ্টেক হবে।

বৌ। তোমার মেয়ে, কই বাছা? ওমা, বাঁড়ুয্যে ঠাকুর আস্‌ছেন যে।

(ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইলেন)

(রাধিকা প্রসন্ন ও বিহারীর প্রবেশ)

রাধিকা। কই গো নবাব—কোথায় এ বুড়ো ব্রাহ্মণের জাত মারবার ব্যবস্থা ক'রেছ একবার খোঁজ কর।

বিহারী। ঠাঁই হ'য়েছে মা ঠাকরুণ?

সৌদামিনী। হ্যাঁ মামা—ঠাঁই হ'য়েছে ভিতরের বারান্দায়। অপি ভাত বা'ড়ছে।

রাধিকা। অপি, অপি কে রে বিহারী? নতুন রাঁধুনী একটা জুটিয়েছিস্ বুঝি? জাতের ঠিক আছে তো—না কোন অজাত কুজাতের মেয়ে?

বিহারী। না, জাতকাট—হাতের রান্নাটা একবার খেয়েই দেখুন না! (রাধিকা প্রসন্ন ভিতরে গেলেন) কর্ত্তাকে খেতে বসিয়ে দিয়ে, আমি ধাঁ ক'রে নেয়ে আসি গে। (প্রস্থান)

বৌ। এত বেলা, এখনও তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি মা? আমাদের কোন্ সকালে হ'য়ে গেছে। তোমার মামা আবার অম্বলের ব্যায়রামী কিনা—বেলায় খাওয়া সহ্য হয়না। শাক, অম্বল, কলায়ের ডাল, সব বারণ; শুধু দুখানি কাঁচকলা দিয়ে জিয়েল মাছের ঝোল—তাও তেল লঙ্কা বাদ। কর্ত্তার ওই খাওয়ার ছিরি, আর নিজের জন্যে শুধু শুধু পাঁচ তরকারী রান্না যায় মা? তুমিই বল দেখি মা?

(খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। ওমা, ওমা—বড় মজা হ'য়েছে!

সৌদামিনী। কিরে!

অপর্ণা। তোমার দাদা বাবু, সব তরকারী তিনবার করে চেয়ে খাচ্ছেন, আবার আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হ'চ্ছে, খাচ্ছে তাই হ'য়েছে, একি আর মুখে দেওয়া যায় ?

দামিনী। তাই নাকি ?

অপর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে বেহারীদাকে গালাগাল, বেহারীদা আবার এখন নেই, নাইতে গেছে। চোখে তো ভাল দেখ্‌তে পান না—একটা বেড়াল ব'সে ছিল—তাকেই বেহারীদা মনে ক'রেছে—মা গো মা, কি কাণ্ড !

সৌদামিনী। অপি !

অপর্ণা। তুমি যাই বল মা, আমার কিন্তু মানুষটিকে বড্ড ভাল লাগ্‌ছে।

বৌ ! এই বুঝি তোমার মেয়ে ?

সৌদামিনী। হঁ্যা মামী। তোর দিদিমাকে পেরণাম্ কর্ অপি।

অপর্ণা। এঁটো হাত যে—হাতখানা ধুয়ে আসি।

বৌ। থাক্ থাক্—অম্‌নি বেঁচে থাক' দিদি। পরিবেশন কর্‌তে কর্‌তে উঠে আস্‌তে নেই।

(অপর্ণার প্রস্থান)

হঁ্যা সদু, তোমার মেয়েটি যেন একটু বেশী চন্‌মনে—পরের ঘরে যাবে, পরে কি অত সহ্য করে বাছা ! ছেলে বেলায় বুঝি বড্ড আদর দিয়েছিলে ?

সৌদামিনী। ও, ও রকম না। আজ দাদামশাইকে পেয়ে, কিসে ওঁর মুখে একটু হাসি আন্‌তে পার্‌বে, তাই কেবল মনে মনে মতলব আঁট্‌ছে।

বৌ। তা হোক্ মা, মেয়ে মানুষের অতটা ভাল নয়। একটু শাসন ক'রো বাছা। তা হঁ্যা মা সৌদামিনী, এত বড় মেয়ে ঘরে রেখে,

তোমার গলা দিয়ে জল উল্‌ছে কি ক'রে মা? আমার টুমু, এগার' উত্‌রে বারোয় পা দিতে যাবে, আমরা তো তখনি নাওয়া খাওয়া বন্ধ দিছি—তবেই না মা কালী মুখ তুলে চাইলেন। ওই বাঁড়ুয্যে ঠাকুর আস্‌ছেন—আজ তা'হলে উঠি মা, আর একদিন আস্‌বো।

(প্রস্থান)

(ভিতর হইতে অপর্ণা ও রাধিকা প্রসন্ন বাহির হইল)

রাধিকা। (খড়্‌কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে) তা এ রাঁধুনীটি কবে থেকে বাহাল হলো, হ্যাঁ বেহারী? কই, খাতায় ওর ভর্ত্তির তারিখ লেখা দেখলাম না তো? মাইনে টাইনে সব ঠিক্ হ'য়েছে?

(অপর্ণা ভিতর হইতে আসিয়া)

অপর্ণা। না, মাইনের কথা এখনও ঠিক্ হয়নি—কত দেবেন?

রাধিকা। আমার পুরাণো রাঁধুনীর তোলা চার টাকা মাইনে ছিল—দিন রাতের লোক আমি রাখিনে, তাতে খরচ বেশী পড়ে। তুমিও তাই পাবে।

অপর্ণা। কাজ বুঝে তো দাম হবে। আপনার সে রাঁধুনী আমার মত রাঁধ্‌তে পারতো—রান্নাটা কেমন হ'য়েছে!

রাধিকা। যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই,—ও ছাইপাঁশ কি মুখে দেওয়া যায়?

অপর্ণা! তাই বুঝি তিনবার ক'রে তেল পিটুলী বেগুণ ভাজা নেওয়া হলো? আর পাতে কিছু রইলো না!

রাধিকা। সোনা মুগের ডালটা বেহারী রেঁধেছিল বুঝি? ওটার তার হ'য়েছে রংও হ'যেছে! আর অন্য সব তরকারী কেমন হ'য়েছে জান? সেই যে কথায় বলে, "অ-রাধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে, না জানি বাধুনী আমার কেমন ক'রে রাঁধে"? তরকারী সব

কাঁদ্ছেন। কোন্ কোন্ রান্না তুই রেঁধেছিলে রে বেহারী? নিশ্চয়ই সুক্তুনী, মুগের ডাল, আর ভেট্‌কী মাছের মুড়িঘণ্ট তোর হাতের—চমৎকার হ'য়েছিল!

বিহারী। সবই দিদিমণি রেঁধেছেন।

রাধিকা। দিদিমণি, দিদিমণি আবার কে রে?

সৌদামিনী। ও আমার মেয়ে অপর্ণা!—দাদাবাবু!

রাধিকা। তোমার মেয়ে অন্নপূর্ণো! তা আমি কেমন ক'রে জানব বলো? তুমি তখন একটা ঠেলামারা পেরনাম ক'রতে এসেছিলে বটে, আর কেউ তো উঁকিও মারেনি। কেমন ক'রে জান্‌বো, কোন্ বাদশাজাদী আমার কুঁড়ে পবিত্র ক'রে আমায় কৃতার্থ ক'র্‌তে এসেছেন!

অপর্ণা। মায়ের প্রণামের ফল দেখে, আর কাছে এগুতে সাহস হলো না। কি জানি মায়ের বাপ চৌদ্দ পুরুষ মরে গিয়ে যখন ওই রকম আদর অভ্যর্থনা পেলেন; আমি জ্যান্ত মানুষ, সাম্‌নে উপস্থিত হ'লেই একেবারে ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা হ'তো।

রাধিকা। ও তাই নাকি। বটে! তোমার মায়ের বাপকে গাল দেব না? দু'শোবার দেব, পাঁচশোবার দেব।

অপর্ণা। আমিও তো মাকে তাই বলি—দিলেনই বা। ওঁর নিজের সন্তানকে গালাগাল দিয়ে, উনি যদি একটু আমোদ পান, তাতে তোমার এমন কি ক্ষতি?

রাধিকা। বটে! আমোদ পাই? সৌদামিনী, তোর এমন ব্যারিষ্টার মেয়ে থাক্‌তে, তোর ভাবনা কি। একটা গাউন্ কিনে দিলে যে হাইকোর্টে গিয়ে, এ মেয়ে অনায়াসে ব্যারিষ্টারী ক'রে টাকা আন্‌তে পারে।

অপর্ণা। তা বেশ তো, মায়ের হাতে তো পয়সা নেই—আপনিই না হয় গাউনটা কিনে দিন।

রাধিকা। মেয়েটা কে রে!

অপর্ণা। এস বিহারীদা—ভাত খাও'সে (জনান্তিকে বিহারীর প্রতি) বেশ হয়েছে,—না বেহারীদা? যে দেবতার পূজায় যে মন্তর!

(বিহারী ও অপর্ণা ভিতরে গেল)

(রাধিকা প্রসন্ন ও অপর্ণার বাদানুবাদে সৌদামিনীর মন সহসা হাল্কা হইয়া গেল। একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়িল। দেওয়ালে মাথা দিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকা প্রসন্ন দেখিতে পাইয়া কাছে আসিলেন এবং গায়ে হাত রাখিলেন)

রাধিকা। দিদি!

সৌদামিনী। দাদাবাবু!

রাধিকা। চুপ্ কর্—চুপ কর্। কি করবি দিদি—কপাল মন্দ, কি করবি বল?

সৌদামিনী। দাদাবাবু, আমার বড কষ্ট, বড দুঃখ। কত যে কষ্ট, কেউ তা জানে না, বোঝেনা দাদাবাবু।

রাধিকা। জানে ভাই, জানে। সবাই ওই কথাই মনে করে দিদি—নিজের দুঃখটাই এসংসারে সবাই বড় দেখে। তুমি ভাব তোমার দুঃখটাই সবচেয়ে বড, আমি ভাবি আমার। কম কারও নয় রে দিদি, কম কারও নয়।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা এস মা, কখন দুটো খাবে—বেলা আর হয় না। এখন বুঝি আবার দাদা নাতনীতে সোহাগ হচ্ছে। এখন বুঝি গরু মেরে জুতো দান হচ্ছে না?

রাধিকা। ঐ রে—ঐ আবার তোর ব্যারিষ্টার মেয়ে এলো। অতি বদ্‌মায়েস্, অতি পাজী। দেখছি ওই আমায় জব্দ ক'রবে। একরত্তি মেয়ে—ওর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্যি! (সৌদামিনীর প্রতি) যা যা দিদি, দুটো খেয়ে নে, খেয়ে নে। আমার কথা ধরিস্‌নি দিদি—আমি ওই রকম রে—ওই রকম! আমার ভীমরতি হ'য়েছে রে—ভীমরতি হয়েছে।

(রাধিকা বাহির বাটীতে গেলেন। সৌদামিনী ও অপর্ণা হাসিতে হাসিতে রান্না ঘরের দিকে গেল। সৌদামিনীর মুখে হাসি, চোখে জল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ব্রহ্মদেশ—মুরলীবাবুর বাড়ীর হলঘর, ধীরা একাকী বসিয়া গান গাহিতেছে)

(গান)

আঁধার-পথযাত্রী
চলেছি ভেসে—চলেছি ভেসে একেলা কোন্ আঁধার দেশে,
কি আছে এই পথের শেষে (আমি) সবার কৃপাপাত্রী!
নাইকো আলো এ জীবনে,
অন্ধকারে গহন বনে,
এক্‌লা গাহি আপন মনে
কোথা গো পথদাত্রী—
কাঁদিছে সুতা সর্ব্বহারা, দেখা দে জগদ্ধাত্রী।

(প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়। তুমি একাটী ব'সে গান গাইছিলে ধীরা! তোমার গলাটি বড়

মিঠা।

ধীরা।—ছাই-মিষ্টি। এস প্রিয়দি বস'।

প্রিয়। কেন ধীরা, এখন আর মন খারাপ ক'চ্ছ? নির্ম্মলবাবু তো বেশ সেরে উঠেছেন।

ধীরা। ভাই, সত্যি সেরে উঠেছেন? না, আমায় ভোলাবার জন্যে সবাই ওই কথা বলে। আমি তো কিছুই দেখতে পাইনে, বুঝতেও পারিনে।

প্রিয়। আমরা কি তোমায় মিথ্যে কথা বলি ধীরা?

ধীরা। হ্যাঁ ভাই, বড্ড কি বাড়াবাড়ি হয়েছিল?

প্রিয়। প্রথমটা একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল, গাড়ী উল্টে প'ড়ে যাওয়া তো সোজা নয় ভাই। দুটো দিন বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিলেন।

ধীরা! আমার বৃথাই জন্ম প্রিয়দি! স্বামীর অসুখ—সে সময় তাঁর কোন কাজে তো এলাম না।

প্রিয়। না না, ধীরা ও তুমি কি বলছো?

ধীরা। আমি ঠিক্ কথাই ব'ল্‌ছি। এতদিন বাবার বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে ছিলাম—পৃথিবীর কিছু [redacted], দরকারও হয়নি। আজ মনে হচ্ছে, যার চোখ নেই তার কিছু নেই।

প্রিয়। কিন্তু তাই ব'লে তোমার স্বামী তো কখনো তোমায় অযত্ন করেন না ভাই। অমন স্বামী লোকে তপস্যা ক'রে পায়!

ধীরা। দেখ তো প্রিয়দি, আমার মত হতভাগী পৃথিবীতে আর একটি আছে? ওঁর এই কঠিন অসুখ গেল, আর আমি কিছু ক'রতে পারলেম না!

প্রিয়। তোমার চুল বেঁধে দিই ধীরা!

ধীরা। না না, কিছু দরকার নেই। এমন ক'রে কি চিরদিন থাকা যায়!

প্রিয়। এমন ক'রে—কি ধীরা?

ধীরা। না, কিছু না! আচ্ছা প্রিয়দি, ওঁকে তো দেখেছ, কেমন দেখ্‌তে বল ত?

প্রিয়। ভারি সুন্দর! যেমন রূপ, তেম্‌নি গুণ!

ধীরা। গুণ আমি বুঝতে পারি, কিন্তু রূপ কি রকম? সুন্দর—সুন্দর কারে বলে, কে জানে!

প্রিয়। তুমি ও সব কথা বলো না ধীরা। তোমার মুখে ও কথা শুন্‌লে, আমার বড় কষ্ট হয়। দু'দিন বাদে তোমার রাঙা খোকা হবে তখন তাকে নিয়ে

ধীরা। 'রাঙা খোকা, রাঙা খোকা,'—সে কেমন প্রিয়দি? রাঙা খোকা কি কালো খোকার চেয়ে ভাল?

প্রিয়। মায়ের কাছে অবিশ্যি রাঙা খোকা, কালো খোকার তফাৎ নেই।

ধীরা। আচ্ছা প্রিয়দি, কাণা মায়ের হয়তো কাণা খোকা হয়—কে জানে! না না,—আমার খোকা চাইনে, খোকা চাইনে। খোকা যদি হয়, আমি তো তাকে দেখ্‌তে পাব না।

প্রিয়। ওমা!—ওই যে নির্ম্মল বাবু আসছেন।

(ঘোমটা দিয়া প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। ধীরা! তুমি আমার কাছ থেকে উঠে এলে, তারপর কতক্ষণ আমি একা শুয়েছিলাম। তুমি আর গেলেনা কেন?

ধীরা। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমুবে।

নির্ম্মল। তুমি হঠাৎ চ'লে এলে, তারপর আর গেলে না—আমি ভেবেছিলাম, হয় তো তুমি রাগ করেছ।

ধীরা। না না—রাগ করিনি, রাগ করবো কেন?

নির্ম্মল। তুমি আমার পা টিপ্‌ছিলে, আমি বারণ ক'রেছি। তুমি কষ্ট ক'রলে আবার যদি তোমার অসুখ হয়, তখন তোমায় কে দেখ্‌বে? আমি তাই বারণ ক'রছি ধীরা।

ধীরা। আমি জানি, আমাকে তুমি বড় দয়া কর—বড় দয়া। শোন, একটি কথা আছে।

নির্ম্মল। কি কথা ধীরা?

ধীরা। অপর্ণা কে?

নির্ম্মল। কেন বল দেখি?

ধীরা। তুমি অসুখের সময় অনেকবার 'অপর্ণা অপর্ণা' বলেছ—ঘুমের ঘোরে। আজও যখন আমি পা টিপ্‌তে আরম্ভ করি, তুমি একবার ঘুমের ঘোরে ব'লে উঠলে, 'কে—অপর্ণা'? তারপর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে লাগ্‌লে। সত্যি অপর্ণা কেউ আছে? সে যদি পা টিপে দেয়, তোমার আপত্তি করবার কিছু নেই?

নির্ম্মল। সে সুস্থ, তার তো কোন অসুখ নেই ধীরা।

ধীরা। তার বিয়ে হ'য়েছে?

নির্ম্মল। না ধীরা, তার কথা কেন?

ধীরা। আমি তাকে চিনি, আমি তাকে দেখ্‌তে পাই। সে তোমার আশায় ব'সে আছে।

নির্ম্মল। তুমি কি ঘুমিয়ে এ সব স্বপ্ন দেখ—না জেগে ভাব ধীরা?

ধীরা। স্বপ্ন দেখি, ভাবি—দুইই। আমি যদি অপর্ণা হতাম বেশ হ'তো।

(ব্রজরাজ ও মোপোর প্রবেশ)

ব্রজ। Come along, dear Mopo নির্ম্মল, তুমি তো বেশ সেরে উঠেছ'; অফিসে ব'স্‌তে পারবে নিশ্চয়।

নির্ম্মল। সেটা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ব'ল্‌তে পারব' না।

ব্রজ। এমন কাজটি ক'রোনা। ওরা কখনো রোগী হাতছাড়া করে না। তুমি যদি আর দু' সপ্তাহ অফিসে না যাও, এর পর কিন্তু অফিস চালানো মুস্কিল হবে।

নির্ম্মল। (মোপোকে) আপনি বসুন এই চেয়ারে। ইনি কে আপনার সঙ্গে ?

ব্রজ। ওঁর কথা ক্রমে ব'ল্‌ছি। How do you like her ? কেমন দেখ্‌তে ?

নির্ম্মল। সুন্দর, প্রায় নিখুঁত সুন্দরী।

ব্রজ। She is the beauty-queen of the East. She is much better than your Ethel Hampden.

নির্ম্মল। আচ্ছা স্বীকার ক'রে নেওয়া যাক্—

ব্রজ। She is only a flirt—that rotter. আমি এখনই বেরুব' ! এঁর নাম মোপো। প্রাচ্য জগতের beauty competitionএ ইনিই first prize পেয়েছেন। আস্‌ছে হপ্তায় আমি ওকে বিয়ে ক'রে steamlaunchএ Honeymoon ক'রবো এক মাস। কিছু টাকা যোগাড় রেখ'। হাজার দশেক, যেন চাইলেই পাই।

নির্ম্মল। (মোপোর সঙ্গে shakehand করিবার জন্য হাত বাড়াইল) Good evening.

মোপো। I no can English, no Bengala, (মধুরহাস্যে shakehand করিল) and you no can Burmese, not understand, not speak !

নির্ম্মল। আপনি যে এই সেদিন ব'ল্‌লেন, দেশী মেয়ে বিয়ে ক'র্‌বেন !

ব্রজ। মোপো দেশী মেয়ে নিশ্চয়ই। She is Asiatic. My con-

ception of Swadeshi is much wider. আমার বিবেচনায় এইটেই এখন আবশ্যক। এতে ক'রে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ গ'ড়ে উঠ্‌বে। A greater India—that's the idia. সাদা দুধের মত গায়ের রং—Oh, how I hate it! দেখ্‌ছো নির্ম্মল, মোপোর গায়ের রং! It's beauty, real beauty—white, red and yellow. Come along darling.

(ব্রজরাজ ও মোপো যাইতেছে—প্রিয়ম্বদা প্রবেশ করিল। দেখাদেখি হইলে—)

ব্রজ। How awful! কি কালো রে বাবা!

(প্রস্থান)

নির্ম্মল। এস এস প্রিয়ম্বদা, এস'। তোমরা একটু গল্প কর ধীরা—আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

ধীরা। আচ্ছা প্রিয়দি, তুমি ভগবানের দয়া বিশ্বাস কর? তিনি দয়া করলে তো সব হ'তে পারে!

প্রিয়। পারে বৈকি ধীরা।

ধীরা। প্রিয়দি, একটি চমৎকার গান আছে। উনি পড়ছিলেন—শ্রীমতী রাধা যখন জন্মেছিলেন, তখন তিনি অন্ধ। তার পর তাঁর বঁধু যখন তাঁকে ছুঁলেন, তখন শ্রীমতীর চোখ ফুটে উঠ্‌লো—তিনি চোখ চেয়ে সর্ব্বপ্রথম দেখ্‌লেন তাঁর বঁধুর মুখ। কি সুন্দর! না প্রিয়দি?—

প্রিয়। সত্যি, বড় সুন্দর ভাব!

ধীরা। তোমায় কাছে পেলে, আমি বড় ভাল থাকি! তুমি আমায় জান, বুঝতে পার। তুমি কালো—আমি অন্ধ।

প্রিয়। তুমি গানখানা গাও ধীরা!

(ধীরার গান)

শুন গো মরম সই—
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিত রই॥
দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোরে—
আমায় হেরিতে, আইলা তুরিতে
সূতিকা মন্দির দ্বারে
গায় দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাড়ল সুখ
হাসিয়া কাঁদিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া
হেরিনু বঁধুর মুখ।

(যখন গান হইতেছে সেই সময় নির্ম্মল প্রবেশ করিল,
এক মনে ধীরার গান শুনিতে লাগিল)

নির্ম্মল। ধীরা!

ধীরা। তুমি এসেছ! কেন এলে, কেন এলে? তোমায় শোনাব ব'লে আমি তো এ গান গাইনি—তুমি কেন শুন্‌লে?

নির্ম্মল। আমি শুনিছি, তাতে দোষ কি হ'য়েছে ধীরা?

ধীরা। এ যে কলিযুগ। এখন তো অঘটন ঘটবে না। প্রিয়দি, এসো আমার সঙ্গে।

(প্রিয়কে লইয়া প্রস্থান)

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। এই তো বেশ উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছ! আমি মনে ক'রেছিলাম আরও দু'এক দিন তোমার শুয়ে থাকা দরকার হবে।

নির্ম্মল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রছি, পেরে উঠলাম না।

ডাক্তার। চল তাহ'লে একটু মোটরে বেড়িয়ে আসবে। ধীরা কোথায়!—

নির্ম্মল। এইখানেই ছিল, এইমাত্র ভিতরে গেল।

ডাক্তার। কেমন আছে?

নির্ম্মল। তাকে তো বোঝবার উপায় নেই, সে নিজের তৈরী আলাদা জগতে থাকে। সেখানে আমি ঠিক্ যেতে পারিনে। সত্যি বলছি ডাক্তার বাবু, আমি বুঝতে পারিনা ও কি চায়?

ডাক্তার। পৃথিবীর আর সব নারী যা চায়—স্বামীর ভালবাসা! অতি সহজ কথা!

নির্ম্মল। কিন্তু আমি তো ধীরাকে ভালবাসি!

ডাক্তার। কিন্তু তোমার মনের ভিতর বাসা করে আছে অপর্ণা—বাইরের জগৎ চোখে দেখেনি ব'লে মনোজগৎ সে তোমার আমার চেয়ে ভাল জানে!

নির্ম্মল। আপনি ঠিক ব'লেছেন। আমার মনের সব কথা ধীরা জানে—সামান্য কথায় বিচলিত হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেও তো আমি ধীরাকে সুখী ক'রতে পারলেম না।

ডাক্তার। থাক্ ওকথা, চল বেড়িয়ে আসি। তোমার শ্যালকপ্রবর কোথায়—The great Brajaraja?

নির্ম্মল। বড্ড ব্যস্ত—Asiatic Nations কি ক'রে মিস্‌তে পারে সেই সমস্যা সমাধান ক'র্‌ছেন!

ডাক্তার। কি—চীনে না জাপানী?

নির্ম্মল। বর্ম্মী।

ব্রজ। (নেপথ্যে) নির্ম্মল, নির্ম্মল, আছ হে?

নির্ম্মল। ওই যে, নাম করতেই উপস্থিত!

(ব্রজরাজের প্রবেশ)

ব্রজ। নির্ম্মল, সব গণ্ডগোল হ'য়ে গেল! আমার প্রাণে দারুণ আঘাত লেগেছে। এবার খাঁটী কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

নির্ম্মল। কি--কি, ব্যাপার কি?

ব্রজ। ডাক্তার, তুমি আমার কাণ ম'লে দাও—গালে চড় মার! বেশ ক'রেছিলে, fool ব'লেছিলে!

ডাক্তার। হ'লো কি?—

ব্রজ। নির্ম্মল; তুমি মোপোকে দেখেছো?—

নির্ম্মল। এই তো কিছু আগে সঙ্গে ক'রে আন্‌লেন! কেন, কি হয়েছে!

ব্রজ। তুমি ব'লতে চাও মোপো ভাল? Damn, rot! মোটেই না, Mopo is as bad as any rotten egg.

ডাক্তার। ঘটনাটা কি ঘটেছে তাই বলনা হে!

ব্রজ। আজও ফু'ল গয়নায় অন্ততঃ—দু'হাজার টাকা খরচ ক'রেছি! রাস্তায় একজন চানাম্যান্—সেও গাড়ী ক'রে যাচ্ছিল; মোপোকে দেখে হেসে নমস্কার ক'রলো। গাড়ী থেকে নেমে সে আর মোপো আমায় দেখে হাসে আর কথা কয়, কথা কয় আর হাসে!—

ডাক্তার। সে কে?—

ব্রজ। মোপোকে জিজ্ঞাস ক'রলাম, তোমরা আমায় দেখে হেসে কুটি কুটি হচ্ছিলে কেন!—

ডাক্তার। উত্তরে বর্ম্মী সুন্দরী কি ব'ল্লেন?

ব্রজ। আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলাম না ডাক্তার! মোপো আমার প্রশ্নে মিটি মিটি হাসতে লাগ্‌লো; তার পর একেবারে নিঃসঙ্কোচে ব'লে ফেল্লে 'ও আমার দ্বিতীয় বারের স্বামী ছিল', আমি ওকে divorce ক'রেছি!

ডাক্তার। দ্বিতীয়বারের স্বামী—চমৎকার কথাটী! বেশ ব'ললে—না? হাজার-দশেকের jewellery আদায়ের পর, একেবারে একনিঃশ্বেসে ব'লে ফেল্‌লে দ্বিতীয় বারের স্বামী?

নির্ম্মল। আপনি কি ব'ল্‌লেন?

ব্রজ। আমি তো একেবারে স্তম্ভিত! শুনলাম, আমার পরিচয় পেয়ে সে মোপোকে একটু রহস্য ক'রছিল!

ডাক্তার। কথা শুনে তোমার সর্ব্বশরীর বোধ হয় পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো! দেহে রোমাঞ্চ হ'তে লাগলো—

ব্রজ। নিশ্চয়ই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার দ্বিতীয় স্বামী। তা' হ'লে তার আগে আর একটি ছিলেন! তিনি কে—এখন কোথায় আছেন? মোপো ব'ল্‌লে সে ইউরোপীয—ইটালীতে তার বাড়ী! সে বহুকালের কথা! বোধ হয় মরে গেছে এতদিনে!

ডাক্তার। তা হ'লে বর্ম্মী সুন্দরীর মোহ কেটেছে।

ব্রজ। চ'লে আসছিলাম—একটু কৌতূহল হোল। জিজ্ঞাসা ক'রলাম মোপো তোমার ব'য়েস কত?—সে ব'ল্‌লে আটত্রিশ!

ডাক্তার। আটত্রিশ! একেবারে কিশোরী! তাহ'লে বাবা ব্রেজরাজ, তোমার এবার কোন' দেশের উপর ঝোঁক্ প'ড়েছে?

ব্রজ। আমি এবার বাঙালী বিয়ে ক'রবো—কুলীন বামুনের মেয়ে। কালো হো'ক, কুৎসিত হোক্—কিছু ব'লবো না। খুব—গরীবের মেয়ে।

ডাক্তার। তাহ'লে এক কাজ কর না ব্রজ! আমাদের আলোক ঘোষালের মেয়েটিকে বিয়ে কর না—বেচারা বড়ই বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছে। মেয়েটির বয়েস হ'য়েছে! ভাল মেয়ে!—

ব্রজ। আমাদের আফিসের আলোক ঘোষাল? ওর মেয়েটি চমৎকার কালো—না হে!

ডাক্তার। খাসা কালো—[redacted]!

ব্রজ। পাঁচকড়ি।

(পাঁচকড়ির প্রবেশ)

নির্ম্মল। মেয়েটিও বোধ হয় এই বাড়ীতেই আছে। ধীরার কাছে এসেছিল একটু আগে। সত্যি, ভাল মেয়ে!

ডাক্তার। নইলে কি আর আমি একাজে হাত দিই! তোমার এ লক্ষীছাড়া ভাব কেটে যাবে—সংসারী হ'তে পারবে!

(আলোকনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। এই যে, এস এস—বস!

ডাক্তার। আমি বলছি ব্রজ, তুমি চুপ কর!

ব্রজ। না—আমিই বলবো। তোমার একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে—কেমন?

আলোক। আজ্ঞে হ্যাঁ; আছে।

ব্রজ। বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়েছে!

আলোক। না।

ব্রজ। কেন হয়নি?

আলোক। মেয়েটি কালো—আমি গরীব; এ বিদেশ-বিভূঁই জায়গা!

পাত্র পাই তো টাকা নেই! আর পাত্রও তো এখানে খুব বেশী নেই।

ব্রজ। আমি যদি বিয়ে করি তোমার বিয়ে দেওয়ায় কোন আপত্তি আছে?

আলোক। আজ্ঞে—কি ব'লছেন?—

ব্রজ। এতদিন আমি খুব শুদ্ধাচারে ছিলাম না—মদ্য স্ত্রীলোক কিছু বাদ যায়নি।

আলোক। গরীব ব'লে আমার সঙ্গে তামাসা করলেন বাবু! স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তামাসা—কি বলবো আপনি অন্নদাতা!

ব্রজ। ভাল জ্বালা! কি করলুম বাপু যে তুমি নাকে কাঁদতে আরম্ভ ক'রলে?—ডাক্তার, নির্ম্মল। তোমরা বল—ও আমার কথা বিশ্বাস ক'চ্ছে না!

ডাক্তার। আমি বলছি আলোকনাথ, শোন! ব্রজ বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে ক'রবে!

আলোক। তা আমার সেই কালো মেয়ে—

ডাক্তার। সুন্দরী মেয়েতে ওর অরুচি ধরে গেছে।

ব্রজ। শোন, ~~আমি নিজে কালো~~, দেশবিদেশের সুন্দরীর কাছে প্রেমভিক্ষা ক'রেছি—পেয়েছি উপহাস। আজ আমি প্রেম চাই। রূপ নয়, সৌন্দর্য্য নয়, হোক্ কালো—কালোই ভালো! কালোর মনে রূপের গর্ব্ব থাকবে না। ~~কালো আমায় কালো ক'রবে না~~। তোমার মেয়েকেই বিয়ে করবো আলোকনাথ! তোমার মেয়ে দেখাও। এখুনি আশীর্ব্বাদ—রাত্রে বিয়ে।—

ডাক্তার। তুমি বাপু বড় তাড়াতাড়ি কর!

ব্রজ। তুমি বুঝতে পারছনা ডাক্তার! শুভযোগ কতক্ষণ থাকবে কে

জানে? আমি মনকে বিশ্বাস করি নে! আজ আমার অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই—বিচারের কি দরকার?

ডাক্তার। তা হ'লে আলোকনাথ মেয়ে নিয়ে এস!

নির্ম্মল। মেয়ে বোধ হয় এইখানেই আছে। আমিই খবর দিয়ে নিয়ে আস্‌ছি।

(নির্ম্মলের প্রস্থান)

ব্রজ। আলোকবাবু বসুন—

(সিগারেট খাইতেছিল তাহা ফেলিয়া দিয়া)

না আপনার সামনে সিগারেট আর খাবনা! আপনি শ্বশুর হ'তে চ'ল্‌লেন—কি বল ডাক্তার?

ডাক্তার। আহা আলোকনাথ, তুমিই বা অত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন? এমন জামাই তপিস্যে ক'রলে পাওয়া যায়! কি রকম ভদ্যতা দেখেছ?

আলোক। উনি মনিব, আমি সামান্য চাকর—পঁচিশ টাকা মাইনে পাই।

ডাক্তার। তুমি যে বাপু আমাদের দীনবন্ধুবাবুর রামমাণিক্যের কথা ব'ল্‌ছো—বেতন না জান্‌লে ভদ্র অভদ্র জানবো ক্যাম্‌বায়—

(নির্ম্মল, ধীরা, প্রিয়ম্বদা ও ধানদূর্ব্বা-হস্তে ক্ষমার-মার প্রবেশ)

ধীরা। দাদা তোমার সুমতি হ'য়েছে!—তুমি বাঙালী মেয়ে বিয়ে ক'রছো?

ব্রজ। হ্যাঁরে হ্যাঁ, ~~আমারই মত [illegible]~~।

ডাক্তার। দেখ, ভাল ক'রে দেখ।

ব্রজ। (প্রিয়ম্বদা সকলকে নমস্কার করিল) এই মেয়ে—আমি তো দেখেছি! বেশ মেয়ে—আমি পছন্দ ক'রেছি! তোমার নাম কি?—

প্রিয়। প্রিয়ম্বদা!

ব্রজ। বাঃ বাঃ সুন্দর নাম! তোমার নামকে সার্থক ক'রে তোল প্রিয়ম্বদা, তা হ'লেই আমি সুখী হব! আমি মিষ্টি কথা শুনতে চাই—মিষ্টি কথার কাঙাল!

ধীরা। দাদা আমার কাছে কালো সুন্দর—সবতো এক! আমি ব'লছি প্রিয়ম্বদার চেয়ে সুন্দর—পবিত্র নারী, জীবনে বেশী পাইনি! তুমি সত্যি ভাগ্যবান!

ব্রজ। নির্ম্মল, দুটো ধান-দূর্ব্বো—

নির্ম্মল। এই যে গুছিয়ে আনা হ'য়েছে!

ব্রজ। আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি! এই আংটি নাও। প্রিয়ম্বদা, পার তো প্রিয়কথায় আমায় বশ কোরো। আমি বড় উচ্ছৃঙ্খল—জীবনে শান্তি পাই নি!

(প্রিয়ম্বদা নমস্কার করিল)

ক্ষমার মা। ব'সো বউবাবু শাঁখটা বাজাই—শাঁখটা বাজাই—

ব্রজ। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বোসো—(ব্রজ আলোকনাথকে নমস্কার করিল)

— — —

তৃতীয় দৃশ্য

(বাকুলে, রাধিকাপ্রসন্নের অন্তঃপুর—বিহারী তামাক খাইতেছে ও অপর্ণা তরকারী কুটিতেছে)

বিহারী। মা আজ কেমন আছেন দিদি?

অপর্ণা। রাত্রে বড্ড জ্বরটা হয়েছিল—সকালে এখনো উঠতে পারেন নি!

বিহারী। তাই তো দিদি; মাকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হওয়া গেল। বাজার

থেকে আসবার পথে একবার কবিরত্নকে ডেকে আনি। জ্বরটাকে আর হেনস্তা করা উচিত হচ্ছে না দিদি !

অপর্ণা। তাই খবর দাও বেহারীদা ! মার কথা আর শোনা নয়। নাইতে খেতে ভাল হবে' করেই তো এতখানি বাড়িয়েছেন। তুমি দিনকতক পাত্র খোঁজা বন্ধ রেখে মায়ের অসুখের দিকে দৃষ্টি দাও বেহারীদা !

বিহারী। আজ তোমার বাজার কি আস্‌বে দিদি ?

অপর্ণা। সবই। তোমার তেল, ঘি, ময়দা—সব ফুরিয়েছে। পাত্তর দু'টো এনে দেবো ?

বিহারী। দাও না—ও দু'টো দোকানে রেখে বাজারে যাব।

(অপর্ণা ভিতরে গেল—দুটি ভাঁড় আনিয়া)

অপর্ণা। রসো দেখি, সুপুরী আছে কিনা।

(ভিতর হইতে) আছে—আজ আর দরকার হবে না।

বাড়ীর কি ছিরি হ'য়েছে দেখ'না। ঝুলগুলো ঝেড়ে ফেলি।

(রাধিকাপ্রসন্নর প্রবেশ)

রাধিকা। বেহারী বাবুর যে আর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখ্‌বার যো নেই— রাতদিন রাজকাজে ব্যস্ত ! সাম্‌নে চোত কিস্তি, খাজনাপত্তর আদায় ক'রতে হবে না ? এই রকম নেচে বেড়ালেই চল্‌বে ?

বিহারী। আজ্ঞে তা-তা, খাজনাতো আদায় হ'চ্ছে কিছু কিছু।

রাধিকা। যা বাকী থাকৃবে তোমার গাঁট থেকে দিও। এ ভাঁড় কিসের ?

বিহারী। দোকানে যাচ্ছি—তেল আর ঘি আস্‌বে।

রাধিকা। এই তো সেদিন তেল-ঘি এলো—আবার এর মধ্যে ?

আজকাল কি তেল-ঘি সব চুমুক্ দিয়ে খাওয়া হয় নাকি বেহারী বাবু!

বিহারী। তা তা কিছু কম করতে—আচ্ছা তা তা—

রাধিকা। খোকার মতন 'তো তো' ক'রতে শিখেছ' যে নতুন মা-ঠাকৃরুণ পেয়ে। ওই রাঁধুনী বেটাকে একটু ধম্‌কে দিন্ দেখি বেহারী, যেন একটু কম ক'রে খরচ করে।

(ঝাঁটা হস্তে অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। ওর চেয়ে কম তেল-ঘিয়ে কে রাঁধ্‌তে পারে, একবার রেঁধে দেখাক্'না!

রাধিকা। কেন পারবে না? এই বেহারীই তো পারে—পারিসনে তুই?

অপর্ণা। বেশ তো—বেহারীদাই ব'লুক্‌না—কেমন পারে! তা আর কাউকে পারতে হয় না গো!

রাধিকা। কি বেহারী, তোমার বাক্যি হ'রে গেল যে! মগজে ঘা দিয়ে বুদ্ধি বার করা হ'চ্ছে নাকি?

অপর্ণা। বল'না বেহারীদা—সত্যি কথা ব'লবে তাতে এত ভয় কিসের?

বিহারী। আজ্ঞে না—হ্যাঁ—তা—পারা যাবে না আর কেন? তবে কিনা—সে তেমন—আপনার গিয়ে—তেমন হয়ে হয় না—এই তেমন ভাল হয় না।

রাধিকা। (মুখ ভেংচাইয়া)

এঁই তেঁমন ভাঁল হঁয় না! তোমার গুষ্ঠীর মুণ্ড হয় না—বদ্‌মায়েস্ পাজী কোথাকার। ওগো রাঁধুনী ঠাকরুণ। দোহাই তোমার, এই গরীবের গলায় তোমরা দুই মা বেটীতে মিলে একেবারে পা তুলে দিয়ে নেত্য করো না। একটু ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে রান্নাবান্না গুলো

করো। বাবা, দশ দিনে আট আট আনার সর্ষের তেল! এ যে গেরস্ত ফেল্ কর্‌বার মতলব।.

অপর্ণা। বাড়ীতে মানুষ-জন এলেই খরচ বাড়ে—এ কচি ছেলেটিও জানে।

রাধিকা। সেই জন্যই তো মানুষকে অনুগ্রহ ক'রে চ'লে যাবার জন্য রোজ দুটো বেলা বলা হ'চ্ছে। তা বেহায়া মানুষ শোনে কই সে কথা?

অপর্ণা। আমি কাল থেকে আর রাঁধতে পারবো না, এই ব'লে রাখলাম বেহারীদা—তুমি রেঁধো।

(প্রস্থান)

রাধিকা। তা হ'লে আমার হাড়ে বাতাস লাগে। সত্যি, কাল তুই গোটাকতক রান্না রেঁধে ও-বেটীকে একবার দেখিয়ে দিস্‌তো বেহারী। নিজের রান্নার গুমোরেই মেয়েটা গেল। যেন ভূ-ভারতে অমন ফুলবড়ি দিয়ে চাঁপানটে শাকের ঘণ্ট, আব ভেট্‌কী মাছের মুড়িঘণ্ট, আর কেউ রাঁধতে পারে না।

অপর্ণা। (দরজার পাশ দিয়া) পারেই না ত—

রাধিকা। তুই রাঁধ্‌বি বেহারী—আমি ব'ল্‌ছি।

বিহারী। আমি রাঁধ্‌লে যে মায়ের খাওয়া হবে না।

রাধিকা। সেই ভাবনায় তো আমার ঘুম হবে না। তিনি না হয় আর একদিন একাদশী ক'র্‌বেন। তুই দেখিয়ে দিবি, কত কম তেল-ঘিতে রান্না হয়। ভারি তো রান্না, তার আবার গুমোর কত! অমন রান্না আমি ঢের খেয়েছি।

(প্রস্থান)

বিহারী। (ভাঁড় হাতে করিয়া) ও দিদি, ও দিদি!

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। সত্যি ব'লছি আমার রাগ হ'য়ে গেছে বেহারীদা। রেঁধো তুমি কাল থেকে। এত ক'রে খেটে মরি, তার নাম নেই, যশ নেই, আবাব চোখ রাঙানী !

(সৌদামিনী ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিলেন)

সৌদামিনী। কি গো বেহারী মামা, দাদাবাবু আবার চট্‌লেন কেন ?

অপর্ণা। ভীমরতি হয়েছে, আর কেন ?

(প্রস্থান)

বিহারী। তুমি আর ওদিকে কান দিও না মা। আমি পাঁচুকে দোকান-বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে একবার কবিরত্নের খোঁজ নিই।

সৌদামিনী। কব্‌রেজের আর দবকার নেই বেহারী মামা—তাকে ত' টাকা দিতে হবে। দাদাবাবু জান্‌তে পারলে হয়ত' আবার ভারি রেগে যাবেন।

বিহারী। রাগেন রাগ্‌বেন। ও সব আমি বুঝিনে মা ঠাক্‌রুণ। উনি টাকা না দেন, আমাব নিজেবও ত' কিছু আছে, আমি তা থেকে দেব'। তুমি ভেব'না।

সৌদামিনী। তোমার ঋণ কখনো শোধ হবে না মামা ! অপর বিয়েটা যদি দিয়ে দিতে পারতে মাম', আমার অসুখ সেরে যেত।

বিহারী। আমার কি চেষ্টার অন্ত আছে মা ! তলে তলে কত জায়গায় গেলাম বল দেখি ? কর্ত্তাবাবুকে কি কিছু জান্‌তে দিয়েছি ! কল্‌কাতা হাওড়া ত' ঘরের কানাচ্‌ ক'রে ফেলেছি, কিন্তু দেখছ ত' মা ঠাক্‌রুণ, কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। যেমনটি তোমার হাত-ছাড়া হ'য়ে গেছে, ঠিক্ তেমনটি যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমি রাজি হব না—তা তুমি আমায় যাই বল।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। মা, এই বেলা কাপড়-চোপড় ছেড়ে, দশবার জপ্ ক'রে নাও—নিয়ে একটু জল খাও। রাতেতো আর জল ফোঁটাটা মুখে দাওনি।

সৌদামিনী। যাই। দুটো আম্রুলের পাতা ছিঁড়ে আন্তো মা, মুখখান ধুয়ে ফেলি। মুখ যেন তেতো হাঁকচ্। অরুচি—দুনিয়ার সামগ্রী, কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।

অপর্ণা। দেখি গায়ে হাত দিয়ে! ওমা, এখনো ত' জ্বর ছাড়েনি।

(মুখুজ্যেবৌ প্রবেশ করিতে অপর্ণা রান্নাঘরের ভিতর গেল)

মুখুজ্যেবৌ। হ্যাঁ সদু, এসব কি শুনছি মা?

সৌদামিনী। কি শুন্ছো মামী?

মুখুজ্যেবৌ। শুন্ছি নাকি দলে দলে সব সোমত্ত ছেলে আস্ছে, আর তাদের সাম্নে গাউন-ব্লাউজ পরিয়ে, বিনুনী ঝুলিয়ে মেয়ে দেখাচ্ছ'! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নার কথা, ঘেন্নার কথা! তার চেয়ে সাত জন্ম মেয়ে আইবুড়ো থাকে সেও যে ভাল!

সৌদামিনী। কে এসব কথা ব'ল্ছে মামী?

মুখুজ্যেবৌ। কে ব'ল্ছে! কে না ব'ল্ছে তাই বল বাছা? গাঁয়ে তো আর কান পাতা যায় না। বলে, 'ওই রকম পলাশডাঙ্গায় ক'রতো, সেখানে তারা একঘরে করে, তাই এখানে দাদামশায়ের বড় গাছে এসে ভেলা বেঁধেছে।'

সৌদামিনী। তুমি তাদের নাম করতে পার মামী? আমি ডেকে মোকাবিলে করি।

মুখুজ্যেবৌ। এ যে তোমার অন্যায় কথা সদু। তাদের দোষ কি? তুমি

আগে তোমার ঘর সাম্‌লাও বাছা। আমি এখন কার নাম ক'রে থানা-পুলিশ ক'রে বেড়াব' ?

সৌদামিনী। নাম যদি না ক'রতে পারবে মামী ত' ওকথা না বলাই ভাল।

মুখুজ্যেবৌ। আমি এলাম কোথায় ভাল কথা ব'লে তোমায় সাবধান ক'রে দিতে, আর তুমি নাগ্‌লে জিলিপির প্যাঁচ দিয়ে কথা ব'ল্‌তে! এটা কি তোমার উচিত কথা হ'লো? তোমার মামা ত' আমায় স্পষ্টই ব'লে দিলেন যে. তুমি ব'লে এস, 'এসব করতে হয় ত' তোমার নিজের স্বোয়ামীর ভিটেয় ব'সে কর। আমরা দেখ্‌তেও যাবনা, শুন্‌তেও যাব না।' "বাকুলের" নাম খারাপ কর' না বাপু। ঘেন্না-পিত্তি আর রইল' না! মা-মা-মা, মেয়ের একটু রূপ আছে ব'লে কি বারাণ দেওয়াতে হবে?

সৌদামিনী। মামী, তুমি অনর্থক চ'ট্‌ছো। আমার মাথার উপর অমন বাঘের মত দাদাবাবু রয়েছেন, আমি কি এ কাজ ক'রতে পারি, এতখানি বুকের পাটা আমার হবে?

মুখুজ্যেবৌ। মিথ্যে কথা বল্‌ব' না বাছা। তোমার নামে কেউ কিছু বলেনি। ওই বেহারী মুখপোড়া নাকি ওই ক'রে বেড়াচ্ছে। তেম্‌নি জব্দও হ'য়েছে এক জায়গায়- একটা ছোঁড়া নাকি হাকিম সেজে এসে মেয়ে পছন্দ হয়নি ব'লে, বেহারীকে দশ ঘা বেত মেরেছে, আর পাঁচ টাকা জরিমানা করেছে। তুমি বাপু মেয়ে শাসন কর। ও বেহারী টেহারীর সাম্‌নে মেয়েকে যেতে দিও না—মানুষটি বড ভাল না কিন্তু; পেটের ভিতর হারামের ছুরি! এখন যাই মা, যদি কোন ফাঁকে শুন্‌তে পায় ত' আমার এ গাঁয়ের বাস উঠ্‌বে। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। কবিরত্নকে খবর দিয়ে এলাম মা, একটু পরে আস্‌বেন।

সৌদামিনী। আমি আর ওষুধ বিষুধ খাবনা মামা, আমার মরণটা হয় ত' বাঁচি, হাড় কখানা গঙ্গার জলে ফেলে দিও।

বিহারী। কি হ'লো মাঠাকরুণ ?

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। ওঁর মুখুজ্যে বাড়ীর মামী এসেছিলেন, আমার আর তোমার শ্রাদ্ধ ক'রে গেলেন।

সৌদামিনী। অপি, তুই যা, যা হারামজাদি, আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ', দূর হ'।

বিহারী। ছিঃ ছিঃ মা, তুমি কি পাগল হ'লে ?

অপর্ণা। ভাল রে ভাল, আমার দোষ কি! ইনি এসে একবার তম্বি ক'র্‌বেন, তিনি এসে একবার তম্বি করবেন, কেন, আমি কি করেছি ?

বিহারী। তুই চুপ কর্‌ দিদি, চুপ কর্‌।

অপর্ণা। তুমি বিচার কর বেহারীদা—দশ দিনে আট আনার তেল খরচ হ'য়েছে ব'লে ওঁর দাদাবাবু একবার কোমর বেঁধে এলেন, তুমি কোন সম্বন্ধ পাকা ক'র্‌তে পারছ' না বেহারী দা, সে কি আমার দোষ, না আমি তোমাদের সবার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি ওগো, আমার বিয়ে দাও গো, বিয়ে দাওগো ? আমার অপরাধটা কোথায় শুনি ? সবাই মিলে ওরকম যদি কর, আমি কিন্তু তখন নিজ মূর্ত্তি ধর্‌ব' ব'লে দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

বিহারী। সত্যি মা, দিদি ঠাকুরুণকে ব'ক না, ছিঃ! অমন মেয়ে কি হয়? ও আছে তাই এত দুঃখ সইতে পাচ্ছ মা!

সৌদামিনী। বুঝি সব বেহারী মামা, কিন্তু আমার আর সইছে না। মুখুজ্যে বাড়ীর মামী এসে, না-হোক্ তা-হোক্ যাচ্ছেতাই সব ব'লে গেল। কথার উত্তর দিতে হ'লে ঝগড়া ক'রতে হয়—

বিহারী। এইবার একটী পাত্রের সন্ধান যা পেয়েছি মা ঠাকরুণ। বাড়ীর পাশেই ছিল। পাঁচটা পাশ করা উকিল, রূপে-গুণে একেবারে কার্ত্তিকটি।

(অপর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

অপর্ণা। এস মা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে, সন্ধ্যে আহ্নিক ক'রে একটু জল মুখে দাও। আমার উপর রাগ কর'না মা, আমায় বক'না। সত্যি ব'লছি মা, আমি একটুও মন্দ না, কেবল অন্যায় সইতে পারিনে।

বিহারী। একটু চুপ্ কর দিদি, কাজের কথা ব'লছি!

অপর্ণা। শুনেছি কাজের কথা--যেন কার্ত্তিকটি। তার পর?

বিহারী। তুই ঠাট্টা কচ্ছিস্ দিদি? পাঁচটা পাশ, তবু একটু দেমাক নেই। আমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌লাম, কেউ দু'সের পটল, কেউ বেগুণ, কেউ পালনশাক, কেউ কলাটা, মূলোটা যে যা দিলে, ছেলেটি সোণা হেন মুখ ক'রে, তাই নিয়ে তাদের কাজ ক'রে দিলে।

অপর্ণা। (হাসিয়া লুটাপাটি খাইতে লাগিল, তাই দেখিয়া সৌদামিনীর শুষ্ক মুখেও একটু হাসি আসিল) বেহারীদা, তুমি কি আদেখ্‌লো গো! বলি পাঁচটা পাশ কি আর চোখে দেখনি? এই পাত্র তোমার কাছে ভাল পাত্র হলো।

বিহারী। কেন মাঠাকরুণ, পাত্রটি খারাপ কিসে? উকিল!

অপর্ণা। যে কলা মূলো নিয়ে মক্কেলের মোকদ্দমা করে, সে উকিল? কাছারীর মুহুরীরাও যে তার চেয়ে বেশী রোজগার করে। কিছু হয় না, তাই যে যা দেয়, তাই নেয়।

বিহারী। তাই ত' দিদি, এ কথাটা ত' আমার মাথায় আগে আসে নি। ঠিকই ত', লোকটার বোধহয় পশার নেই, কি বল মা ঠাকরুণ?

অপর্ণা। বোধহয়! এতে আর বোধ টোধ হয় নেই বেহারীদা, নিশ্চয়! এস মা, তোমার পায়ে পড়ি, বেহারীদা'র পাগলামী আর শুনতে হ'বে না। বেহারীদা, আগে মাকে ভাল কর দেখি, তারপর বিয়ের সম্বন্ধ ক'রো। (মাকে লইয়া প্রস্থান)

বিহারী। সত্যিই ত', এ তো আমার হিসেবে আসেনি। কর্ত্তাবাবু বলে মিছে নয়, অনেকের চেয়ে বোধ হয় আমার বুদ্ধি কিছু কম।

(গজর গজর করিতে করিতে প্রস্থান)

(একটু পরে রাধিকাপ্রসন্নের প্রবেশ)

রাধিকা। বলি ও অন্নোপূর্ণো, অন্নপূর্ণা।

(রাগতভাবে অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। আমার নাম অন্নপূর্ণো নয়, অপর্ণা।

রাধিকা। অপর্ণার চেয়ে অন্নপূর্ণো নাম বুঝি বড় মন্দ?

অপর্ণা। ভাল-মন্দর কথা নয়, যার যা নাম!

রাধিকা। তা হ'লো হ'লোই। তোমায় ডাকি, এই তোমার বাবার ভাগ্যি—আবার এ নাম নয় সে নাম!

অপর্ণা। তা কি জন্যে বাবার ভাগ্যিটা সুপ্রসন্ন হলো, সেটা শুনি?

রাধিকা। বল্‌ছিলাম কি যে রাগ ত' করেছ,—কিন্তু রাগ ক'রে যেন রান্নাবান্নাগুলো ছাই-পাঁশ ক'রে রেখ না।

অপর্ণা। রাগ ক'রে রাঁধলে কি আর মাথার ঠিক থাকে, ছাই-পাঁশ হবে না ত' কি হবে?

রাধিকা। তা রাগ করার দরকার কি? মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর না।

অপর্ণা। আপনি রাগান ব'লেই ত রাগ করি।

রাধিকা। আর রাগাব না, তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর। নারে বাপু অন্নপূর্ণো, তুই রাঁধতে শিখেছিস্ বটে; বেহারীটে ছাই রাঁধে। আজ পঁচিশ বছর ধরে ওই চামারের হাতে খাচ্ছি। সে কি রান্না, না গরুর জাব দেওয়া। না বাপু অন্নপূর্ণো, তুই রেঁধে খাওয়া যদ্দিন না বিদেয় হোস্।

অপর্ণা।—(আবার হাসিয়া উঠিল) মাকে ডেকে দেব?

রাধিকা। কেন? তোমার মায়ের সেই হাড়সার পাকানো চোকানো চেহারা না দেখলে বুঝি আমি দম ফেটে মারা যাচ্ছি! আমি কি কাউকে গ্রাহ্য করি না কাউকে চাই?

অপর্ণা। তা জানি, আর কেই বা না জানে?

(ঝঙ্কার দিয়া প্রস্থান)

রাধিকা। ওরে ও অন্নপূর্ণো, শোন শোন।

(অপর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

অপর্ণা। কি?

রাধিকা। এই ক'ল্কেটা নিয়ে যারে, একটু তামাক সেজে দিবি। তুই ছুঁড়ী অত বদ্‌মেজাজী কেন বল ত'?

অপর্ণা। আর আপনার মেজাজখানি একেবারে বরফ দেওয়া জলের মত ঠাণ্ডা। (প্রস্থান)

রাধিকা। তুই বেটী এই বয়েসে এত কথা শিখ্‌লি কোথায় রে? কথাটি প'ড়লেই জবাব দিবি! (সৌদামিনীর প্রবেশ) কিছু ব'ল্‌বি নাকি?

সৌদামিনী। হ্যাঁ, এই অপির বিয়ে নিয়ে বড়ই ভাবনায় পড়েছি। কি ক'রে যে কি হবে, তা ত' ভেবেই পাইনে।

রাধিকা। তার জন্য আর ভাবনা কি ?

সৌদামিনী। তা বটে, আপনি যদি একটু—

(অপর্ণা তামাক সাজিয়া হুকা-কলিকা রাধিকাপ্রসন্নের হাতে দিল)

রাধিকা। ওর বিয়ে হবে না।

সৌদামিনী। কিন্তু ওকে তো আর ঘরে রাখা যায় না। সবাই নিন্দে ক'র্‌ছে।

রাধিকা। ওঃ তাই নাকি! তাহ'লে ওটাকে বাড়ী থেকে বার করে দেনা, লেটা চুকে যাক্।

সৌদামিনী। আপনি একটু মনে করুন, তাহ'লেই হ'য়ে যাবে। বড্ড বড় হ'য়েছে, এর পর যে আর কেউ ঘরে নিতে চাইবে না।

রাধিকা! আমি, আমি আবার কি ক'র্‌ব!

সৌদামিনী। ওর আর কে আছে বলুন ?

রাধিকা। ক্ষেপেছ! আমি ও সব পারব-টারব' না বাপু, তা তোমায় এক কথায় ব'লে দিচ্ছি। এঁ্যা, এমন আশ্চর্য্য কথাও ত' কখনো শুনিনি। এঁ্যা, বলে কি এরা? আমি, আমি ওর কে হে বাপু? মায়ের মাতামহ, একেবারে পরমাত্মীয়! 'সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের ভাগ্‌নে বৌয়ের বোনঝি জামাই, ও বেহারী, বেহারী! শোন, শোন, এত বড় মজার কথা তুমি আর কখনো শুনেছ? ইনি আমায় ওঁর মেয়ের বিয়ের ঘটকালী কর্‌তে বলেন। আরে আমার কি ওই ব্যবসা, না মায়ের মাতামহ, মায়ের বাবার শ্বশুর কারও বিয়ের কর্ত্তা হ'য়ে থাকে ?

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ?

রাধিকা। তোমার মুণ্ডু ! ভাল লোককেই মধ্যস্থ মেনেছি রে ! কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি রে আবার ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ কখনো শুনেছে যে, মায়ের মাতামহ কারুর বিয়ে দিয়েছে ? দিতে হয় তোমরা দেও, ঘটক ডাক, পাড়ায় ঘোঁট কর, বেয়ারা-বাড়ি খবর দাও—আমায় বরং নেমন্তন্ন ক'রো। আমি একখানা পাশী শাড়ী দিয়ে আইবুড়ো ভাত দেব, আর একপাত গরম লুচি খেয়ে আসব। তোমাদের জ্ঞাতগোত্র কোথায় কে আছে, তাদের কাউকে আনাও, মেয়ে সম্প্রদান করবে, আমি কে, মায়ের মাতামহ !

সৌদামিনী। বেহারী মামা অনেক চেষ্টা-চরিত্তির ক'চ্ছেন দাদাবাবু, কিন্তু ঠিক মনের মতন পাত্তর আর—

রাধিকা: পাত্রের আবার মনের মতন কিরে ! তোর বাপ-মা তোকে এমন কি সৎপাত্রে সমর্পণ ক'রেছিল, কাণা খোঁড়া না হয়, বামুনের ছেলে, এই হলেই হোলো, ব্যাস্ ব্যাস্ ! (অপর্ণার প্রবেশ) জামাই এসেছিল তোর বাপ, জামায়েব মত জামাই, রূপ ছিলরে সৌদামিনী তোর বাপের রূপ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, গায়ের রং টক্‌টক্ ক'চ্ছে, তার উপর লাল চেলীপরা, বর এসে যখন দাঁড়ালো সভা জ্বল জ্বল করে উঠ্‌লো, তোব দিদিমা এসে বর কোলে ক'রে নিলে। আমায় ডেকে বললে—'ওগো দেখসে গো দেখসে, আমার সোনার চাঁদ জামাই, আমার গৌরীর বাঁকে আজ হর এসে দাঁড়ালো'। আমার সেই হরগৌরী চলে গেল—আর এলোনা—আর এলোনা ! আমায় কিছু বলিসনে সৌদামিনী আজ পঁচিশ বছর আমি না মনিষ্যি না ভূত হয়ে আছিরে—না মনিষ্যি না ভূত হ'য়ে আছি ! (প্রস্থান)

(সৌদামিনী কাঁদিতেছিল অপর্ণা দাঁড়াইয়াছিল তারও চোখ শুষ্ক ছিল না)

বিহারী। মা ঠাকরুণ, এই মানুষের উপর তুমি রাগ কর অভিমান কর! ভিতরটা দেখ্‌লে তো মা! দেখেছি তো সেকালের রাধিকাপ্রসন্ন বাড়ুয্যে, এ অঞ্চলের ডাক্‌ সাইটে মানুষ! হাঁকতে-ডাকতে, অসুখে-বিসুখে, বিয়ে-পৈতেয়—মড়া পোড়ানো, শ্রাদ্ধ, হরিসঙ্কীর্ত্তন কিসে না ছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সবই গেল—

(কবিরত্নের প্রবেশ)

কবিরত্ন। কই গো বেহারী কোথায়—?

বিহারী। এই যে এইদিকে—আসুন কবিরত্ন মশাই!

(রাধিকাপ্রসন্নর পুনঃ প্রবেশ)

রাধিকা। কবিরত্ন হঠাৎ কি মনে করে হে—খাজনা আদায় ক'রতে বেরিয়েছ বুঝি?

কবিরত্ন। তোমার বাড়ীতে রুগী দেখ্‌তে হে! বেহারী খবর দিয়ে এলো যে! কেন তুমি জাননা নাকি?

রাধিকা। না, কার অসুখ রে বেহারী—?

বিহারী। (ভয়ে ভয়ে) আজ্ঞে—মাঠাকরুণের জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছে না! তাই ভাবলেম—কি জানি, শুধু নিসিন্দি পাতার রসে যখন কাজ হ'চ্ছে না—

রাধিকা। কাজ যখন হচ্ছে না—তো আমায় ব'লতে তোমার কি হ'য়েছিল—সব কাজে আমার উপর টেক্কা না দিলে তোমার মজা হয় না কেমন?—হতভাগা, পাজী, বদ্‌মায়েশ—নেমকহারাম!

কবিরত্ন। তুমি বুড়ো হ'য়েছো, তার উপর তোমার এই মেজাজ, কারও

অসুখ-বিসুখ শুন্‌লে তুমি তো লাফাতে থাক্‌বে—সেই জন্যে সাহস করেনি ভাই—

রাধিকা। তোমরা তো আমার মেজাজই দেখ্‌ছো—মেজাজ সাধে হয়, আমি যে বাড়ীতে একটা অথদ্দে-অবদ্দে প'ড়ে আছি, বলি আমায় জানালে আমি বারণ কর্ত্তাম, না আমি ব'ল্‌তাম দরকার নেই চিকিৎসায়!

কবিরত্ন। নেও—নেও তুমি বোস, তামাক খাও, আমি ততক্ষণ রুগী দেখি—এইটী তোমার নাত্‌নী আর ঐটী বুঝি নাত্‌নীর মেয়ে। তোমায় দেখেছি, তখন তোমার বয়স তিন বছর, সেই সময় একবার জ্বরবিকার হ'য়েছিল, আমিই চিকিৎসা ক'রে বাঁচাই—সেবার তোমার বাঁচন-সঙ্কট অবস্থা—দেখি মা হাতখানা—

কবিরত্ন। (অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিলেন) দেখি জিবটে—জিবতো মোটেই পরিষ্কার না, কাশি একটু আছে?

সৌদামিনী। আছে, একটু হাঁপের মত ভাবও আছে।

কবিরত্ন। তাইতো মা—জ্বরটা কতদিন হ'চ্ছে?

অপর্ণা। তা মাস ছয়েক হবে!—

রাধিকা। ছমাস জ্বর, তা আমায় বলনি কেন?—

অপর্ণা। কেন আপনি কি চোখে দেখ্‌তে পান না, রোজ সন্ধ্যের পর জ্বর হয়! আপনি জানেন না?—

সৌদামিনী। আজ তিন চার দিন হ'লো কাশে একটু একটু রক্ত দেখা যাচ্ছে!

রাধিকা। এঁ্যা তুই বলিস কি দামিনী, রক্ত দেখা যাচ্ছে কিরে হারামজাদী!—

কবিরত্ন। হ্যাঁ—হ্যাঁ রক্ত দেখা যাবার কথাই বটে।

রাধিকা! রক্ত দেখা যাবার কথা, তার মানে?—

কবিরত্ন। মানে যক্ষ্মা···ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, রোগ গোপন কোরে লাভ নেই, আগে থাক্‌তে প্রস্তুত হওয়াই ভাল।

অপর্ণা। ওমা—মাগো—(মাকে ধরিয়া অপর্ণা বসিয়া পড়িল)

রাধিকা। দামিনীর যক্ষ্মা হ'য়েছে? তুমি বল কি কবিরত্ন।

কবিরত্ন। আরোগ্য হওয়ার আশা নেই, জীবনে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন নিশ্চয়ই, তার শেষ পরিণাম এই—

রাধিকা। শেষ দামিনীও, আর এখানে এসেই? বা-রে বিধাতা পুরুষ, বা-রে একচোখো পরমেশ্বর, এই এদ্দিন ত' বাপু আসিস নি, মরবার সময় তাড়াতাড়ি আমার চোখের সামনে আস্‌বার কি দরকার ছিল বাপু?

বিহারী। এখন উপায় কি বলুন কবিরত্ন মশাই? চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে দেখা যাক্, আগে থেকে হাত-পা ছেড়ে ব'স্‌লে কি হবে?

কবিরত্ন। হ্যাঁ তাতো বটেই, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্যাধি, তার শাস্ত্রীয় ঔষধও র'য়েছে—আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—আপাততঃ ভয়ের কোন কারণ নেই।

রাধিকা। কিন্তু ঠিক ব'লছো কবিরত্ন, যক্ষ্মা তো আমার চোদ্দপুরুষে কারো হয় নি, তোমার হয়তো ভুল হ'য়েছে কবিরত্ন—একবার বেশ ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ দেখি!—

(কবিরাজ উঠিল ও রাধিকাপ্রসন্নকে দাওয়ার একপার্শ্বে ডাকিল)

কবিরত্ন। বাড়ুয্যে শোন, আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি! মনে বল কর দাদা! একবার ভাল ক'রে বোঝ, আমার ভুল হয়নি বাড়ুয্যে, অতবড় একটা কথা কি আমি আন্দাজে ব'ল্‌তে পারি

অতি শ্রম, অত্যন্ত মানসিক কষ্ট, মানসিক উদ্বেগ—এই সব কারণ আর কি ?—

রাধিকা। হুঁ হুঁ ঠিক, তাইতো—উদ্বেগের কি আর অন্ত আছে ? এমন গুণের ক'নে যখন গর্ভে ধরেছেন—তখন ওর যক্ষ্মা হবে নাতো হবে কার ? ওর বাপ একবার ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে ! সে বেটা ম'লো তো এখন উনি এলেন জ্বালাতে, হারামজাদীর বয়েসের গাছ-পাথর নেই, তবু একটা বর জোটে না গা ? বেশ হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে ! এইবার মাকে খেয়েদেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক। সাধে কি আর দুচোখে দেখ্‌তে পারি না।—

(প্রস্থান)

বিহারী। কাঁদিসনে দিদি, কাঁদিসনে, ওঁর গালাগাল ওতো আমাদের অঙ্গের ভূষণ !—

অপর্ণা। কিন্তু এতো গালাগাল নয় বেহারীদা—এযে নিছক্ সত্যি কথা—আর তো আমি রাগ ক'রবো না বেহারীদা। আমি কি কিছু বুঝিনে—আমিই যে মাকে মেরে ফেল্‌লাম।—

সৌদামিনী। চুপ কর বাছা, চুপ কর, তুই যদি অমন ক'রে বলিস, তা হ'লে আমি কি করি বল তো মা ?—

(রাধিকাপ্রসন্ন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন)

রাধিকা। তাই তো'রে দিদি, কি ক্ষণে তোর বাপের সঙ্গে দেখা রে ?—তার বংশের কাউকে আমার ভাত-জল খেতে দেবে না। উঃ, কি ভয়ানক মানুষ রে, ম'রেও আমার সঙ্গে আঠার বাজী খেল্‌লে ! আর তোরা সবাই সুড় সুড় ক'রে তার দিকেই এলে পড়লি—এ বুড়োর মুখের দিকে কেউ চাইলি নারে কেউ চাইলি না।

সৌদামিনী। তার জন্যে আর দুঃখ কি দাদাবাবু, কি সুখে বেঁচে আছি বলুন তো, আমার মরণ তো আমার মুক্তি দাদাবাবু। মেয়েটাকে আপনার পায়ে দিয়ে যাচ্ছি ওকে—

রাধিকা। চমৎকার—চমৎকার! আমার উপর যে তোমার দয়ার আর অন্ত নেই দেখ্‌ছি! বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, তোমার ওই বুড়ো ধাড়ি মেয়ে নিয়ে আমি কি গলায় মাদুলী গেঁথে বেখে দেব নাকি, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! বলে—

কত হাতী গেল তল
এখন গাধায় এসে বলে—
—সেথায় দেখি কত জল!

আমার কাছে রাখ্‌লে তোমার সে চামার বাপ বুঝি ছেড়ে কথা কইবে! ঠিক্—এমনি ক'রে আর একদিন ওটাকেও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, একে বিক্রমপুরের বাঙাল, বাঙালে গোঁ তো আছেই, তার উপর মুখুজ্যের হাড়ে টক্। তার বংশের কাউকে সে আমার বাড়ীতে ভাত খেতে দেবেনা—দেবেনা। ওসব লেঠার মধ্যে আমি নেই—যা কর্‌তে হয় তুমিই শেষ ক'রে যাও, ওই বেহারী আছে—ওকে নিয়ে সলা-পরামর্শ কর! আমি আর ও সব হাঙ্গামার মধ্যে নেই!

সৌদামিনী। ভগবান যে ওকে আপনার পায়ে দিয়ে যাবার জন্যই আমায় এমন ক'রে স্রোতে ঠেলে তুলে এখানে এনে ফেলেছেন, ওর ভার না নিয়ে তো আর পার পাবেন না দাদাবাবু! একে নিতেই হবে!

(কবিরত্ন ও বেহারীর পুনঃ প্রবেশ)

রাধিকা। কেন পার পাবনা, দেব বেটীকে ঘাড় ধরে বাড়ীর বার ক'রে—কবিরত্ন আবার একবার ভাল ক'রে দেখদেখি! আর যা

ভাল বোঝ তাই কর—ভাল ভাল ওষুধ দাও—স্বর্ণভস্ম, লৌহভস্ম, পারাভস্ম—যত টাকা লাগে, বেহারী পাত্তর যোগাড় কর, যত ভাল পাত্তর পাস্, ধরে আন্, প্রাণটা থাকৃতে থাকৃতে পাবিস্ তো বিয়েটা দিয়ে দে!—আমি এর মধ্যে নেই! এর মধ্যে নেই! আর ও থাকৃতে আছে, বাবা!— (প্রস্থান)

কবিরত্ন। আমি তবে ব্যবস্থাটা ক'রে দিই। ব্যবস্থা পত্তর সব লেখাই আছে,...ওষুধটা আমি নিজে মেড়ে খাইয়ে দেব মা!' একটু মধু আর এলাচের গুঁড়ো! আমি বল্‌ছি মা, নিজের হাতে ওষুধ মেড়ে দিচ্ছি, হবিস্মরণ কবিরত্ন হাতে ক'রে ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছে। এর কিছু না কিছু ফল আজই বুঝবে মা!—

(অপর্ণা মধু আর এলাচের গুঁড়া আনিয়া দিল)

সকল রোগের ওষুধ মা—শ্রীভগবানের কৃপা, তিনি ব্যাধিরূপে আসেন, ভিষকরূপে চিকিৎসা করেন, ঔষধরূপে রোগ আরোগ্য করেন, সুতরাং মনটা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ফেল্‌তে পারলে রোগীর সব ভাবনা কেটে যায়! এস মা, একটু উঠে বোস! পূর্ব্বদিকে মুখ করে একবার ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ কর, শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি—এই নাও মা ভক্তি ক'রে খেয়ে ফেল—নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ—(ঔষধ সেবন করিল)

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুখুজ্যেবৌ'র প্রবেশ)

মুখুজ্যেবৌ। ওগো ও সদু একবার কাউকে পাঠিয়ে দাও তো মা বাঁড়ুয্যে ঠাকুর ওই পুকুর পা'ড়ে গোঁঙাচ্ছেন!—

সৌদামিনী। ওমা—সে কি?—এই যে কিছুক্ষণ হলো এখানেই ছিলেন!

মুখুজ্যেবৌ। পাশে জলের গাড়ু প'ড়ে আছে!

সৌদামিনী। কি হ'লো আবার প'ড়ে ট'ড়ে গেলেন নাকি?

বিহারী। আমি দেখে আসি, দেখে আসি— (প্রস্থান)

কবিরত্ন। বুড়ো একেবারে ভেঙে পড়েছে মা! তোমরা মায়ে-ঝিয়েই তো এখন শিবরাত্রের সল্‌তে!—

(রাধিকাপ্রসন্নকে ধরে বিহারীর প্রবেশ)

রাধিকা। উপরে না উপরে না, এইখানেই একটা বিছানা ক'রে দে— যেমন হোক্, একটু শুয়ে পড়ি!—সৌদামিনী, তোর পাশেই শুই। জল, জল, জল—দে মা দে অন্নপূর্ণা, তুই দে। তোকে বড্ড কড়া কথা ব'লেছি—আর ব'লবো না, এই শেষ।

কবিরত্ন। বাঁড়ুয্যে, ব্যাপার কি? চোখ যে বড্ড ব'সে গেছে?—

রাধিকা। এই যে কবিরত্ন, আছ তুমি—ওলাউঠো—দুবার ভেদে একেবারে কাবাব, নাড়া দেখ। নাড়ী দেখ ওখানে পাবে না— এইখানে এইখানে, আর পা ঠাণ্ডা হিম!—

কবিরত্ন। তাই তো বাঁড়ুয্যে, কথা ব'লতে ব'লতে কখন হ'লো!

রাধিকা। এতদিন চিকিৎসে ক'চ্ছো, কবিরত্ন—এইটুকু বুঝতে পারলে না? সময় এলে এমনিই হয় ভাই—যাক্‌গে, কিছু খাওয়াবে টাওয়াবে, না এমনি সোয়াস্তি শান্তিতে বিদেয় দেবে?

কবিরত্ন। হুঁ, খাওয়ান বৃথা—তবু যা নিয়ম তা ক'রতে হবে, ওষুধ একটা দিচ্ছি—

সৌদামিনী। দাদাবাবু, দাদাবাবু, এসব তুমি কি ব'লছো?—

রাধিকা। "রঙের খেলা," তোর উপর টেক্কা তুরুপ দিলাম রে পাগ্‌লী! বিশ্বাস হ'চ্ছে না—আমি সত্যি ব'লছিরে, সত্যি ব'লছি! হয় না হয়, ওই কবিরত্নকে জিজ্ঞেস্ কর—

(কবিরত্ন মাথা নাড়িলেন ও একটি ওষুধ দিলেন)

রাধিকা। দাও, খেয়ে রাখি—দু'চার মিনিট যুঝতে হবে তো!

সৌদামিনী।—কোত্থেকে কি হল দাদাবাবু!—

রাধিকা। ওরে, উপরে একজন আছেরে, উপরে একজন আছে—এক চোখো হোক যাই হোক, একটু দয়া-ধর্ম্ম তার আছে! বড্ড দুঃখ হ'চ্ছে সৌদামিনী, নারে? ভেবেছিলি তোর মায়ের মত তুইও আমায় জব্দ করবি? এখন কেমন মজাটী হ'ল! তাই তো মা অন্নোপূন্নো, কপালে নেই, তোর বিয়ের ভোজ্‌টা আর খাওয়া হ'ল না! না হোক্ গে—তোর হাতের সেই ছাই পাঁশ রান্না আর তো খেতে পাব না—শ্রাদ্ধের দিন রেঁধে বামুনের পাতে দিস্—জল, জল, জল সৌদামিনী—একটু জল দে! বিহারী—দে, দে—মরবার সময় একটু মুখে জল দে!

বিহারী। বিহারীর যে এ সংসারে আর কিছুই নেই বাবু। মা-বাপ-ভাই-বোন সবই যে আমার তুমি।

রাধিকা। তা হ'লই বা, তাতে আর হ'য়েছে কি? দামিনীকে ফাঁকি দিয়ে কি রকম ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে যাচ্ছি, একবার দেখনা বেটা—কাঁদিস এখন পরে। আ মলো—নেমকহারামটা চিরকালই কি একরকম?—কেবল ফাঁকি দেবার চেষ্টা! বুড়ো মিন্সে, হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে তোমার লজ্জা করে না? দেখিস এদের, এরা রইলো। আমার মা অন্নপূন্নোর জন্যে বেশ একটী শিবের মত বর খুঁজে বার করবি! আর তোর লোক্‌সানটা কি শুনি? বাপ-মা-ভাই যাচ্ছে, অথচ হবিষ্যির মালসা পোড়াতে হবে না—শ্রাদ্ধের দিন গরম গরম এক পাত লুচি খাবি, দেখিস শ্রাদ্ধটা যেন হয়, পাঁচ ভূতে জুটে যেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ক'রনা! কবিরত্ন, থেকে যাও ভাই আরও কিছুদিন! তবে—তোমারও হ'য়ে এল—অন্নপূন্নোর বিয়ে পর্য্যন্ত দামিনীকে বাঁচিয়ে রেখ! বেহারী কাছে আয়—

(বিহারী কাছে গেল)

সৌদামিনী। দাদাবাবু, আমায় তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—

রাধিকা। দু'টো দশটা দিন আগে যাচ্ছি দিদি, তাতে আর আপত্তি করিসনে! এই তো—ফাঁকি তো দিয়েছিলি—রামচন্দ্র বড মান র'ক্ষে ক'রেছেন—জয়রাম, জয়রাম জয়রাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম! দামিনী, তোর সেই চামার বাপের কাছে তোর মায়ের কাছে চলেছিরে—দেখি পাজী বেটা এবার কি ক'রে আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় যায়। এই বেহারী, থাম্‌না পাজী, বেটা হাড়ী ডোমের মত কেঁদেই মল, কান্না থামিয়ে দুবার নাম শোনাও না হতভাগা—তারক ব্রহ্ম রাম নাম আর কখন শুন্‌বরে পাজী!—এখনো কাণ আছে, চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছেলে নেই, পুলে নেই—তোকে এতদিন ভাত কাপড় দিয়ে প্রতিপালন করলাম, তুই বেটা এম্‌নি নেমকহারাম যে, মরবার সময় দুবার রামনাম শোনাতে পার না—পাজী, নচ্ছার, হতভাগা—আবার মায়াকান্না কাঁদ্‌তে লাগলে। জয়রাম, জয়রাম জয়রাম! অন্নপূন্নো, অন্নপূন্নো, ওমা অন্নপূন্নো—তোর মেয়ে নারে দামিনী, তোর মা—আমার মা, দেখনা—দেখনা—ঠিক শশীর মত সেই মুখ, চোখ,—আশীর্ব্বাদ করি, মা অন্নপূন্না তোর শিবকে তুই পাবি—একদিন পাবি—পাবি—পাবি!—)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বাঁকুলে বাড়ুয্যেবাড়ী। রান্নাঘরের বারান্দা ও দালান—বিহারী ও অপর্ণা।)

বিহারী। মা ঠাকরুণ এখন কেমন আছেন দিদি ?

অপর্ণা। আমি রাঁধতে রাঁধতে দু'বার ওষুধ খাইয়ে এসেছি, বেহারীদা ! একটু কাছে ব'সতে পারলে হয় ! কিন্তু কি করি দাদা ! দেখ্‌তে তো পাচ্ছ, এতগুলি লোকের রান্নাবান্না, পরিবেশন, সময় পাচ্ছি না !

বিহারী। তা হ্যাঁ দিদি, এই সাতগুষ্ঠির রান্না তোমাকেই রাঁধতে হবে ?

অপর্ণা। আর উপায় কি বিহারীদা ! নতুন গিন্নী আর তাঁর মা— দু'জনেরই শরীর খারাপ যে—

বিহারী। আমি আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করবো দিদি, এ আমি সইব না !

অপর্ণা। আর হেস্ত নেস্তর কাজ নেই দাদা ! এদের সঙ্গেই না হয় হেস্ত-নেস্ত ক'রলে, কিন্তু অদৃষ্টের সঙ্গে হেস্ত নেস্ত ক'রতে পারবে কি ?

বিহারী। সত্যি দিদি, এমন অদৃষ্ট দেখিনি। নইলে বেঁচে থাকতে একদিনের তরেও যার নাম শুনলাম না, মরবার পর কোত্থেকে সেই পরমাত্মীয় ভাই-পোর ছেলে এসে জুটলো মুখ-অগ্নি ক'রতে ! এখন শ্বাশুড়ী আসছেন, শালা আসছেন, উকিল আস্‌ছেন, মোক্তার আস্‌ছেন। গাঁয়ের কত লোক বন্ধু বান্ধব হ'য়েছে, আর রাধিকে

বাড়ুয্যের যারা পাঁজরার হাড় ছিল, তারাই হলো পর! রাঁধুণীবৃত্তি ক'রে এ বাড়ীতে দু'বেলা দুটী ভাত খাবে! বিয়ের টাকাটা আদায় ক'রে নেব তা কি কিছুতে দেবে, কত বায়নাক্কা! আজ যদি বিয়ের টাকাটা না দেয় তো কামিখ্যে বাড়ুয্যেকে একবার দেখে নেব আমি!

অপর্ণা। দেখ বেহারীদা, আর জ্বালিয়ো না। এমনি আছি বেশ আছি! রাঁধছি, বাড়ছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি! তবু মাকে দিনান্তে একবার ক'রে দেখছি! এর উপর আর বিয়ের হাঙ্গামা বাধিয়ো না! এটা ঠিক বিয়ের সময় নয়—

বিহারী। তবু...চেষ্টা তো ক'রতে হবে!

অপর্ণা। তাই দেখ চেষ্টা ক'রে দেখ!

(রান্নাঘরে গেল)

(ক্ষান্তমণি প্রভৃতি দরদালানে আসিলেন)

ক্ষান্ত। আ-মর, আঁটকুড়ীর পুতের রান্নাঘরেই হ'য়েছে আড্ডা!

(সঙ্গে সঙ্গে পতিতপাবনীর প্রবেশ)

পতিতপাবনী। দূর ক'রে দাও মা—দূর ক'রে দাও কতকগুলো পর গিলিয়ে কোন লাভ নেই মা! তোমার কাজের লোকের অভাব কি মা! ছ'ছটা মায়ের পেটের ভাই র'য়েছে! মা লক্ষ্মী দয়া করে-ছেন এখন অবুঝ হ'য়েনা মা।

ক্ষান্ত। আমি বুঝি মা, বুঝি বুঝি। এদ্দিন সংসার ক'রতে পাইনি—থাকতে বঞ্চিত হ'য়েছিলাম! বুড়ো মার্কণ্ডর পেরমাই নিয়ে ব'সেছিল! তোরা এদ্দিন বেঁচে থাকবার কি দরকার ছিল! মরেও কি শান্তি আছে মা! কোথায় নাতনী; নাতনীর মেয়ে—যত আপদ জুটিয়ে রেখে গেছে।

পতিতপাবনী। হ্যাঁ মা, ঐ মেয়েটির বুঝি কেষ্টর সঙ্গে সম্বন্ধ করছিস্?

ক্ষান্তমণি। হ্যাঁ মা, তা ছিরি আছে, বয়েস কাল এই যা, নইলে—

পতিতপাবনী। তা বেশ—হ্যাঁ তা দেখ মা ক্ষেন্ত, তোমার তো এখন রাজার ভাঁড়ার, ঘি, ময়দা, চিনি সব থরে থরে সাজান র'য়েছে, তা বলছিলাম কি মা, লুচি, লুচিতো কথনো খাইনি মা, তা তোমার ক'ল্যেণে মা লক্ষী যখন দয়া ক'রেছেন তা রাতে যদি দুখানা লুচি খাই, তো কেউ কোন কথা কইবে কি মা! বলিস্ তো আজকের মতন দুখানা খাই!—

ক্ষান্ত। খাবে বৈকি মা, খাবে বৈকি! ভগবান দিন দিয়েছেন—এখন যদি না খাবে তো কবে আর খাবে মা? তা ও বেলা তোমার বৌকে গরম গরম দুখানা লুচি ভাজতে বলে দিও, বার্ত্তাকী ভাজা দিয়ে আমরাও তোমার সঙ্গে দুখানা পেরসাদ্ পাবখন্—

পতিতপাবনী। ভাল কথা— (প্রস্থান)

(কামাখ্যাচরণের প্রবেশ)

কামাখ্যা। এই যে আন্দির মা?—শুনছি কে একটা আইবুড়ো মেয়ে বাড়ীতে আছে, তুমি তো তার কথা আমায় বলনি আন্দির মা—

ক্ষান্ত। তা আর ব'লবো কি গা? আছে আছেই, তোমাদের কুলীনের ঘরে অমন কা'রো থুবড়ো বেটী থাকে না'? একি মেয়ে বেচার ঘর'!

কামাখ্যা। সে কথা না, সে কথা না! শুনছি নাকি ২৪শে তার বিয়ে। আমায় খরচা ক'রতে হবে?

ক্ষান্ত। তোমাকে।

কামাখ্যা। হ্যাঁ আমাকে?—

ক্ষান্ত। ইল্লো, রস দেখে যে আর বাঁচিনে! আর অতোয় কাজ নেই, ট্যাকা খরচ ক'রে আর জ্ঞাতি ভাগ্নির বিয়ে দেয় না। তুমি কোন কথা ব'লো না, সে আমি ঠিক করে দেব, আমার কাছে এসে বলুক না—

কামাখ্যা। এখনি যে আমার কাছে টাকা চাইতে আস্‌বে।—

ক্ষান্ত। তুমি কে, তোমায় বল্‌লে কি হবে! তাদের বলে দিও চাবি-কাটি আমার হাতে!—

(প্রস্থান)

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। আপনি আর দেরী ক'রবেন না কর্ত্তাবাবু! আপনি টাকা দিলে আমি আজই কাল্‌নায় গিয়ে গয়না-পত্তর সব গড়াতে দিই! পাত্রপক্ষ বড়ই ভাল, কত সন্ধান ক'রে তবে বার করেছি। এই বিপদ হ'য়ে যাওয়ায় কতই—দুঃখিত!

কামাখ্যা। তা কত টাকা দিতে হবে?

বিহারী। পাত্র হিসাবে খুবই কম, গণ-পণ, গহনা-পত্তর, বর-সজ্জা, বরাভরণ সব নিয়ে—সাড়ে তিন হাজার, তার উপর আমাদের বিয়ের রাতের খরচ ধরুন গে—শ পাঁচেক।—

কামাখ্যা। এই চার হাজার টাকা আমায় দিতে হবে! বল কি বেহারী!—

বিহারী। তা দিতে হবে বৈকি? কর্ত্তা মশায় মরবার সময় আমায় ব'লে গেছেন,—এ চার হাজার টাকা—তিনি এক রকম আলাদা ক'রেই রেখেছিলেন! তা এ ছাড়াও তো বার-চদ্দো হাজার রয়েছে—নগদ, দেবেন না কেন?—

কামাখ্যা। এই সেদিন কর্ত্তার শ্রাদ্ধে দেড় হাজার দু হাজার, টাকা খরচ হ'য়ে গেল!—এখনি আবার চার হাজার! গেরস্ত মানুষ, একসঙ্গে এত টাকা পরের জন্য কে দিতে পারে, বলো তো বাপু।

বিহারী। (স্বগতঃ) তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা কিনা, দিতে বুক কর্‌কর্‌ ক'রছে! তা হ'লে টাকাটা বের ক'রে ফেলুন, আপাততঃ হাজার টাকা দিন, তারপর ক্রমে দেবেন!

কামাখ্যা। এখন টাকা কই বেহারী, দু'মাস ছ মাস যাক্, একটু সাম্‌লে নি বাপু!—

বিহারী। সে কি, এই যে ব'ল্লেন বিকেলে দেবেন!

কামাখ্যা। না ব'লে আর করি কি, তুমি যে একেবারে নাইতে খেতে দাও না! তাগাদার উপর তাগাদা—যেন তোমারই ধার ক'রে খেয়েছি;

বিহারী। সৌদামিনীর মায়ের অবস্থাও তো ভাল না। তিনি বেঁচে থেকে বিয়েটা দিতে ইচ্ছা করেন।

কামাখ্যা। তা বেশ তো, সেকি আর এর মধ্যে মারা যাবে! বুঝিয়ে বল না, দিন কতক পরেই না হয় মরবে! কি রোগটা তার?

বিহারী। কবিরাজ তো বলেন যক্ষা!—

কামাখ্যা। আঁ্যা! যক্ষা! আঁ্যা বল কি বেহারী, আমার বাড়ীতে যক্ষা—এ তোমাদের বড় অন্যায়। আমি ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। এদিকে টাকা চাচ্ছে—এদিকে আবার যক্ষা! আমায় ধনে-প্রাণে মারবে নাকি বেহারী। (প্রস্থানোদ্যত)

বিহারী। চ'লে যাচ্ছেন যে?

কামাখ্যা। না না আসছি, গিন্নী ডাকছেন একবার শুনে আসি—

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। কেমন বেহারীদা তোমায় বলছিলাম না, বিয়ে আমার হবে না ও চেষ্টা ক'রো না! টাকার আশা তুমি ছেড়ে দাও, কর্ত্তাটিকে তো দেখ্‌লে? গিন্নীর হাতের তৈরী কর্ত্তা, সুতরাং গিন্নীটী কেমন, একবার মনে মনে বুঝে দেখ! সিন্দুকের চাবি তাঁর আঁচলে, ওই বুঝি আস্‌ছে।—

(প্রস্থান)

(কামাখ্যার পুনঃ প্রবেশ)

কামাখ্যা। গিন্নীকে বল্‌লাম, তিনি ভয়ানক রেগে উঠলেন! ব'ল্‌লেন তোমার ভাগ্নির বিয়েতে পার তুমি ধার ক'রে—খরচ করগে! আমি নাবালোকের মা, আমি এ টাকায় হাত দিতে দেব না!—

বিহারী। আপনাদের টাকা কেউ খরচ ক'রতে ব'ল্‌ছে না। আমার বাবুর টাকা—তাঁর দৌহিত্রীর মেয়ের বিয়েতে খরচ হবে—এতে কার কি আপত্তি ক'রবার আছে?

কামাখ্যা। তোমার বাবু বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে সে ব্যবস্থা ক'রলে কারও আপত্তি করার কিছু থাকতো না, কিন্তু এখন সে টাকা সব আমার।

বিহারী। তা জানি—সেই জন্যই ব'ল্‌ছি—তাঁর সম্পত্তি যিনি ভোগ করবেন, মেয়ের ভাল বিয়ে দিতে তিনি বাধ্য।

কামাখ্যা। তাই নাকি—কিন্তু কই—আইন তো সে কথা বলে না।

বিহারী। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) গিন্নী ঠাক্‌রুণের মুখে বুঝি আইনের ব্যাখ্যা শুনে এলেন?

কামাখ্যা। কি ব'ল্‌ছো বিজির বিজির ক'রে—শাপ দিচ্ছ নাকি?

বিহারী। না—আইনে বলুক আর নাই বলুক—ধর্ম্মে বলে তো ?

কামাখ্যা। ধর্ম্ম ; কাউকে নিজের হক্ ছাড়তে বলে না।

বিহারী। ওঃ।

কামাখ্যা। হ্যাঁ—আর শোন, সৌদামিনীকে একবার ওদের কাছে পাঠিয়ে দাও না। তিনি ব'ল্‌ছিলেন, টাকাকড়ি খরচের দরকার কি—তাঁর হাতে খাসা পাত্র আছে—একটী পয়সা লাগ্‌বে না—

বিহারী। পাত্রটী কে—শুনি

কামাখ্যা। সে আমি জানিনে—গিন্নি ব'ল্‌ছিলেন।

(প্রস্থান)

বিহারী। (ক্রোধ দমন ক'রে) আচ্ছা—

(প্রস্থান)

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। বেহারীদা—(অন্যদিক দিয়া ময়দাহস্তে পতিতপাবনী)

পতিতপাবনী। রাতদিন বেহারীদা—বেহারীদা—! তুমি সোমত্ত মেয়ে—অত পুরুষ-ঘেঁষা তো ভাল নয় এ বয়সে !

অপর্ণা। বেহারীদার থেকে আপনার লোক এ বাড়ীতে আর কেউ আমার নেই।

পতিতপাবনী। ওমা—সে আবার কি কথা—ছিঃ !

(অপর্ণা পতিতপাবনীর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।)

পতিতপাবনী। বলি—শুন্‌ছো গা মেয়ে ! নাত্‌নী তো ব'লতে পারিনে—আজ বাদে কাল যখন ব্যাটার বৌ হবে।—শুন্‌ছ, দেখ বেশ মুচ্‌মুচে ক'রে ময়ান দিয়ে এই ময়দা কটি মেখে, বড় বড় ফুলো ক'রে, খানকতক লুচি ভেজে দাও দিকিনি। আমরা কয় মায়ে ঝিয়ে খাব—আর ওর থেকে চারখানা—একটী রেকাবীতে ক'রে আমার কেষ্ট-ধনকে তুমি নিজে হাতে দিয়ে এস বাছা। মানুষ যত্নের বশ—বুঝেছ

মা! এই বিয়ে তো হ'চ্ছে না—থুবড়ো হ'য়ে র'য়েছো—ওর যদি মনে ধরে, যদি সুনজরে পড়—চাই কি—এই মাসেই—

(রাগে অপর্ণার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল—যাইবার জন্য সে মুখ ফিরাইল।)

পতিতপাবনী। বলি ওগো শুন্‌ছো গো!

অপর্ণা! মার কাছ থেকে এসে শুন্‌ছি।

(প্রস্থান)

পতিতপাবনী। "বলে কাঁচায় না নোয়াও বাঁশ—
পাক্‌লে করে ট্যাঁস্ ট্যাঁস্।"

অধর্ম্মের ভোগ আর কি!

(ধুঁকিতে ধুঁকিতে সৌদামিনীর প্রবেশ)

পতিতপাবনী। ছেলেপিলের বাড়ী তুমি রুগী মানুষ—তুমি আর এর মধ্যে এলে কেনে! ছিলে তো বেশ এক পাশে প'ড়ে।

সৌদামিনী। [redacted] দুটো কথা আছে।

পতিতপাবনী। থাক্—থাক্—তুমি আর ভিতরে যেওনা বাছা—[redacted] এইখানেই থাকুন [redacted]। মা গো মা—অধর্ম্মের ভোগ আর কি!

(প্রস্থান)

অপর্ণা। মা—এখানে বসো—তোমার গা কাঁপছে। বেহারীদার মাথা খারাপ হ'য়েছে—তোমারও কি তাই? কেন শুধু শুধু এদের খোসামোদ ক'রছো, এরা কি মানুষ!

(আন্নী, বিন্নী, কাদম্বিনী ও মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী। [redacted] আমি তোমার হাতে ধরে ব'ল্‌ছি। অনেক চেষ্টা ক'রে পছন্দ মত পাত্রটী পাওয়া গেছে—এই দিনে বিয়ে না দিলে সম্বন্ধ ভেঙে যাবে।

[redacted] বিয়ে ভাঙার জন্যে তুমি এত ভাবনা ক'র্‌ছ কেন ঠাকুরঝি? আমার সন্ধানে খুব ভাল পাত্তর আছে। আর তোমার একটী পয়সা খরচ নেই।

সৌদামিনী। আজকের দিনে তা' কি কখনো হয় বৌ? বিশেষ—আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেছে। এ সম্বন্ধ ভাঙলে লজ্জা অপযশের পরিসীমা থাক্‌বে না।

[redacted]। না; পরিসীমা থাক্‌বে না! তুমি যদি সস্তায় ভাল পাত্তর পাও—যাক্ তোমায় ভেঙেই বলি [redacted], পাত্র আমার [redacted] কেষ্টধন—খাসা ছেলে। গত ভাদ্দরে বৌ মারা গেছে। তোমার মেয়েকে দেখে ওর ভারি পছন্দ হ'য়েছে।

সৌদামিনী। [redacted]—কেষ্ট ওর সম্পর্কে মামা—ও সম্বন্ধ কি চলে? আমি জোড় হাত ক'রে ভিক্ষে চাইছি। [redacted]—দয়া কর—দুঃখিনীর মুখ [redacted]—তোমার অনেক হ'য়েছে—ভাব থেকে—। (পাত্র দুঃস্থান)

ক্ষান্তমণি। তা বৈ কি! সবাই নিজের কোলেই ঝোল টানে। তুমি অমন ক'রে আমায় অনেক হওয়ার খোঁটা দিও না যখন-তখন। জানি—জানি—আমার হিংসেয—তোমার বুকের ভিতর আগুন জ্বল্‌ছে। তা কি ক'রবে বল? তোমার আর জন্মের তপিস্যে নেই, আমার আছে, ভাগ্নির বিয়েতে কে কবে ঘরের টাকা খরচ করে ভাই! তোমায় হিত কথা বল্‌লাম—তোমার পছন্দ হলো না—আমি আর কি ক'রবো? এখনো ভেবে দেখ—

(কন্যাগণসহ ক্ষান্তমণির প্রস্থান)

অপর্ণা। তোমায় তো ব'লেছিলাম মা—কিছু হবে না—পাষাণে মাথা খুঁড়লে কি পাষাণের দয়া হয়? এরা কি মানুষ!

সৌদামিনী। মনের ভুল মা। এখন তো আর উপরে উঠতে পারবো না—ঐ বারান্দায় একটা মাদুর পেতে দেমা—

অপর্ণা। আমার হাত ধরে এস মা। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে আবার বুড়ীটে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রবে।

সৌদামিনী। দাদাবাবু এইবার তুমি আমায় জব্দ ক'রেছো বটে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পতিতপাবনীর প্রবেশ)

পতিতপাবনী। এ্যা—ছু'য়ে নে পেতো, সব একাকার ক'রলে দেখ্‌ছি। কি ঘেন্না মা—একটু বিবেচনা নেই! তুই বুড়ো মাগী—ম'রতে বসেছিস্—তোর এই কাণ্ড। ভাল অধর্ম্মের ভোগেই পড়েছি মা।

(গঙ্গা জল ছিটাইয়া দিল)

গঙ্গা গঙ্গা—গঙ্গা গঙ্গা—গঙ্গা গঙ্গা—

পতিতপাবনী। কই—ময়দা ক'টা মাখলে বাছা!—এখুনি যে ছেলে-মেয়েরা ক্ষিদে ক্ষিদে ক'রবে?—

অপর্ণা। এইবার যাচ্ছি, মাকে শুইয়ে দিইছি!

পতিতপাবনী। কোথায় আবার তাকে শুইয়ে দিলে বাছা! রান্নাঘরের পাশে নাকি? না, তোমাদের সব তাতেই আদিকৃখেতা! ওই যাচ্ছেতাই রোগ—

অপর্ণা। (প্রবেশ করিয়া) যাচ্ছেতাই রোগ তা কি হ'য়েছে! আপনারা কেউ তো কাছে যান না।

পতিতপাবনী। হাওয়া তো গায়ে লাগে! যাও, কাপড় ছেড়ে যেমন ব'লেছি তেমনি ক'রে লুচি কখানা ভেজে রাখ।—

(অপর্ণার প্রস্থান)

রসো আগে সাতটা পাক হ'য়ে যাক্—ব্যাটার বউ আগে হও, তখন বুঝে নেব, ও তেজ দু'দিনে যাবে!

(ক্ষান্তমণির প্রবেশ)

মাগীটে তোকে কি ব'লছিলরে ক্ষান্ত?

ক্ষান্তমণি। মেয়েব বিয়েব ট্যাকা দাও, রস দেখ না?

পতিতপাবনী। কেন, আমার কেষ্টকে বুঝি পছন্দ হ'ল না!—

ক্ষান্তমণি। না—

পতিতপাবনী। ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর্—ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর্!

ক্ষান্তমণি। তুমি দেখনা মা আমি কি করি? ক্ষ্যান্তি বাম্‌নি যখন যা ধরে, বেম্মার বেটা বিষ্টু এসে 'না' ক'রতে পারে না। বিয়ে না দেওয়া অমনি প'ড়ে রয়েছে কি না?—

পতিতপাবনী। এক বাড়ীতে ঐ ভয়ানক রুগী—তুমি যে কি ক'রে রাখ্‌তে দিয়েছ বাছা, তা আমি বুঝিনে—তোমার এই চারিধারে সব কাচ্ছা-বাচ্ছা—আর ওই ছোঁয়াচে রোগ!

ক্ষান্তমণি। ভাল মুখে বিয়েটায় রাজী হয়, তারই জন্যে এদ্দিন কিছু বলিনি। এখন হবে—যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর।

পতিতপাবনী। বার' বাড়ীতে জায়গা ক'রে দাও বাছা—বার' বাড়ীতে জায়গা ক'রে দাও।

(কেষ্টধনের প্রবেশ)

কেষ্ট। (সুরে) 'রাজকুমারী হাতে ধরি প্রাণে'—

ক্ষান্তমণি। আমাদের কেষ্টর খাসা গলাটা।

কেষ্ট। (জোরে জোরে) বিদ্যে সুন্দরের দল করেছি আমি—তোমার এখানে

একদিন গেয়ে যাব। বাঁড়ুয্যে মশায়কে ব'লো—দশ টাকা খরচ। ~~কিছু খাবার টাবার মিলবেক গো—দিদি তোমাদের বাড়ী?~~

~~ক্ষান্তমণি।~~ একটু বোস্‌না [redacted] —তোর বৌ লুচি ভাজবে, ত্ব'খানা খেয়ে যাবি।

কেষ্ট। (সুরে) যে জন্যে হ'য়েছে বেলা—

(কামাখ্যা চরণের প্রবেশ)

কামাখ্যা। কেমন হে কেষ্টধন—জায়গাটা কিরূপ লাগছে হে?

কেষ্ট। বুঝলে বাঁড়ুয্যে, তোমার বৈঠকখানায় একটা হারমোনিয়ম্ আর একজোড়া বাঁয়া তব্‌লা আনা করাও হে। ভদ্দর লোকজন এলে কি ব'লবে?

কামাখ্যা। তা তুমিই আনাওনা নিজে—

কেষ্ট। আচ্ছা।

(প্রস্থানোদ্যত)

ক্ষান্তমণি। শোন—

কামাখ্যা। কি?

ক্ষান্তমণি। মা ব'লছিলো—ঠাকুর ঝির এই কঠিন ব্যায়রাম—ওকে এই একবাড়ীতে রাখাতো ঠিক নয়।

কামাখ্যা। নয়তো জানি—কিন্তু তাড়িয়েই বা এখন দিচ্ছি কোথায়? কোন চুলোয় তো কেউ নেই।

ক্ষান্তমণি। তা আমরা কি জানি—? বাইরের ঐ অতিথিশালার ঘরে গিয়ে থাকুক না।

কামাখ্যা। তা বেশ তো— তুমিই তাই ব'লে দাও।

ক্ষান্তমণি। আমি ব'লে দেব কেন—তোমার বাড়ী, তুমিই ব'লে দাও।

কামাখ্যা। আমি —আমি—

ক্ষান্তমণি। ওই বেহারী ড্যাক্‌রাকে ডেকে ব'লে দাও—

কামাখ্যা। বেহারীকে ?

ক্ষান্তমণি। সে তোমার চাকব—না তুমি তার চাকব ? আর যদি না পার, আমার শাড়ী প'রে অন্দরে ব'সে থাক—আমি সদরে গিয়ে বৈঠকখানায় ব'স্‌ছি। গা জ্বালা করে— (প্রস্থান)

কামাখ্যা। আচ্ছা যাচ্ছি—যাচ্ছি—বেহারী বেটাকেই বলি—বেটা আমায় দু'চোখে দেখ্‌তে পারে না। (প্রস্থান)

(পতিতপাবনার প্রবেশ)

কেষ্ট। কই মা—তোমাদেব লুচি-টুচি তোমবা খেয়ো রাতে—আমায় দু'টি মুড়ি-টুড়ি এনে দাওনা—

পতিতপাবনী। না না—এতক্ষণ হ'য়ে গেল'—ব'লেছি—কখন। বলি ওগো ও মেয়ে !

(অপর্ণা ঘোমটা দিয়ে আসিল)

আবাব ঘোমটা কেন বাছা ? এখনো তো বিয়ে হয় নি বাপু—আগে থাক্‌তে অত লজ্জা কিসেব ?

কেষ্ট! অমন কথা বলো না মা। বিয়ের আগে কি চ'খোচোখী হওয়া ভাল ? তবে আব শুভকালে শুভ-দৃষ্টি হয় কেন ?

(অন্যদিকে মুখ লুকাইয়া সুরে) "কথা রাখ, চেয়ে দেখ—আমার আজকে কেমন মালাগাঁথা।"

পতিতপাবনী। রাখ্‌ রাখ্‌, আমায় আবার শেখানো হ'চ্ছে ! তা হ্যাঁগা, ময়দা কটা ভাজা হ'ল।

অপর্ণা। মেখে রেখেছি—এখনো বেলা হয়নি, ভাত চড়িয়েছি !

পতিতপাবনী। ভাত চড়িয়েছ? সিদ্ধ চালের ভাত, এক ঘণ্টার উপর ফুটবে, তারপর লুচি হবে।

অপর্ণা। সন্ধ্যে হ'লে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো যে ভাত ভাত ক'রে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুল্‌বে। আপনার তো দু'দণ্ড পরে হ'লেও চল্‌বে!

পতিতপাবনী। হ'লে আমার কেষ্টধন দু'খানা খেতো?

কেষ্ট। তা হোক্ না মা, অত তাড়া কিসের?

পতিতপাবনী। তুই তো বল্লি খিদে পেয়েছে!

কেষ্ট। তা হোক, উনি ছেলে মানুষ, ওনার কষ্ট হবে, তা যাওগা ভাল-মানুষের মেয়ে, তুমি লুচি বেলগে, হ'লে, দু'খানা দিও, তোমার হাতের জিনিষ দুখানা খেয়ে দেখবোখন:—

(সুরে) "কলঙ্কেতে ভয় ক'রোনা বিধুমুখী"

(প্রস্থান)

পতিতপাবনী। তা হ্যাঁগা, তুমি কেমন ধারা বে-আক্কেলে মেয়ে বাছা—ঝিয়ে দিলে এতদিন সাত ছেলের মা হ'চ্ছে, শরীরে একটুও কি আক্কেলের নাম গন্ধও থাক্‌তে নেই? মাকে ছুঁয়ে এসে সেই কাপড়েই হেঁসেলে গেলে!

অপর্ণা। আমি কাপড় ছেড়েছি, আগে পরেছিলেম ফুল পেড়ে, এই দেখুন এখানা কোকিল পেড়ে—

পতিতপাবনী। অধর্ম্মের ভোগ আর কি, এ যে জ্যান্ত মাছে পোকা পাড়ান—কখন আবার কাপড় ছাড়লে তুমি, এই কাপড়ই তো প'রেছিলে!—

অপর্ণা। এ কাপড় সকালে প'রেছিলুম, তারপর এই পরলুম!—

পতিতপাবনী। মিছে কথা ব'লোনা বাছা—

অপর্ণা। আমার মিছে কথা বলা অভ্যাস নেই।

(কেষ্টধনের প্রবেশ ও মায়ের রকম দেখিয়া শুধু কথাটী বলিয়া প্রস্থান)

কেষ্ট। আহা মা, কেন ভালোমানুষের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'চ্ছ ?—
(সুরে)—যে যা বলে স'য়ে থেকো—
হোয়ে আমার দুখের দুখী !

পতিতপাবনী। কোথায় গেলরে খ্যাংরা গাছাটা ? অলপ্পেয়ের আবার ফোড়ন কাটা হ'চ্ছে ! বলি, আবার ওদিকে কোথায় যাও দুম্ দুম ক'রে—

অপর্ণা। মা বড় কাশ্‌ছেন, একবার দেখে আসি !

(প্রস্থান)

পতিতপাবনী। মাগো মা ! কি অধর্ম্মের ভোগেই প'ড়েছি, আবার চ'ল্লো সেই পুঁজ রক্ত ঘাট্‌তে !—

(ক্ষ্যান্তমণির প্রবেশ)

ক্ষ্যান্তমণি। কি মা কি, অত বক্ বক্ ক'রছিস্ কেন ?

পতিতপাবনী। তোমার গুণের ভাগ্নী—কিছুতেই কি একটা কথা কানে তুলবে ?—এত ক'রে মানা কন্নু যে আবাগীর বেটী রাঁধবার সময় যাসনি মায়ের কাছে। তা কিছুতে কি শুনলো আমার কথা ! বন্নু লুচি কখানা ভেজে দে মা, তা নে বলি ঠসক দিয়ে দিয়ে বেড়ানো হ'চ্ছে আভাগীর !

[redacted]। বের কচ্ছি ঠসক্ দিয়ে বেড়ানো—গেল কোথা সে হারাম-জাদী—

(অপর্ণার বেগে প্রবেশ)

অপর্ণা। এই যে আপনার সাম্‌নে ! [redacted] এসেছেন কোমর বেঁধে !

কি করবেন আমার? নাক কেটে নেবেন, না মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেবেন?

পতিতাপাবনী। শুন্‌লে, শুন্‌লে, আস্পদ্দার কথা—শুন্‌লে [illegible]! ওবেলা এত ক'রে বল্লু আমার বেষ্টধনকে দুটো ভাত দিয়ে যা মা—কিছুতে শুন্‌লো? এ বেলা লুচি কখানা ভাজতে বললাম, তা কিছুতেই কি ভাজলো? এতবড় বজ্জাত, হারামজাদা মেয়ে, আমি বাপের জন্মে কখনো দেখিনি!

অপর্ণা। মুখ সাম্‌লে কথা ব'ল্‌বেন, যা ব'লতে হয় আমায় বলবেন, বাপ মা তুলে কথা ব'লবেন না।

(কেষ্টধনের পুনঃ প্রবেশ)

কেষ্ট। ওমা, ও [illegible]! সকাল থেকে ভালমানুষের মেয়েটাকে কেন অত ক'রে বক্‌ছিস! খাটছেই তো সোনাহেন মুখ ক'রে। কেবল আমায় একটু নজ্জা করে, তা করবে না গা, বলি সম্বন্ধটা কি চলেছে ভিতরে ভিতরে!

পতিতপাবনী। ওঃ, লজ্জাবতী লতা আমার? দাঁড়াওনা একবার, মন্তর কটা পড়া হ'য়ে যাক্। তখন উঠ্‌তে ঝাঁটা, ব'সতে ঝাঁটা।

অপর্ণা। ঝাঁটা আপনাদের যত সস্তা— মানুষের পিট্ তত সস্তা নয়—

(অপর্ণার প্রস্থান)

কেষ্টধন। ঠিকই তো, ঠিকই তো, আপনি হক্ কথা বলেছেন—ভাল-মানুষের মেয়ে।—

পতিতপাবনী। আমার সুমুখ থেকে বেরিয়ে যা ব'লছি কেষ্টা। বামুনের ঘরে গণ্ডমূর্খু। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি, দু'দিনে সায়েস্তা হবে। আগের মেজে-বৌটাকে কি কম কষ্টে শুধ্‌রেছিলাম!

হুঁড়কোকে হুঁড়কো পিটে গুড়ো হয়ে গেছে, তবে বৌ ভব্যি হয়েছে, এর কপালেও সেই হুঁড়কো নাচ্ছে।

কেষ্টধন। সে বৌটাকে হুঁড়কোর বাড়ি মেরেই একরকম মেরে ফেলেছ, তার পরেই তো সর্ব্বশরীর ফুলে জ্বর হ'ল। একে আমি মারতে দেব না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি—

পতিতপাবনী। বটেরে ড্যাকরা হতচ্ছাড়া! না, মারবো না! তোর দোজপক্ষের সোহাগী বউকে টাটে বসিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে পুজো ক'রবো! আধোয়া খেংরা মেরে দু'দিনে ঢিট করবো। ঐ এক-রত্তি মেয়ে কিনা আমায় বলে, মুখ সামলাতে, অমন মুখ নোড়া দিয়ে ছেঁচ্তে হয় না।—

কেষ্ট। ওর মুখ যদি আবার তুমি নোড়া দিয়ে ছেঁচ মা—তা হ'লে কিন্তু এস্পার কি ওস্পার হ'য়ে যাবে। কেষ্টধন মুখুর্য্যে আছে তো বেশ ভাল মানুষ—রাগ্লে মুচির কুকুর—।

ক্ষ্যান্তমণি। নে নে থাম্! মার সঙ্গে ঝগড়া করে না—যাও মা, দেখে এস রান্না ঘরে, এতক্ষণ লুচি হ'য়েছে, ওর ক্ষিদে লেগেছে—

কেষ্ট। ক্ষিদে লাগুক আর নাই লাগুক্ দিদি, কোন কাজের জন্য ও ভালো মানুষের মেয়েকে কেউ কিন্তু কিছু ব'ল্তে পাবে না—!

পতিতপাবনী। না, ব'ল্তে পাবে না—তোর ভয়ে সবাই চুপ ক'রে থা'ক্বে অলপ্পেয়ে ড্যাক্রা, মুখপোড়া, হনুমান, বউয়ের ভেড়ুয়া—।

কেষ্ট। আমায় যা কিছু বল কথাটী কইবো না—কিন্তু ওনাকে যেই কিছু বলেছ, আমি দেবর লক্ষ্মণের মত রাবণের হাত থেকে মা জানকীর উদ্ধার করবো—!

পতিতপাবনী। (রান্না ঘরের দিকে গিয়া) বলি ও খেমটা নাচুনী লুচি ক'খানা হ'ল—?

(অপর্ণা বাহির হইল।)

অপর্ণা। না এখনো হয়নি। হাত অবসর পাইনি—।

পতিতপাবনী। বড় একরোকা মেয়ে তুমি। কতক্ষণ থেকে বল্‌ছি দু'খানা লুচি ভেজে দে এ তোমার হ'ল না, অতখানি গতর নিয়ে,গতরখাগীর গতরে শো! পোকা ধরেনা গা ?

অপর্ণা। (অগ্রসর হইয়া) বেহারি দা, বেহারি দা—

কেষ্টধন। সরকার মশাইতো নেই এখানে—কি ক'রতে হবে—আমায় বল্লে আমি এখনি—

অপর্ণা। শীগ্‌গির যাও বেহারীদাকে ডেকে নিয়ে এস —

(কেষ্টধনের প্রস্থান)

ক্ষান্তমণি। বোল্‌ ব'ল্‌তে "বেহারীদা"। আসুক না বেহারীদা। আমাদের ফাঁসীকাঠে লটকে দেবে !

(সৌদামিনী সেই সময় বিছানা হইতে উঠিয়া আসিলেন)

সৌদামিনী। ও অপি—অপি—! কি হ'য়েছে মা ? এত গণ্ডগোল কেন, চেঁচাচেঁচি কেন ? চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন ?

অপর্ণা। ওমা—তুমি কেন বিছানা থেকে উঠে এলে মা। বস, বস, এইখানে বস—।

সৌদামিনী। তুই কেন আবার ওঁর কথার জবাব দিলি। তোকে এই যে ব'লে দিলাম একটী কথা না ক'য়ে মুখটী বুজে কাজ করিস্‌ মা।—

অপর্ণা। আমি ত কথার উত্তর করবো না ভাবি—কিন্তু ওঁরা যে আমার মুখ দিয়ে উত্তর বার ক'রে তবে ছাড়েন। অন্যায় যে সইতে পারিনে মা—

(কামাখ্যা, বিহারী ও কেষ্টধনের প্রবেশ)

বিহারী। বেশ ক'রেছ তুমি অন্যায় সওনি—কেন অন্যায় সইবে দিদি—

সৌদামিনী। আজ কি নূতন বেহারী মামা—চিরকালই যে স'য়ে আস্‌ছি। একবার মনে ভেবে দেখ দেখি—কার বাড়ীতে আজ মায়ে ঝিয়ে চোরের মতন হ'য়ে আছি—

বিহারী। ঠিক ব'লেছো মা—আমিই বুঝতে পারিনি।

পতিতপাবনী। বিদেয় কর মা বিদেয় কর—সব ঝেটিয়ে বিদেয় কর, যত সব অধর্ম্মের ভোগ—

([redacted] পতিতপাবনীর প্রস্থান)

বিহারী। (কামাখ্যার প্রতি) দেখুন এত বড় অবিচারের আপনি যদি কোন প্রতিকার না করেন—

কামাখ্যা। বাড়ীর মধ্যে মেয়েদের ভিতর কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, তা তোমার মতন চাকর নফরের পক্ষে আলোচনা করা কি যুক্তিসঙ্গত বেহারী ?

বিহারী। আমি আপনার চাকর নই—এক পয়সা মাইনে আপনি আমায় এপর্য্যন্ত দেন নি—

কামাখ্যা। আমি তোমায় মাইনে না দিই, আমার ঠাকুরদা মশায় দিতেন— !

বিহারী। যাঁর ঠাকুরদা মশায়, তাঁকেই আজ আপনারা উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুলছেন। আমি তাঁর দাসানুদাস। তাঁকে দেবতা ব'লে জানতাম। কিন্তু তাঁরও আমি মাইনেকরা চাকর ছিলাম না। আমার কাছে সব খাতা পত্তর আছে—খুঁজে দেখুন। কোথাও বেহারী চক্রবর্ত্তীর নামে মাইনে হিসেবে এক পয়সাও খরচ নেই যাক্—সে কথা, যে

ঠাকুরদার দোহাই আপনি দিচ্ছেন—তার নাতনীর উপর এই যে নির্য্যাতন চ'লছে—এর কোন প্রতিকার হবে কি না? আমি আপনার কাছে তাই জানতে চাই—

সৌদামিনী। কি ক'চ্ছো বেহারী মামা—থাম—থাম—

কামাখ্যা। একে তোমার বড় বাড়াবাড়ি দেখছি, বেহারী! নির্য্যাতনটা কি হচ্ছে ওর উপর। মন্দ রোগ, পাঁচজনের সংসার তাই ব্যবস্থা হ'য়েছে অতিথিশালার ঘরে মায়ে ঝিয়ে আলাদা থাকবে—

বিহারী। অতিথিশালার ঘর? আজ দশ বছর সে-ঘরে মানুষ যায়নি। ওই রুগী আপনি সেইখানে রাখতে চান? সেখানে উনি বাঁচবেন?

কামাখ্যা। না বাঁচে ত আমি তার কি ক'রব—! একটা জ্ঞাতির মেয়ের জন্য আমায় কি সপুরী একগাড় হ'তে হবে নাকি?

সৌদামিনী। আমি সেখানেই থাকবো বেহারী মামা—কেন গণ্ডগোল ক'রছ? দেখতে পাচ্ছ না মামা—এ বিধাতার বিধান, এ বাড়ীতে অতিথিশালাই আমার ঠিক যায়গা—

বিহারী। চুপ কর মাঠাকরুণ! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রচি—এই শেষ কথা।

কামাখ্যা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই শেষ কথা;—আর শোন—এই চব্বিশে তারিখেই অপর্ণার বিয়ে—তোমরাও ব্যস্ত হ'য়েছ—আমরাও ব্যস্ত হ'য়েছি।

বিহারী। এখনো যদি টাকা বার করেন—আমি তাঁদের ব'লে কয়ে দেখতে পারি। বেহারী চক্রবর্ত্তী যদি মনে করতো তো একটী টাকাও আপনি পেতেন না—এ কথাটী ভুলে যাবেন না। কর্ত্তা মরবার সময় লোহার সিন্দুকের চাবি ছিল বেহারী চক্রবর্ত্তীর কাছে।

কামাখ্যা। টাকা কড়ির কথা নয় বেহারী, এ বিয়েতে টাকা দিতে হবে না।

বিহারী। টাকা নেবে না, এমন পাত্র আর কোথায় পাচ্ছি ?

কামাখ্যা। বরতো ঘরেই রয়েছে—ঐ তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে—আমাদের কেষ্ট—

কেষ্ট। আজ্ঞে হ্যাঁ—এই তো আমি—আমি ·· সরকার মশাই।

বিহারী। ওই হাবাতে গুলিখোরটার হাতে দেবার চেয়ে—আমি মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে ত্রিবেণীর জলে ভাসিয়ে দেব।

কেষ্ট। আমি তো গুলি খাইনে সরকার মশাই, গাঁজা খাই—

বিহারী। যাও—যাও—

কেষ্ট। গাঁজায় গলার জোর হয় খুব—জানেন না বুঝি ?

কামাখ্যা। ওর সঙ্গে বিয়ে না হ'লে আমার বাড়ীতে এদের জায়গা হবে না।

বিহারী। তোমার বাড়ী ? তোমার বাবা-কেলে বাড়ী কিনা ? আমি জোর করে এ-বাড়ীতে থাকতে পারি, কিন্তু থাকবো না।

কামাখ্যা। কি—আমার বাপ্ তুলিস ?

বিহারী। তুলি সাধে, তোমার বাঁতে! তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা তুমি রাঙ্গিকেবাড়ুয্যের দৌহিত্রীকে অতিথিশালায় রাখতে চাও ? দশটা টাকা একসঙ্গে কখনো দেখনি। আজ তোমার টাকার গরম হ'য়েছে!

সৌদামিনী। কা'কে বল্‌ছো বেহারীমামা, বুঝতে পাচ্ছনা এ আমার কপালের দাগ, কে খণ্ডাবে ?

বিহারী। হ্যাঁ—হ্যাঁ আচ্ছা। চল মা, তোমায় আজই আমি অন্য বাড়ীতে নিয়ে যাব, এখানে তোমার থাকা হবে না মা। এ ভিটেয়—অভিশাপ

আছে। তোমার বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন।—রাধিকে বাড়ুয্যের সম্পত্তি বারভূতে ওড়াবে—তবু তার নাতিনী এ বাড়ীতে এক মুঠো ভাত পাবে না। একটু মাথা গোঁজবার জায়গা পাবে না। ব্রহ্মবাক্য, তোমার বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল মা—দুঃখ করে কোন লাভ নেই। অপি, মাকে ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার গোড়ায় চ'লে এস—আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি— (প্রস্থান)

সৌদামিনী। দাদাবাবু! আমার ইচ্ছে হয়, আজকের এই ঘটনা তুমি দাঁড়িয়ে দে'খ্‌তে। বাবাকে অভিশাপ দিয়েছ, কখনো কি ভেবেছিলে যে, শাপ এমনি ক'বে ফ'লবে!

(অপর্ণা ও সৌদামিনীর ধীরে ধীরে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মদেশ

ইরাবতীর নদীর বুকের উপর সুন্দর একখানি লঞ্চ।

লঞ্চের ছাদে নির্ম্মল ও ধীরা,—পূর্ণিমা রাত্রি

সন্ধ্যা

(ধীরা গাহিতেছে)

তুমি কেমন, তুমি কেমন, ওগো তুমি কেমন!
তুমি কি গো তেম্‌নি ধারা, আমার প্রাণের ব্যথা যেমন।
কাছে আছো, পাশে থাকো—
তবু তোমায় চিনি নাকো,
পরশ তোমার লাগ্‌লো প্রাণে—
কেমন কোরে উঠ্‌লো যে মন॥
ধরি ধরি দাওনা ধরা—
কি যে ব্যথায় হৃদয় ভরা,
প্রাণের ভিতর যেমন দেখি—
সত্যি কি গো তুমি তেমন॥

নির্ম্মল। ধীরা—

ধীরা। কেন?—

নির্ম্মল। সাত দিন আমরা নদীতে বাস ক'রছি!—বাড়ীতে আমি তোমায় পাইনি, এখানে এসে মনে হ'চ্ছে, তোমায় পেয়েছি!—

ধীরা। আমি তো আমার সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে ঢেলে দিয়েছি—সেই প্রথম দিন থেকে, কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব সে কতটুকু।

নির্ম্মল। ও কথা আমি শুনতে চাই না ধীরা। আমি তোমায় ভালবাসি এ-কথা কি তুমি বিশ্বাস কর না, ধীরা—

ধীরা। আমায় ভালবাসার জন্য তুমি তো কম চেষ্টা করনি, কিন্তু তোমার মন তো তোমার নয়! আমি জানি, এই রকম এক নদীতীরে তিনি একা দাঁড়িয়ে তোমার আসার প্রতীক্ষায়।

নির্ম্মল। আমার কাছে অপর্ণার কথা শুনে এ তোমার কল্পনা ধীরা—

ধীরা। আমার কাছে সত্যও যতখানি সত্য, কল্পনাও ততখানি সত্য!—

~~নির্ম্মল। ও কে, তীরে কে একদৃষ্টে আমাদের নৌকোর দিকে চেয়ে~~

ধীরা। অপর্ণা—

নির্ম্মল। না না, তুমি পাগল হ'লে ধীরা?—অপর্ণা এখানে কেমন ক'রে আসবে?—কি আশ্চর্য্য লোকটা এই দিকেই আসছে। আমি একবার লোকটার সঙ্গে দেখা ক'রেই আসি, বোধ হয় চেনা লোক!

(উঠিলেন)

ধীরা। তুমি যাবে, আমায় একা ফেলে রেখে চলে যাবে তুমি? আমি যে একান্ত অসহায়, নিরুপায়! আমার তো আর কেউ নেই—

নির্ম্মল। ছিঃ ছিঃ ধীরা, কি বল্‌ছ তুমি? আমি এই আসছি!

(প্রস্থান)

ধীরা। আমি জানি, তুমি যাবে। সে-দিনের আর দেরীও নেই! হয়তো সে নিজে এসেছে তোমায় ধরে নিয়ে যেতে। না-হয় দূত পাঠিয়েছে—! দূত তো নারীর কান্না শোনে না! অমন যে কৃষ্ণ-ভক্ত অক্রুর—সেও শ্রীমতীর কান্নায় কান দেয় নি, অপর্ণার দূত কি ধীরার ব্যথা বুঝবে!—

(যতীশ্বরের প্রবেশ)

নির্ম্মল। আপনি কি আমায় কিছু, কি আশ্চর্য্য, আপনি—আপনি! আপনার নাম!

যতীশ্বর। দু'বছর পরে দেখা হ'লে চিনতে পারবে না, এতখানি পরিবর্ত্তন আমার হয়নি নিমুদা—

নির্ম্মল। যতি! সত্যিই তুমি! এখানে এভাবে তোমার দেখা পাব, এ-যে অভাবনীয়।

যতীশ্বর। অভাবনীয় ঘটনাও তো ঘটে থাকে জগতে। একটা উদাহরণ তুমি নিজে নিমুদা—বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগার অনেকে করে বিয়েও করে! কিন্তু তোমার মত আত্মীয়, স্বজন—স্বদেশ, কে ছেড়েছে বল?

নির্ম্মল। তা বটে, আমার এ পরিণাম একটু অভাবনীয় বটে!

যতীশ্বর। অভাবনীয় নয়? কি ক'রে আমাদের মায়া কাটালে?—

নির্ম্মল। তোমাদের মায়া কাটিয়েছি! কি জানি হয়তো কাটিয়েছি।

যতীশ্বর। তুমি যা ব'লবে সে তো জানি, শ্বশুরের মস্ত বড় কারবার—তার অংশীদার হ'য়েছো—কারবার দেখতে হ'চ্ছে, অফিস দেখতে হ'চ্ছে! সংসার দেখতে হ'চ্ছে! তার উপর Her Majestyর অনুমতি পাওয়া ভার!—

নির্ম্মল। হ্যাঁ, তা একরকম তাই বটে! তা তোমরা সবাই বেশ ভাল আছ? পিসে মহাশয়—পিসীমা! অন্য লোকজন!—

যতীশ্বর। মোটামুটি প্রাণগতিক সব একরকম ভাল। তা তিনি কোথায়? রেঙ্গুনে এসে মুরলীবাবুর খোঁজ ক'রে তোমার আস্তানা বার করলুম! সংবাদ পেলাম Mr. and Mrs. Chatterjee নৌবিহারে বেরিয়েছেন! আন্দাজে আন্দাজে এসে ঠিক ধরেছি তো। তারপর, তিনি কি সঙ্গেই আছেন নাকি?

নির্ম্মল। এস, Boat-এ এস। ধীরা আমার সঙ্গেই আছে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

যতীশ্বর। কিন্তু আমার যে কাল ভোরেই রেঙ্গুনে পৌঁছতে হবে!—

নির্ম্মল। রাত্রি ৯॥ টায় ট্রেণ—এস, ধীরার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।—

(দু'জনে নৌকায় উঠিলেন)

ধীরা—আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমার পিসতুতো ভাই যতীশ্বরের নাম আমার মুখে অনেকবার শুনেছ; এই সেই যতি সম্প্রতি ডাক্তারি পাশ ক'রেছে।—

যতীশ্বর। বৌদি নমস্কার, সম্পর্কে যদিও গুরুজন, কিন্তু আপনি বয়সে এত ছোট যে পায়ের ধুলো নিয়ে আপনাকে আর ব্যতিব্যস্ত ক'রবো না!—

ধীরা। (অতি ক্ষীণকণ্ঠে) নমস্কার, ভারি খুসি হ'লাম, আপনার গল্প অনেক শুনেছি।

যতীশ্বর। আচ্ছা বৌদি! এই মাত্র নিমুদাকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনি নিমুদাকে এরকম ভেড়া বানিয়ে তুললেন কি করে, বলুন তো?

ও যে একেবারে আমাদের ভুলে গেল ? কবিরা যে কটাক্ষ-ফুলশরের কথা ব'লে থাকে এ তাই, না অন্য কোন রকম মন্ত্র আছে ?

নির্ম্মল। ছিঃ যতি, কি ব'কছো ছেলেমানুষের মত !

যতীশ্বর। তুমি চুপ্ কর না দাদা—আসামীকে আজ সাম্‌না-সাম্‌নি পেয়েছি, আমি সহজে ছাড়বো কিনা ? ব'লতে হবে বৌদি !

ধীরা। তা হ'লে আমি ক্ষমার মাকে ডেকে দেইগে—ঠাকুরপোর খাবার যোগাড় ক'রে দিক্—

নির্ম্মল। আচ্ছা, তাই ডেকে দাও—

(ধীরার প্রস্থান।)

যতীশ্বর। ব্যাপার কি নিমুদা ! কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হ'ল, আমি ঠিক্ ধরতে পারছিনি।

নির্ম্মল। আমার স্ত্রী অন্ধ।

যতীশ্বর। তোমার স্ত্রী অন্ধ ? আমি কি বর্ব্বর—তাঁকেই আমি কিনা কটাক্ষ-ফুলশরের উপমা দিয়ে বিদ্রূপ ক'রলাম—ভাল ক'রে আলাপ হ'বার আগেই ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি আমায় আগে বলনি কেন ?—

নির্ম্মল। তুমি তো ইচ্ছে ক'রে ব্যঙ্গ করোনি যতি ! না জেনেই ব'লেছো, ধীরাও তা বুঝতে পেরেছে।

যতীশ্বর। তাইতো নিমুদা, তোমার স্ত্রী অন্ধ। মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল ! একটি প্রশ্ন তোমায় ক'রবো দাদা, রাগ ক'রবে না ?

নির্ম্মল। প্রশ্ন কর যতি। আমি জানি, তুমি কি ব'লবে !

যতীশ্বর। জান আর নাই জান দাদা ! কিন্তু টাকাই কি সংসারে এত বড়, যে তার জন্য—জীবনে যা কিছু সুখ শান্তি সব ছাড়তে হ'বে ! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ তুমি কি ক'রেছ নিমুদা !

নির্ম্মল। বুঝ, তোমার আরো কি ব'লবার আছে ?

যতীশ্বর। তুমি সোণা ফেলে দিযে কাঁচের মালা গলায় প'রলে? টাকার লোভে অপর্ণাব মত মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে—এক বড়লোক বাপের অন্ধ মেয়েকে বিয়ে ক'রলে।

নির্মল। যদি বলি, আমি ধীবাকে ভালবাসি।

যতীশ্বর। আমি বিশ্বাস কবিনে।

(ক্ষমার মার জলখাবার লইয়া প্রবেশ)

ক্ষমাব মা। জামাই বাবু, জলখাবাব এনেছি।—

নির্মল। দাও, জলখাবার খাও যতি।

যতীশ্বর। আমার ভাল লাগছে না কিছু। এতদিন আমি ভেবেছিলাম তুমি ভাগ্যবান। শ্বশুবেব সম্পত্তি পেয়েছো। মনের মত সুন্দবী স্ত্রী পেয়েছো। এখন দেখ'ছি তা নয়, তুমি নিজেকে বিক্রি ক'রেছ।

নির্মল। তুমি বড্ড বেশী উত্তেজিত হ'চ্ছ যতি।

যতীশ্বর। উত্তেজিত হবাব কাবণ কি নেই— নিমুদা।

~~নির্মল। আছে বৈ'কি।~~

~~যতীশ্বর। চল, আমরা একটু বাইরে থাকে বেড়াতে বেড়াতে কথা কই।~~

নির্মল। চল, তাই যাই। ক্ষমাব মা, ধীবাকে ব'লো আমবা একটু নিকটেই আছি।

(উভয়ে নামিয়া গেলেন)

যতীশ্বব। সত্যি ব'লছি নিমুদা, এ তুমি কি কবলে? কি জানি, সামনে অনেক টাকা ধবে লোভ দেখায়নি কেউ, কিন্তু আমি বোধ হয়— পাবতেম না।

নির্মল। যতি, তুমি যাবার সময় আমাকে খুব একচোট গালাগাল দিও তাবপব—গাড়িতে, জাহাজে, ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে, যতপার আমা ~~দুর্ণাম ক'রো। এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো, তার উত্তর দাও~~

যতীশ্বর। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর—

নির্ম্মল। অপর্ণা এবং তার মা এখন কোথায়, জান? তাঁরা কেমন আছেন!

যতীশ্বর। সে কথা জেনে তোমার লাভ?

নির্ম্মল। শুধু কৌতূহল!

যতীশ্বর। একটা বছর তারা তোমার আশায় আশায় ছিল! কোথাও অপর্ণার বিয়ের চেষ্টা বামুন মাসী করেননি! তারপর তোমার এই খবর পাওয়ায় একেবারেই ভেঙে প'ড়লেন, তারপরই গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন!—

র্ম্মল। হু, আজকালকার কোন খবর জান?—

শ্বর। অনেক'দিন কোন খবর পাইনি এখানে আসার দিন পনের আগে আমি নিজেই খোঁজ করি; শুনলাম—বামুন মাসী তাঁর মেয়েকে নিয়ে তাঁর মামার বাড়ীতে আছেন!

ল। সে কোথায়?

শ্বর। ঐ হুগলী জেলাতেই বাকুলে ব'লে একখানা গাঁয়ে! এখন সেখানেও তাঁরা নেই—তাঁর দাদামশায় মারা গেছেন! সম্পত্তি পেয়েছে এক জ্ঞাতি ভাই। তারা ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে! বামুন মাসীর মরণাপন্ন অবস্থা, তাঁর দাদামশায়ের একজন গোমস্তা ছিল— বেহারী চক্রবর্ত্তী নাম! শুনলাম বাহান্ন বড় ভাল, মা মেয়েকে উনিই খেতে প'রতে দিচ্ছেন! ত্রিবেণীতে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে আছেন! অপর্ণার আজও বিয়ে হয়নি! বামুন মাসীর [illegible] অবস্থা—এতদিন বোধহয় মারা গেছেন!

র্ম্মল। এদের এই পরিণামের জন্য আমি কিছু দায়ী—

শ্বর। আর অপর্ণা,—তাকেও দেখলাম, যতিদা ব'লে নিকটে এসে

দাঁড়ালো! মুখে একটু ম্লান হাসি—! [redacted]ই একটি কথা ব'ল্লে বুঝলাম, তোমায় ভোলেনি। আমার মনে হ'লো, নিজের অন্তরে সে একান্তভাবে বিশ্বাস ক'রে—তুমি তাকে গ্রহণ কর, আর না কর—সে তোমার স্ত্রী!—

নির্ম্মল। ও কথা যাক্ যতি! অপর্ণার কথা আর ব'লোনা!

যতীশ্বর। নিমুদা, তুমি সুখী নও! আমি ব'লছি, কেন এ কাজ ক'রলে?—

নির্ম্মল। আমি ধীরাকে ভালবাসি, ধীরাকে শ্রদ্ধা করি—ধীরাকে সুখী ক'রবো ব'লে!—

নির্মল। ধীরা এইদিকে এস যতি দেখা ক'রবে ও এখনি রওনা হ'চ্ছে!

(ধীরা আসিল)

যতীশ্বর। বৌদি আমি জানতেম না—না জেনেই আপনাকে ব্যথা দিয়েছি পারেন তো ক্ষমা ক'রবেন!

ধীরা। তুমি যে জানতে না, সে আমি তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি ঠাকুর পো! কিন্তু তুমি কি এখনই চলে যাবে?

যতীশ্বর। আমার ভোরেই রেঙ্গুনে পৌছান দরকার, দুই একদিন আপনার অতিথি হবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু উপায় নেই!—যদি কখনো দাদা আপনাকে নিয়ে দেশে যান—দেখা হবে!

ধীরা। আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়, তোমাদের সবাইয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রতে ইচ্ছে হয়! কিন্তু তোমরা কি কেউ আমায় ক্ষমা ক'রতে পারবে—তোমরা ভাববে আমি তোমার দাদাকে আটকে রেখেছি! তাঁর জীবন ব্যর্থ ক'রেছি! এই লজ্জায় আমি স্বামীর কোন আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখাতে সাহস পাই না!

নির্মল। বৌদি পায়ের ধুলো দিন, আসি তাহ'লে, আপনার মুখের দুটী কথা শুনলাম, সে কথা ভুলবার নয়।—

নির্মল। পত্র লিখ যতি—

যতীশ্বর। আচ্ছা লিখবো—

(যতির প্রস্থান)

ধীরা। অপর্ণার কথা কি ব'ল্লে ঠাকুরপো! তাঁরা কেমন আছেন?

নির্মল। অপর্ণার মা মৃত্যুশয্যায়!

ধীরা। নিশ্চয়ই অপর্ণার আজও বিয়ে হয়নি! এখনও তিনি তোমার অপেক্ষায় আছেন!

নির্মল। তুমি অন্য কথা বল ধীরা, অপর্ণার কথায় কাজ নেই।—

ধীরা। কিন্তু আমার যে আজ অপর্ণার কথাই ব'লতে ইচ্ছে হচ্ছে!—

নির্ম্মল। না, না, ধীরা—

ধীরা। শোন! আমার কথা উড়িয়ে দিয়ো না, তুমি আমায় অপর্ণার কাছে নিয়ে চল! সেখানে গিয়ে তুমি অপর্ণাকে বিয়ে কর! তাতে আমিও সুখী হব।

নির্ম্মল। কেন তুমি নিজেকে অযোগ্য মনে করে এত দুঃখ পাচ্ছ ধীরা? আমি দেখ্‌তে পাই, তুমি পাওনা—এই তো তোমায় আমায় প্রভেদ! এর জন্য যদি তুমি সদাই অসুখী হ'য়ে থাক, আমি তোমায় সত্যি বল্‌ছি ধীরা আমিও তোমার মত অন্ধ হব!

ধীরা। আমার মনের একান্ত সাধ তুমি অপর্ণাকে বিয়ে কর—এ কথা কি তুমি কিছুতেই বিশ্বাস, ক'রতে পার না?—

নির্ম্মল। তোমার বিশ্বাস, আমি তোমায় ভালবাসি না!

ধীরা। না, আমার তা বিশ্বাস নয়, অপর্ণা তোমার, সে কেন তোমায় পাবে না? আমি নিশ্চিত জানি, সে আমায় বড় বোনের মত যত্ন ক'রবে! সে যে আমার কত প্রিয়, তা কি তুমি বুঝতে পার না!

নির্ম্মল। ধীরা, ধীরা—

ধীরা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার এই সাধটী পূর্ণ কর—

নির্ম্মল। আমি তা পারি না ধীরা, তোমার বাবার কাছে আমি সত্য ক'রেছি।—

অপর্ণা। তুমি কি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পার না, তুমি অপর্ণাকে বিয়ে ক'রলে আমি সুখী হব?

নির্ম্মল। তোমার কোনো কথা আমি অবিশ্বাস করি না ধীরা। সতীনকে ভালবাসার মত মনের জোর তোমার আছে! কিন্তু ওকথা

থাক্! আমি তোমায় ওকথা ব'লতে দেব না! অন্ততঃ আজ রাতে নয়, আজ পূর্ণিমার রাত, আকাশে পূরন্ত চাঁদ হাস্‌ছে! তার জোছনা-তরঙ্গ প'ড়েছে ইরাবতীর বুকের জল-তরঙ্গের উপর! সারেঙ্, বোট্ ছেড়ে দাও—

ধীরা। আজ পূর্ণিমা? চাঁদ এখন কোথায়?

নির্ম্মল। ঠিক আমাদের মাথার উপর—

ধীরা। আচ্ছা যাঁরা সতী—তাঁরা স্বর্গে গিয়ে তাঁদের স্বামী ফিরে পান?

নির্ম্মল। নিশ্চয়—

ধীরা। কি ব'লেছিলে তুমি—আকাশে আজ পূর্ণিমার চাঁদ?

নির্ম্মল। নদীর জলে তার জ্যোৎস্না। প্রকৃতি হাস্‌ছে।

ধীরা। কিন্তু আমার অন্তরে হাসি নেই। কাল রাতে যখন ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়, আকাশ মেঘে অন্ধকার, তখনো আমার মন যে রকম—এখনো ঠিক সেই রকম! সেই অন্ধকার 'মহানিশা'। এ রাত পোহাবে না। তুমি আমায় ক্ষমা করো, একটু পায়ের ধুলো দাও।

নির্ম্মল। ধীরা, ধীরা! তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? থাম্‌কা থাম্‌কা পায়ের ধুলো নাও কেন, ওঠো ওঠো।—

ধীরা। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো, তোমার জীবন আমি অভিশপ্ত ক'রে রাখবো না। 'মহানিশা মহানিশা।'

(ধীরা জলে ঝাঁপ দিলেন)

নির্ম্মল। একি ধীরা! ধীরা! ধীরা! ধীরা।

(নির্ম্মল ও জলে ঝাঁপ দিলেন)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—বিহারী চক্রবর্তীর শ্রীশ্রী কালীঘাটের বাসাবাটী। নীচের তলার একখানি ঘর, উঠান, বারান্দা, বাড়ীর সদর দরজা এবং সম্মুখের গলি। গলির ওপারের বাড়ীখানির বারান্দা

ভোর হইয়াছে। আকাশে তখনও দু'একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল। একজন ভিখারিণী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

(ওমা) হৃদ্‌মন্দির শূন্য ক'রে—দিয়েছি মা বিসর্জ্জন।
আর কি ফিরে আস্‌বি না গো, পাব না মা দরশন।
পেয়েছ কত যন্ত্রণা অধম সন্তান তরে,
সে কথা রয়েছে গাঁথা হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
বলিতে পারিনা আর, ফিরে এস আর বার,
ভুলিনি তো দুঃখ যত সয়েছ মা আজীবন—
(ওমা) অন্তর আলো কর প্রাণে দিয়ে পরশন।

অপর্ণা। তোমার এই গানটি আমার বড় ভাল লাগে। কোথায় শিখ্‌লে ?

ভিখারিণী। যাত্রার দলে শুনে শিখেছি—একটি পালার গান। একটি ছেলের মা মরে গেছলো, তার উক্তি।

অপর্ণা। আমারও সেই জন্যেই ভাল লাগে। আবার এসে

(একটি পয়সা দিল)

ভিখারিণী। আচ্ছা— (প্রস্থান

(গান শেষ হইলে অপর্ণা একটি কলস লইয়া গঙ্গায় জল আনিতে গেল। সামনের বাড়ীর বারান্দায় একটি বাবু পায়চারী করিতেছিলেন। অপর্ণা চলিয়া গেলে বাবুটী রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ভিখারিণীকে ডাকিলেন।)

ভদ্রলোক। এই শোন, শোন।

ভিখারীণী। কি বল্‌ছেন বাবু ?

ভদ্রলোক। এ বাড়ীর ঐ মেয়েটিকে চেন তুমি ?

ভিখারিণী। ঐ যে মা-ঠাকৃরুণ জল আন্‌তে গেলেন, ওনার কথা ব'ল্‌ছেন ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ—ওকে চেন ?

ভিখারিণী। আমি মাঝে মাঝে এসে গান গেয়ে যাই, উনি গান বড় ভালবাসেন—বিশেষ আমার এই গানখানা। ওনার মা মরে গেছে কি না, তাই। গান শুন্‌তে শুন্‌তে চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল ঝর্‌তে থাকে।

ভদ্রলোক। কোন্‌ দেশের লোক—সপ্তাহখানেক হলো এই বাড়ীতে এসেছে। ব্যাপারখানা কি—ঠিক্‌ঠাক্‌ খবর যদি আমায় এনে দিতে পারিস, তোকে পাঁচ টাকা ব'খ্‌শিশ্‌ দেব'।

ভিখারিণী! আপনি নিজে বুড়ো বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পার।

ভদ্রলোক। আমার মনে হয় ওই বেটাই বদ্‌মায়েশ। ওকি আর সত্যি কথা ব'ল্‌বে ? তুই দেখ্‌না চেষ্টা ক'রে যদি পারিস্‌।

ভিখারিণী! বাবু, পেটের দায়ে ভিক্ষে করি, মার নাম গান গেয়ে বেড়াই। ও সব কাজ করিনে বাবু। (প্রস্থান)

(একটু পরে জল লইয়া অপর্ণা বাড়ীতে আসিল, একটী মাতাল গলির মোড়ে দাঁড়াইয়াছিল।)

ভদ্রলোক। (দোরের গোড়ায়) বলি ভয় পেয়েছ নাকি? ভয় নেই—ও ব্যাটা মাতাল। আমি নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। যদি দেখ্‌তাম যে, ব্যাটার মতলব খারাপ—বাঘের মত হালুম্ ক'রে গিয়ে ব্যাটার টুঁটি চেপে ধরতাম-না? আমার কাছে চালাকী! কেউ যদি তোমায় কিছু বলে, আমায় একটু জানিয়ে রেখ'—আমি দেখে নেব সব শালাকে। ও বুড়োটি কে গা? ওটাকে সঙ্গে ক'রে রেখেছ' কেন শুধু শুধু?

(অপর্ণা সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল)

ঠিক বুঝা গেল না।

(সুরে) র'য়ে র'য়ে কেন
তোর মুখ মনে পড়ে?
মেঘের বারি বিনা
চাতক যে প্রাণে মরে।

(পুনরায় নিজের বাড়ীর বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন)

(বাড়ীর ভিতর আসিয়া অপর্ণা সদর দরজা বন্ধ করিয়া দাওয়ায় ঘড়াটা রাখিয়া দিল। বিহারী তখন ঘুম থেকে উঠিয়া তামাক খাইতেছে। তখনো রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে।)

বিহারী। দিদিমণি কি গঙ্গায় গিয়েছিলে নাকি?

অপর্ণা। তোমার মতলবখানা কি আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলোতো বেহারীদা! কি তুমি ঠাউরেছ? সত্যি ব'লছি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।

বিহারী। কেন দিদি—কি হ'য়েছে?

অপর্ণা। 'কেন দিদি'? তুমি যেন একেবারে গাছ থেকে প'ড়লে! ও ন্যাকামী আমার আব ভাল লাগছে না। সবাই যা জানে, তুমি এমনই কি খোকা যে, তোমাকেই কেবল তা বুঝিয়ে দিতে হবে!

বিহারী। (লজ্জিত মৃদুস্বরে) কি ক'রেছি তাই বলোনা।

অপর্ণা। মা মারা গেলেন—তুমি ত্রিবেণী থেকে জিদ্ ক'রে এখানে নিয়ে এলে—ব'ল্লে, কল্‌কাতায় নানারকম পাত্র আছে, বিয়ে দেওয়া সহজ হবে।

বিহারী। আমি এখন আলিপুরে কাজ করি। ত্রিবেণী থেকে আলিপুর যাতায়াত কি সহজ দিদি?

অপর্ণা। কিন্তু এইভাবে তুমি আমায় এখানে এনে রেখেছ—পাঁচজনে কি মনে করে বল দেখি? আমি তো আর লোকের বাক্যি-যন্ত্রণা সইতে পারি না।

বিহারী। লোকে কি বলে?

অপর্ণা। যা বলে তা শোনার পর, হয় বিষ খেয়ে, না হয় জলে ডুবে আমায় মরতে হয়। কাল গঙ্গা নাইতে গেছি, পাড়ার দু'জন গিন্নী আমায় শুনিয়ে শুনিযে বলতে লাগ্‌লো।

বিহারী। কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লো?

অপর্ণা। বুড়োটা ঐ ধেড়ে মাগীটেব বিয়ে দেয়না কেন জানিস্? ওর মতলব আছে! কোটা-বালাখানা তুল্‌বে! আর এই মাত্র এই সাম্‌নের বাড়ার বাবু!—কেন তুমি আমায গলগ্রহ ক'রে রেখেছ শুনি?—নিশ্চয় এতে তোমার নিজের কোন স্বার্থ আছে। সত্যি বল্‌ছি বেহারীদা—আমারও এ আর ভাল ঠেক্‌ছে না।

বিহারী। খুঁজছি তো দিদি, ঘটকী লাগিয়ে পাঁচজনকে ব'লে, কত রকম চেষ্টা ক'রছি। আমারও কি অসাধ—

অপর্ণা। কাকে তুমি বোকা বোঝাতে চাও বেহারীদা? আমি কি এতই ন্যাকা যে, তোমার ঐ ছেলে ভোলানো কথায় ভুলে যাব? মা বেঁচে থাক্তে তো রোজ পাঁচ-দশ গণ্ডা ক'রে সম্বন্ধ আন্‌তে—আর আজ বুঝি বাঙ্‌লাদেশে আইন সব উল্টে গেছে। যথার্থ চেষ্টা ক'রলে বিয়ে কারও আটকায়? কেন এই কলকাতা সহরে কারো তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও মরে না নাকি? শোন বেহারীদা,—আজ থেকে তিন দিনের ভিতর তুমি আমার বিয়ে দিতে চাও। যে রকম পাত্র হোক্, কানা, খোঁড়া, কুঁজো, বুড়ো, ঘাটের মড়া—বুঝলে? (ঘরের ভিতর গেল)

(বাহির হইতে দরজায় আঘাত)

বাহিরে। ও মশায়, শুন্‌ছেন—শুন্‌ছেন? বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কে আছেন, দয়া ক'রে একটিবার শুন্‌বেন?

(বিহারী দরজা খুলিয়া দিল)

বিহারী। কে মশায়? ও—আপনি?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ—আমি। আমায় জানেন তো—আমি এই সামনের বাড়ীতে থাকি।

বিহারী। কি দরকার মশায়?

ভদ্রলোক। আজ দু'তিন দিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করব' ভাব্‌ছি। যে মেয়েটিকে নিয়ে আপনি এ বাড়ীতে থাকেন, উনি সম্পর্কে আপনার কে? স্বামী-স্ত্রী বলেও মনে হয় না, ভাই-বোন ব'লেও বোধ হয় না। আবার মা-ব্যাটা মনে করাও কঠিন! পাঁচ জনে পাঁচ কথা কানাঘুসো ক'রে—আমি অবিশ্যি তাদের সব ধমক দিয়ে দিইছি। তারা বলে ভদ্রলোকের পাড়ায়—। এতদিন দরখাস্ত

ক'রতো, শুধু আমার ভ'য়ে, বুঝেছেন কিনা। তাই আপনাকে ব'লছিলাম—আমি যখন আছি, ভয় অবিশ্যি কিছু নেই। কিন্তু আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। জানেন তো, শাস্ত্র বচন রয়েছে—'পুরুষ জলন্ত পাবক—নারী ঘৃতকুম্ভ।'

বিহারী। আপনার এ ছাড়া আর কোন কথা আছে?

ভদ্রলোক। না—কথা আর কিছু নয়—আপনাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া। 'মানুষের ইন্দ্রিয় বলবান—বিদ্বানেরও পতন হয়'। যাক্, আমি আপনাদের কুটীরের দ্বারে জাগ্রত প্রহরী রয়েছি। আপাততঃ কোন ভয় নেই। (বাড়ীর দিকে গেলেন)

(বিহারী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অপর্ণা ঘর হইতে দেখিয়াছিল—বাহিরে আসিল)

অপর্ণা। বেহারীদা—

বিহারী। (চিন্তিত) কেন দিদি?

অপর্ণা। মহাপুরুষটি বুঝি তোমায় উপদেশ দিচ্ছিলেন? তোমার কি এখনো বুঝতে বাকা আছে, লোকে কি বলে? (নরম হইয়া) আমায় নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা—তা জানি বেহারীদা। কিন্তু কি ক'রবে বল? আর জন্মে আমরা নিশ্চয় তোমার পাওনাদার ছিলাম। যাই হোক্ দাদা, এখন এ আপদের একটা শাস্তি ক'রে ফেল'। তুমিও ঘাড়ের বোঝা ফেলে বাঁচ, আর লোকেও একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘুমিয়ে বাঁচুক্।

বিহারী। (উত্তেজিত হইয়া) লোকের কেন এত মাথাব্যথা! বলুক্ গে লোকে যা ব'লতে পারে। যারা মানুষের অবস্থা দেখে না, সুখ-দুঃখ বুঝতে পারে না, শুধু কথা বলবার সুখে বলে, আমি তাদের মানুষ ব'লে মনে করি না।

অপর্ণা। তুমি লোকের কথা বড় মনে না ক'রতে পার বেহারীদা, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার তাতে ক্ষতিই বা কি! কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ, আমি তো লোকের কথা তুচ্ছ ক'রতে পারি না। যে স্ত্রীলোক দুর্ণামকে না ডরায়, সে স্বর্গে, মর্ত্যে, কিসেরই বা ভয় ডর করে! না—না বেহারীদা, তুমি আর দেরী ক'রো না। যেমন ক'রে হোক্—একটু চেষ্টা ক'রে দেখ দাদা। কত তো ঘুরেছ, আর একটু মনোযোগ দাও।

বিহারী। উঃ—মাগো—মাগো—মাগো! আঘাত করবার সুযোগ পেলে ঘরে-বাইরে কেউ ছাড়ে না রে আঘাত দিতে। বুড়ো ব'লে কারও প্রাণে একটু দয়া হয় না রে! হায়রে ভগবান! আচ্ছা যাচ্ছি আমি— (উঠিলেন)

অপর্ণা। ওকি বেহারীদা, তোমার চোখ যে ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো। বেটাছেলের চোখ অমন পান্‌সে কেন গো! আজ আমি দুটি উচিত কথা ব'লেছি ব'লে, তুমি এমন ভাবটা দেখালে, যেন তোমার উপর সবাই অবিচার ক'রছে। আর আমি সবার চেয়ে বেশী। কই— আগে তো এমন ধারা কখনো দেখিনি। সাধ ক'রে কি বলি বেহারীদা—। লোকে যা বলে, তা হয়তো সবটাই মিথ্যে নয়। হয়তো আজকাল তোমার সেই গঙ্গা-জলে-ধোওয়া মনটি আর নেই— তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকে বোধ হয় তোমার—

বিহারী। দিদিমণি দিদিমণি, তুমি চুপ্ কর—চুপ্ কর। ছিঃ ছিঃ— কি বল্‌তে যাচ্ছ!

অপর্ণা। যা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, সেই কথাই ঠিক কথা। হয় না হয় ভাল ক'রে মনে মনে বুঝে দেখ। (প্রস্থানোদ্যত)

(বিহারীও চাদর ছাতা নিয়ে উত্তেজিতভাবে ঘরের বাহির হইল)

কোথায় যাও বেহারীদা—?

বিহারী। আস্‌ছি— (প্রস্থান)

অপর্ণা। মাগো—মাগো! তুমি আমায় কোলে টেনে নাও—আমি আর পারিনে। সব দেশের মেয়ে কুমারী অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে—শুধু বাঙালী মেয়েদেরই কুমারী থাক্‌তে যত দোষ।

(ভিতরে গেল)

(বিহারীর খোলা দরজা দিয়ে ঘটক ঠাকুরাণীর প্রবেশ)

ঘটকী। এই বাড়ীতেই কি বিহারী চক্কোত্তো মশায় থাকেন?

অপর্ণা। (বাহিরে আসিয়া) হ্যাঁ থাকেন। কেন?

ঘট্‌কী। একটি সুন্দরী মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করবার কথা ছিল—চক্কোত্তো মশাই ব'লেছিল। তা—তা সে মেয়ে তুমিই নাকি মা?

অপর্ণা। কেমন মনে হয়? ব'স।

ঘট্‌কী। আমি সম্বন্ধ এনেছি—চক্কোত্তো মশায় কোথায়?

অপর্ণা। তিনি বেরিয়ে গেছেন। কি রকম পাত্র? আমারই তো বিয়ে, তুমি আমাকেই বল না।

ঘটকী। তা মা ঠাকরুণ—রূপ তোমার আছে। আমি যে সম্বন্ধ এনেছি—তাদের বাড়ীতে তোমায় মানাবে। যেমন ঘর, তেমনি বর, তেমনি সুবর্ণ-প্রতীমে বউ হবে।

অপর্ণা। তা কি রকম ঘর-বর, আমায় একটু ব'ল্‌বে না?

ঘটকী। কেন ব'ল্‌বো না মা! তুমি তো আর কচি বিয়ের ক'নেটি নও। আজ বাদে কাল বিয়ে হ'লে, তুমিই হবে বাড়ীর গিন্নী।

অপর্ণা। হু, বিপদে-আপদে আমারই কাছে তোমায় হাত পেতে দাঁড়াতে হবে।

ঘটকী। তা তো বটেই মা। আমি দুটি সম্বন্ধ এনেছি। একটি রাজার বাড়ী, আর একটি জেলার হাকিম।

অপর্ণা। তাই তো ঘটক ঠাকরুণ—কোন্‌টি রেখে কোনটি ছাড়ি! একটি রাজা—আর একটি হাকিম।

ঘটকী। আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি রাজাটীর বয়স কম। তবে একটু বাই দোষ আছে। তা সে কালো বউ ব'লে। তোমার মত সুন্দরী বউ পেলে আর কি গণ্ডগোল কর্‌বে! আর জেলার হাকিম যিনি—তাঁর চরিত্তির খুব ভালো, বেশ ভারিকি মেজাজ, বিদ্যের জাহাজ—সে তো বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। একটু বয়েস হ'য়েছে।

অপর্ণা। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।

ঘটকী। আমি বলি আগে রাজার বাড়ী চেষ্টা করা যাক্—কি বল?

অপর্ণা। বেশ, সেই ভালো।

ঘটকী। তা হ'লে আমি তাদের খবর দেব?

অপর্ণা। নিশ্চয়ই—

ঘটকী। কবে আস্‌তে বল্‌বো?

অপর্ণা। এখনই—আমি তো আজ হ'লে কাল বলিনে।

ঘটকী। ঠিক্ ঠিক্—বয়স তো হ'য়েছে। তা হ'লে আমি আজই নিয়ে আসি!

অপর্ণা। হুঁ—এখনি, এখনি।

ঘটকী। তা দেখ গা মা-ঠাকরুণ, জন-চেরেক লোক আস্‌তে পারে।

(প্রস্থান)

(বিহারী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল)

অপর্ণা। (ঘর হইতে) কে—?

বিহারী। আমি—

অপর্ণা। কে বেহারীদা, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? খাওয়া-দাওয়া হবে না, আজ হাঁড়ি হেঁসেলে উঠ্‌বে না? দিন দিন কি-যে তোমার আক্কেল-বুদ্ধি হ'চ্ছে!

বিহারী। তোমারও তো এখনো খাওয়া হয় নি।

অপর্ণা। কি ক'রে? যাক্ খবর কিছু মিল্‌লো? তুমি যে ভাবে রাগ ক'রে গেলে, আমি ভাবলাম তুমি একেবারে বর সঙ্গে ক'রে ফিরবে।

বিহারী। তুমি রাগই কর আর যাই কর দিদি, আমি কিন্তু যার-তার হাতে তোমায় তুলে দিতে পারবো না।

অপর্ণা। কেন, আমি কি এমন যে, যার-তার হাতে দিতে তোমার আপত্তি?

বিহারী। তুমিই তো আমায় আগে ব'লেছিলে, 'যার তার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ কর না, আমার বিয়ে হবে না'।

অপর্ণা। সে যখন ব'লেছিলাম, তখন আমি আর এক অপর্ণা ছিলাম। আমার মনে বিশ্বাস ছিল, মানুষের জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ে বিধাতার হাতে।

বিহারী। আর আজ?

অপর্ণা। আজ সে বিশ্বাস আমার নেই। আজ আমার ধারণা, মানুষের জীবনই একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি—বিয়ে তার চেয়ে আরও বেশী ফাঁকি।

বিহারী। কি জানি, তোমার আজ এক রকম মত, কাল এক রকম মত। আমি বুড়ো মানুষ, বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু কমই আছে, আমি কি ক'রে বুঝ্‌বো বলো?

অপর্ণা। তাহ'লে তুমি আমার বিয়েতে আর একটিও কথা কইতে পাবে না। আমার সম্বন্ধ আমি নিজেই ক'রছি। চারজন ভদ্রলোকের জলখাবার যোগাড় ক'রতে হবে। তারা এখুনি আমায় দেখ্‌তে আসবে।

বিহারী। তার মানে বুঝ্‌লাম না কিছু।

অপর্ণা। তুমি যতক্ষণ বাইরে ছিলে, তাবই ভিতরে আমি আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রেছি। তুমি তো দিন-রাত সন্ধান ক'রেও কিছু ক'রতে পারনি। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় কিনা—আমি তোমায় দেখিয়ে দেব'।

বিহারী। তুমি যদি বল', 'সকালে উঠে, যার মুখ দেখ্‌বো, তাকেই বিয়ে ক'র্‌বো,' তাহ'লে হ'তে পাবে।

অপর্ণা। না, তা ঠিক্ নয়। পাঁচজন ভদ্রলোক যাকে সৎপাত্র বলে, সেই রকম পাত্র। ভবল্ পাত্র—একটি যদি না হয়, আর একটি। একজন রাজাবাবু, আর একজন জেলার।

বিহারী। একজন রাজাবাবু, আর একজন জেলার হাকিম। কে সম্বন্ধ এনেছিল ?

অপর্ণা। একজন ঘটক ঠাকুরুণ! প্রথম এসে তোমার নাম করে!

বিহারী। কি রকম পাত্র রাজাবাবু, কি রকম পাত্র জেলার হাকিম।

অপর্ণা। তা আমি কি ক'রে জান্‌বো? আমার সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় আছে নাকি? যেমন পাঁচটা ভদ্রলোক হয়, সেই রকমই হবে নিশ্চয়।

বিহারী। আচ্ছা আসুক, আগে আমি ভাল রকম খোজ নিয়ে দেখি। রাজাই হোক, আর হাকিমই হোক্, যদি মাতাল কিম্বা বুড়ো হয়, আমি মত দেব না।

অপর্ণা। না, তুমি ভাংচি দিতে পারবে না ব'লছি। হয় তুমি নিজে সম্বন্ধ কর, না হয় কোন কথা বল' না। যেমন হয়—হ'য়ে যাক্। লোকের মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায় হয়—আমার হ'য়েছে আত্মদায়।

বিহারী। মাতাল হয়, কি বুড়ো হয়, তবু—তবু তাকে বিয়ে করতে হবে!

অপর্ণা। মাতাল কিম্বা তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে বিয়ে—বাঙলা দেশে হয়নি নাকি আজও? দেখ বেহারীদা! বাড়াবাড়ি করোনা। আমি ওই বুড়ো হাকিমকেই বিয়ে ক'র্‌বো।

বিহারী। কেন দিদি পাগলামী কর্‌ছিস্।

অপর্ণা। সত্যি ব'ল্‌ছি বেহারীদা, আমি আর দেরী কর্‌বো না।

বিহারী। এতো তোমার বিয়ে করা নয়, আমাকেই জব্দ করা! আমায় মেরে ফেলিস্‌নে দিদি—আমার উপর একটু দয়া কর্।

অপর্ণা। কেন বেহারীদা তুমি অমন কচ্ছ'! কত মেয়ের তো বুড়ো বরে বিয়ে হ'চ্ছে। অদৃষ্টে থাক্‌লে অল্প বয়েসীর হাতে প'ড়েও তো সারা জীবন কেউ কেউ একাদশী করে।

বিহারী। দিদি, তুই এত বড় নিষ্ঠুর! এই কথাগুলো তুই মুখ দিয়ে বল্‌তে পার্‌লি?

অপর্ণা। কেন বেহারীদা, আমি কি এমন অন্যায় কাজ ক'রেছি?

বিহারী। বেশ—তুমি যা ভাল বোঝ, কর দিদি, আমি যদি আর তোমার কোন কথায় কথা কই—(প্রস্থানোদ্যত)

অপর্ণা। বেহারীদা শোন, মা যেদিন মারা যান, তোমার মনে আছে নিশ্চয়—বেশী দিনের কথা নয়।

বিহারী। না, সবই মনে আছে।

অপর্ণা। তিনি তোমায় কি ব'লেছিলেন?—'যদি ভাল পাত্তর না পাও, তুমিই ওকে বিয়ে ক'রো বেহারী মামা'। আমি তাই মনে ক'রেছি, সেই সব চেয়ে ভাল, তুমিই আমায় বিয়ে কর।

বিহারী। অপর্ণা, তোমার যা খুশী তাই ব'লে তুমি আমায় গাল দাও, শুধু মাতামহর বয়েসী বুড়োকে অপমান করোনা।

অপর্ণা। তোমার মত 'শ্রোত্রীয়ের' ঘরে আমাব মত কুলীনের মেয়ে নিয়ে যাওয়া, যত অপমান, সে আমার অজানা নেই। মিথ্যে মানের কান্না কেঁদনা।

বিহারী। এটা মানের কান্না অপর্ণা?

অপর্ণা। মানেব কান্না নয়? আমি তো স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, প্রাণ ধ'রে আমায় পরেব ঘরে পাঠাতে পার্‌বে না—হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে খাক্‌ হ'য়ে যাচ্ছ। তাইতো ব'ল্‌ছি, তুমিই আমায় বিয়ে কর। এতেও যদি তুমি না ব'ল্‌বে, তাহ'লে আমি কি ক'র্‌বো স্পষ্ট ব'লে দাও।

বিহারী। অপর্ণা, তুমি যে এতখানি দেখ্‌তে পাও তা আমি জান্‌তেম না। আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, লুকুতে চাইনে—তোমায় ছেড়ে আর আমার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, এ কথা খুবই সত্য।

অপর্ণা। তাই তো ব'ল্‌ছি, তুমিই আমায় বিয়ে কব।

বিহারী। কিন্তু আমি তো শুধু নিজেব স্বার্থের জন্য তোমায় আমার কাছে ধ'রে রাখ্‌তে চাইনে। তোমায় আমি জীবনে সুখী দেখ্‌তে চাই অপর্ণা। ভগবান জানেন, তুমিও জান, আমাব মনেব কোণে একবিন্দু পাপ নেই। তুমি আমার সৌদামিনী মায়ের মেয়ে, তিনি তোমায় মর্‌বার সময় আমাব হাতে দিয়ে গেছেন, আমি কি ক'রে তোমায় যাব-তাব হাতে দিতে পারি।

অপর্ণা। তাইতো ব'ল্‌ছি।

বিহারী। শোন—আমার কথা শেষ ক'র্‌তে দাও। আমার কি সাধ ছিল, তোমায় বলি। খুব বড়লোকেব বাড়ীতে, খুব বড়লোকেব সঙ্গে—রূপে, গুণে, চরিত্রে, যাব তুলনা নেই, এমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। তার পর তারই আশ্রয়ে তোমায় চোখের সাম্‌নে রেখে, তোমার ছেলে-মেয়েকে কোলে-পিঠে কবে, তাদের গায়ের

ধুলোয় আমার দেহ শীতল ক'রে, জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দেব।

অপর্ণা। তোমার সে সাধতো পূর্ণ হবার কোন আশা নেই।

বিহারী। না। এখনো আমার আশা যায়নি! আজও আমি ভাবি, রোজ রাত্রে ভাবি, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি—সেও জীবনে দুঃখ পেয়েছে। লোকের কথায় তুমি উতলা হ'য়ো না অপর্ণা, সে আস্‌বে—নিশ্চয়ই আস্‌বে।

অপর্ণা। বিহারীদা—আকাশ-কুসুমের চাষ করতে হয়, তুমি কর, আমি কল্পনার বাড়ী তৈরী ক'রে বাস ক'রতে পারি না। হয় তুমি আমায় ওই বুড়ো হাকিমের সঙ্গে বিয়ে দাও, না হয় নিজে বিয়ে কর। আমার ধারণা, মানুষ হিসেবে হাকিমের চেয়ে তুমি অনেক বড়।

বিহারী। না, না, না অপর্ণা—এ হয় না, এ হয় না।

অপর্ণা। আমি কারও কোন কথা শুনবো না। জীবনে আমার মা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। মায়ের মরণ-সময়ের মনের কথা আমি জানি। মা যা ব'লে গেছেন, সেই উচিত। আর যা উচিত তাই ভাল, তাই সত্য। শোন বেহারীদা, আমি ব'লছি আস্‌ছে ১৫ই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

(ভিতরে গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুরলীবাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গন। প্রিয়ম্বদা ও ব্রজরাজ শোকাচ্ছন্ন।

প্রিয়ম্বদা। এ রকম চুপ্‌ ক'রে বসে থাক্‌লে কি হবে, ঠাকুর জামাইয়ের খোঁজ কর।

ব্রজরাজ। আমি তো কিছু জানিনে প্রিয়! আমি কখনো সংসারে

মানুষের কোন কাজে লাগিনি। তুমি বলে দাও, আমি কি ক'র্‌বো। যতদিন বেঁচে ছিল, একদিনও যে তাকে একটি ভাল কথা বলিনি। আদর করা দূরে থাক্‌, বাবা বেঁচে থাক্‌তে তাঁর সাম্‌নেই তাকে গাল দিয়েছি। বাবা দুঃখ পেয়েছেন, সেও দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু আজ তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি প্রিয়, আমার সে গালাগাল মিথ্যা, ভালবাসা সত্য।

প্রিয়ম্বদা। তোমার সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হলো, সেদিন কত তার আনন্দ। আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে, আমার গলা জড়িয়ে ব'ল্‌লে, 'তুমি কি জান, তোমায় কত ভালবাসি, কত শ্রদ্ধা করি। তোমার দেহে রূপ নেই, আমার চোখে দৃষ্টি নেই; আমরা দু'জন দু'জনার। রূপ ছাই—রূপের মোহ ক'দিন থাকে! তুমি আমার দাদাকে ঘরবাসী কর।' যাবার দিন আমায় একটি কথা ব'লেছিল, আজ তার অর্থ বুঝ্‌তে পারি।

ব্রজরাজ! কি ব'লেছিল?

প্রিয়ম্বদা। তুমি রইলে—দাদা রইলেন, আর আমার ভয় নেই। এখন যদি আমি নাও থাকি, স্বামীর জন্য আর আমার কোন চিন্তা নেই। আমি জানি—এবার এখানে তাঁর যত্ন হবে।' আমি বল্লাম, 'ওকি কথা ঠাকুরঝি—ওকথা কেন মুখে আন? তুমি এখানে থাক্‌বে না, যাবে কোথায়? ঠাকুরঝি কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে, আমার স্বামী বড় ভাল কিন্তু আমি তাঁর যোগ্য নই।

ব্রজ। হতভাগী কেন এসেছিল পৃথিবীতে? আজ আমি কি করি প্রিয়! আজ তো কোন মতেই তাকে এই ছোট কথাটি বোঝাতে পার্‌ব না যে, আমি তাকে ভালবাস্‌তেম। আমার বাপ-মা-হারা, হতভাগিনী জন্মান্ধ বোন।

প্রিয়ম্বদা। ঠাকুর জামাই. সেই থেকে আর একবারও বাড়ী এলেন না। এই সেদিন অসুখ থেকে উঠ্‌লেন! এমন ক'র্‌লে আবার যে কঠিন অসুখে পড়্‌বেন।

ব্রজ। হাঁ৷ তাকে ফিরানো দরকার। সে স্থিতু হ'য়ে না ব'স্‌লে, আমার বিষয়-সম্পত্তি, আফিস-কারবার কিছুই যে থাকৃবে না।

প্রিয়ম্বদা। তাকে খুঁজে নিয়ে এস।

ব্রজ। আমি একে কখনো কোন কাজ করিনি, একান্তই অকর্ম্মণ্য—তার উপর ধীরা আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে চ'লে গেছে—আমি কি ক'র্‌বো?

প্রিয়ম্বদা। তার ভাই যতি বাবু এসে খোঁজ ক'র্‌ছিলেন, তাঁকে কেন ভার দিলে না?

ব্রজ। তুমি তো আগে আমায় বলে দাওনি প্রিয়। তখন আমার মনে আসেনি।

প্রিয়ম্বদা। তাঁর বাসার ঠিকানা জান?

ব্রজ। না—হাঁ৷ তবে বোধ করি আমাদেব কেশব ডাক্তার আর তোমাব বাবা জানেন।

প্রিয়ম্বদা। তাহ'লে এক কাজ কর—ডাক্তার বাবুব কাছে গিয়ে, যতি-বাবুর ঠিকানাটা সংগ্রহ ক'রে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর।

ব্রজ। হাঁ৷—তুমি ঠিক্ বলেছ' প্রিয়—ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্টতা ছিল। দেখি—ডাক্তার যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধ'রে আন্‌তে পারে।

প্রিয়ম্বদা। তাহ'লে আর দেরী করোনা। কাল যদি যতিবাবু কলকাতায় যান, আজ নিশ্চয়ই রেঙ্গুনে তাঁর দেখা পাবে।

ব্রজ। তাহ'লে আমি আসি প্রিয়। দেখা হলেও আমি নির্ম্মলের সঙ্গে কথা কইতে পার্‌ব না। কিন্তু—আসি প্রিয়। (প্রস্থান)

(ক্ষমার মা প্রবেশ করিল)

প্রিয়ম্বদা। ক্ষমার মা!

ক্ষমার মা। আমায় ডাকলে বউ ঠাক্‌রুণ?

প্রিয়ম্বদা। হ্যাঁ—শোন, তুমি তো বরাবরই সঙ্গে ছিলে, কেন এমনটা ঘট্‌লো ব'ল্‌তে পার ক্ষমার মা, কি হ'য়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। ঠাকুর জামাই কি রাগের মাথায় কোন কড়া কথা ব'লেছিলেন?

ক্ষমার মা। জামাইবাবু কি সেই প্রকৃতির লোক বৌঠাক্‌রুণ! দিদি-মণির মনে যে এই ছিল, তার বিন্দুবিসর্গ কেউ জান্‌তো না। কথা কইতে কইতে, হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল'। ঐ যে দাদাবাবু জামাইবাবুকে খুঁজে পেয়েছেন। ওই যে সব আস্‌ছেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ব্রজরাজ, নির্ম্মল ও যতীশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজ। ক'দিন হ'য়ে গেল,' বাড়ীও ফির্‌লে না, একটা খোঁজ-খবরও নিলে না। আমরা কি তোমার পর ভাই? যে গেছে সে তো আর ফির্‌বে না। একবার আয়নায় মুখখানা দেখ দেখি ভাই—কি চেহারা তোমার হ'য়েছে। ছ'মাস ভুগ্‌লেও এ চেহারা হয় না। বস' বস'। যতিবাবু, বসুন। প্রিয় প্রিয়, রোস, আমি প্রিয়কে ডেকে আনি। (ভিতরে গেল)

যতি। কবে এ ঘটনা ঘট্‌লো?

নির্ম্মল। সেই রাত্রে তুমি চ'লে যাওয়ার পরই।

যতি। তাহ'লে, হয় তো আমি কিছু দায়ী।

নির্ম্মল। না না, দায়ী কেউ নয়। যেদিন তার সঙ্গে প্রথম আলাপ, সেই দিনই বুঝেছি, সে পৃথিবীর নয়। সে স্বর্গের দেবী ছিল।

যতি। তুমি এমন ক'রে আর কতদিন বেড়াবে? আমি বুঝেছি এখানে তোমার মন সহজে ব'স্‌বে না, তা ছাড়া অনেক দিন দেশে-ঘরেও তো যাওনি। কাল আমার সঙ্গে দেশে চল না!

নির্ম্মল। বাঙ্‌লা দেশেই ফিরে যাব—বর্ম্মায় আর থাক্‌ব' না। কোন আকর্ষণই এখানে আর আমার নেই।

(ব্রজরাণ্ড ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

ব্রজ। এখানে তোমার কোন আকর্ষণই নেই, কথাটা মুখ দিয়ে বল্‌তে পার্‌লে নির্ম্মল! শুন্‌ছ' প্রিয়, তোমার ঠাকুর জামাইয়ের কথা! আমরা তোমার কেউ নই! তোমার ঠাকুর জামাইকে এনে দিলাম—এখন তুমি বোঝাপড়া কর।

প্রিয়ম্বদা। ঠাকুর জামাই, একি চেহারা হ'য়েছে, এমনি ক'রেই কি শরীর মাটি করতে হয়! ছিঃ—

ব্রজ। যতিবাবু, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন, মৃত্যু, দুঃখ এ আর কোথায়ই বা না আছে! দুঃখ কি তোমার একারই হ'য়েছে নির্ম্মল—আমাদের দুঃখ হয় নি? কানা হোক্‌, খোঁড়া হোক্‌—মার পেটের বোন্‌। তুমি যদি এখানে না থাক, তাহ'লে বুঝ্‌বো, মুরলীধর মুখুজ্জ্যের সম্পত্তি, কারবার রক্ষে হয়, এ তোমার ইচ্ছা নয়।

নির্ম্মল। আমায় আর এর মধ্যে জড়াবেন না, আমি কাজকর্ম্ম আর ক'রতে পারব' না।

ব্রজ। সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ রয়েছে, তার কি ব্যবস্থা হবে?

নির্ম্মল। আমার আবার কিসের অংশ! যার জন্যে অংশ, সে যখন চলে গেল—এখন সমস্ত সম্পত্তিই আপনার।

ব্রজ। বাবা তো ধীরাকে দেন নি—দিয়েছিলেন তোমাকে।

নির্ম্মল। আমি আপনার স্ত্রীকে দিয়ে যাব। প্রিয়ম্বদা আমার ছোট বোন্।

ব্রজ। আমাদের দান করা সম্পত্তি, আমি আমার স্ত্রীকে নিতে দেব কেন? ইচ্ছা হয় তুমি ফেলে দাও, দান কর, বিক্রী কর—যা খুশী কর—আমি তার ভিতর নেই।

নির্ম্মল। আপনি রাগ কর্‌ছেন কেন?—আমার মনের অবস্থা বুঝুন।

ব্রজ। বুঝেছি—

নির্ম্মল। না হয় আমার অংশে আমি ধীরার নামে একটা হাঁসপাতাল তৈরী ক'রে দেব। কেশব বাবু ডাক্তার হবেন তার ট্রাষ্টী।

ব্রজ। তার মানে তুমি আমায় জব্দ ক'র্‌তে চাও? আমি বিষয়-সম্পত্তির কাজ কিছু বুঝি নে—চিরদিন আমোদ ক'রে বেড়িয়েছি। তুমি চ'লে যাবে, পাঁচ জনে ফাঁকি দিয়ে আমার অংশ বেচে-কিনে নেবে। মুরলীধর মুখুজ্জ্যের সম্পত্তি তিন, নয়, ছয় হ'য়ে যাবে—এই কি তোমার ইচ্ছে? এই জন্যেই বুঝি বাবা তোমায় আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন। ভাল, যা ভাল বোঝ তাই কর। ধীরা ম'রে গেছে—আমরা রাস্তায় বেরুব'।

প্রিয়ম্বদা। তুমি চুপ্ কর, চুপ্ কর। কেন মিছে রাগরাগি কচ্ছ', মাথা ঠাণ্ডা কর'। ঠাকুরজামাই মনের দুঃখে এখন যা ব'ল্‌ছেন, সত্যিই কি আর তাই ক'র্‌বেন? উনি এখন বলুন না—মুখে ব'ল্‌লেই বুঝি সম্পত্তি বিক্রী হ'য়ে যায়, হাঁসপাতাল ওঠে?

ব্রজ। তাই তো, ঠিক্‌ই তো—তুমি তো ঠিক্ ব'লেছ প্রিয়! আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধি আছে। তুমিই কথা কও—যতিবাবু আপনিও ব'লুন। আমি আর কথা কইব না। আমার হঠাৎ রাগ হয়—চেঁচিয়ে, চীৎকার ক'রে, এক কাণ্ড ক'রে বসি।

যতি। নিমুদা, আমার কথা শোন। মাস দুই তুমি দেশ থেকে ঘুরে এসো—এখন হঠাৎ কিছু কর'না। আমি তোমায় উপদেশ দিতে চাইনে। দু'মাস পরে এখানে ফিরে এসে তোমার যা ইচ্ছে হবে, তাই কর'।

ব্রজ। এ তো বেশ ভাল কথা—এ কথার তো যুক্তি রয়েছে কিনা—। আপাততঃ মাস দুই ছুটি নেও—মাস দুই আমি মেরে কেটে চালিয়ে নেব। তারপর তুমি যদি না আ'স, আমি হ্যাম্পডেন্‌কে সব বেচে দেব। যে টাকাটা পাব ব্যাঙ্ক-এ জমা থাকবে—তারই-সুদ থেকে প্রিয় যেমন করে পারে, সংসার চালাবে। তুমি মনেও কর'না, তুমি না এলে আমি একা এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে থাকব।

যতি। না না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি ওঁকে এনে দেব। তবে কিছুদিন ওঁর বিশ্রাম দরকার।

ব্রজ। নির্ম্মল, তাহ'লে আপাততঃ দেশে যাওয়াই স্থির ক'র্‌লে? কিন্তু দেখ' ভাই, দু'মাসের বেশী যেন একটি দিনও না হয়।

নির্ম্মল। আমি আর কাউকে কোন কথা দিতে সাহস করি না ব্রজবাবু। মানুষের কথার যে কোন মূল্য নেই, আমি তা বুঝেছি।

ব্রজ। তা বটে। মানুষের সঙ্কল্পেরও কোন মূল্য নেই। নইলে আমার তো চিরদিনের ইচ্ছা ছিল, হ্যাট্, কোট প'রে, বিলিতী স্ত্রীর সঙ্গে খানা খাব, অথচ বিধাতার পাকে-চক্রে, কি কাণ্ডটা হ'ল দেখ দেখি! এখন স্ত্রীর অনুগ্রহে আমি বেশ আছি—প্রিয়ম্বদা বেশ সংসার কর্‌ছে। ধীরা যদি এমন ক'রে চলে না যেত, আমার মনে হয়, প্রিয় তাকেও বুঝিয়ে-পড়িয়ে সুখী ক'রতে পারতো। নাঃ—আমাদের বংশে কি একটা গণ্ডগোল আছে—আমরা ভাই-বোন্ একটু মাথা পাগ্‌লা আছি। কি—হাস্‌ছেন মশাই! এই দেখুন

না, আপনারা সবাই চুপ ক'রে আছেন, আমি এক মহা বক্তার মত ব'কেই যাচ্ছি—এ খেয়ালই নেই যে, আমার কথা কারো খারাপ লাগ্‌তে পারে। কত লোকই তো মশায় অন্ধ হয়ে জন্মায়। এক—Last days of Pompeie এর Nydia ছাড়া কে এরকম ভাবে জলে ডুবে মরেছে বলুন তো।

নির্ম্মল। কলকাতা যাওয়ার boat কবে কোন্ সময় ছাড়বে যতি ?

যতি। এই ভোরেই ত'। তুমি যদি যাও, গোছগাছ করে নাও।

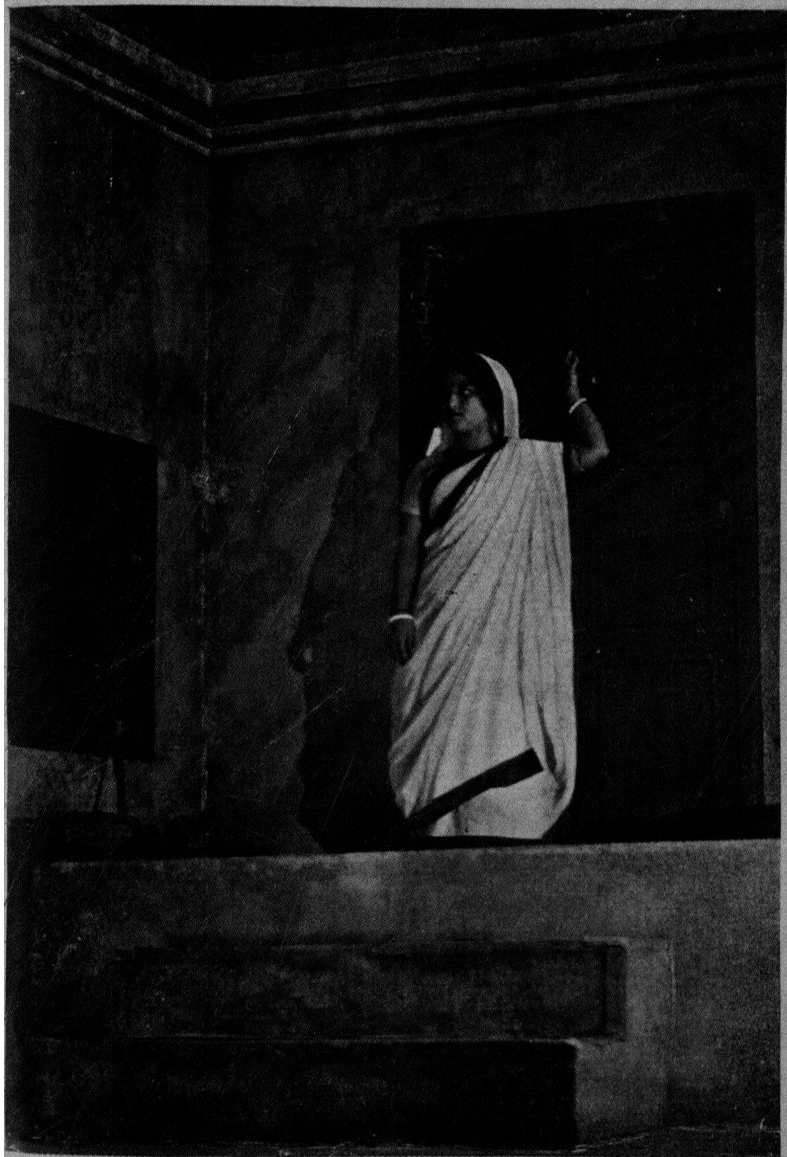
নির্ম্মল। আমি এমনই যাব—গোছাতে হবে না কিছু।

ব্রজ। দু'মাসের ভিতর কিন্তু ফেরা চাই। নইলে—জাহাজ কোম্পানীর কিছু লাভ হবে। আমি গিয়ে তোমায় ধ'রে নিয়ে আস্‌ব। প্রিয় তোমার ঠাকুর জামাই তো দেশে যাচ্ছেন, তোমার জন্যে কি আনবেন ব'লে দাও।

নির্ম্মল। তোমার কিছু দরকার থাকে তো, আমায় বল' প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা। দেখুন, আমার অমন ঠাকুরঝিকে নিয়ে আমি সংসার ক'র্‌তে পাইনি। ঠাকুরঝি যাবার সময় যে কথা বলে গেছেন, আমারও সেই কথা ; তার সাধ আপনি অপূরণ রাখ্‌বেন না। আমায় আর একটি ঠাকুরঝি এনে দেবেন। এ বাড়ীতে একা একা আমার বড় কষ্ট হয়।

ব্রজ। ঠিক্ ব'লেছ প্রিয়, আমার মনের কথাটি তুমিই ঠিক্ প্রকাশ ক'রেছ। নির্ম্মল, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে ভাই, তাহ'লে প্রিয়ম্বদার এই অনুরোধটি তোমায় রাখতেই হবে। এটি ধীরারও অন্তরের কথা। ধীরা অকালে চ'লে গেল—মনে ক্ষোভ রয়েছে নির্ম্মল, কখনও তারে আদর-যত্ন করিনি। তুমি



আমায় আর একটী বোন্ এনে দাও—আমি তাকে যত্ন করে ধীরার অভাব ভুল্‌ব'। যতিবাবু দেখ্‌বেন, আমাদের কথা যেন থাকে।

প্রিয়ম্বদা। এইবার সব বাড়ীর ভিতর আসুন।

তৃতীয় দৃশ্য

(বিহারী চুপ করিয়া হুঁকাটি হাতে লইয়া বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে টানিতেছিল। ঘরের কাজ সারিয়া অপর্ণা বাহিরে আসিল।)

অপর্ণা। এ রকম চুপ্ ক'বে ব'সে তামাক টান্‌লেই চল্‌বে—বাজার-টাজার আস্‌বে না ?

বিহারী। বল কি আন্‌তে হবে ? এনে দিচ্ছি—

(উঠিবার চেষ্টা করিল)

অপর্ণা। আজ বাদে কাল বিয়ে, তার চেষ্টা-যোগাড় ক'রতে হবে না—না সেটা আপনি আপনি হ'য়ে যাবে ?

বিহারী। একটা ফর্দ্দ ক'রে নিই—বল কি কি জিনিষ দরকার ?

অপর্ণা। আমি কিনা পাঁচটা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছি—আমি বুঝি জানি, বিয়েতে কি কর্‌তে হয় আর না হয় !

বিহারী। তুমি দিনের পরদিন এমনি মুখ ভার ক'রে থাক্‌বে—যদি কথা কও তো, আগেকার সে মিষ্টি কথা আর তোমার নেই।

অপর্ণা। আগেকার কি কথা ! যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষ কথা কয়, তেমনই তো কথা ক'য়ে থাকি।

বিহারী। তেমনি কথা ক'য়ে থাক। আগে প্রাণখোলা সুরে, যখন আমায় বেহারীদা ব'লে ডাক্‌তে, আমার মন ভ'রে উঠ্‌তো—কতদিন সে ডাক্ তোমার মুখে শুনিনি।

অপর্ণা। তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে নাকি? আজ বাদে কাল যার সঙ্গে বিয়ে—তাকে বুঝি কেউ দাদা ব'লে ডাকে?

বিহারী। দুত্তোর বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে!

অপর্ণা। তুমি যদি বিয়ে না করবে, তখন আমায় ব'ল্‌লে না কেন?—আমি ঘটকীকে বিদেয় ক'রে দিতাম না। এখনও বলত' পাশের বাড়ীর ভদ্রলোককে ডেকে পাঠাই, বুঝেছি, তুমিও আমায় বিয়ে করবার উপযুক্ত মনে কর না।

বিহারী। এ কথা তুমি মুখ দিয়ে ব'ল্‌তে পারলে?

অপর্ণা। না ব'লে কি করি! তুমি মনে ভাব, আমি মুখে বলি। মা আমায় তোমার হাতে দিয়ে গেছেন—না নিয়ে তুমি কি ক'রবে বল? তোমার আর উপায় নেই।

বিহারী। তিন কাল গিয়ে আমার এক কালে ঠেক্‌ল'—

অপর্ণা। বেশ তো—তুমি না পার, সাম্‌নের বাড়ীর ঐ ভদ্রলোকের হাতে তুলে দাও—সেও কতবার ঘটকী পাঠিয়েছে। আমি জান্‌তাম তুমি আমায় ভালবাস—আমি যে তোমার দু'চোখের বিষ, আগে বুঝিনি।

বিহারী। আমি তোমায় ভালবাসিনে। উঃ—ভগবান, মনের কথাটি কি কেউ বোঝে! ভালবাসি ব'লেই তো তোমায় বিয়ে ক'রতে চাইনে, এ কথা তুমি বুঝ্‌তে পার না?

অপর্ণা। না, ভালবাসলেই লোকে বিয়ে করতে রাজী হয়, এইটেই সহজ কথা! যাও.—বাজার নিয়ে এসগে—(ঘরের ভিতর গেল)

(পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি দরজার নিকট আসিল)

ভদ্রলোক। ও মশায়, শুন্‌ছেন—এই দিকে একবার আসুন না—।

বিহারী। কি ব'ল্‌ছেন?

ভদ্রলোক। ঘটকঠাকুরাণীর মুখে শুন্‌লাম সব। আপনি নিজেই

বুঝি—? তা বেশ হ'য়েছে—প্রথম দিনেই আমি তাই ভেবেছিলাম। হাতের জিনিস্ কেউ বিলিয়ে দেয় মশায়! কথায় বলে,—

'নিজের ধন পরকে দিয়ে
দৈবজ্ঞী বেড়ায় কাঁথা নিয়ে।'

বিহারী। আপনার আর কোন কথা আছে?

ভদ্রলোক। বল্‌ছিলাম কি, বিয়ে ক'রে এখানেই বসবাস করুন না—আমি সহায় রইলাম। আমার বাড়ী ও আপনার বাড়ী একই বাড়ী—বাড়ীতে তো স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ নেই। আপনার স্ত্রী যদি মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেন। যখন যা দরকার হয় ব'ল্‌বেন। আমার গাড়ী র'য়েছে—থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখ্‌তে হয় আমায় ব'ল্‌বেন,—আমি পাশ পেয়ে থাকি। লজ্জা ক'রবেন না মশায়—মেলামেশা ক'রলেই আত্মীয়তা, কি বলেন?

বিহারী। যে আজ্ঞে— (প্রস্থান)

(পূর্ব্বোক্ত ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখারিণী। জয় হোক মাঠাকরুণ।

অপর্ণা। (ঘর হইতে বাহির হইল) ওঃ তুমি! এস বাছা, ভাল সময়েই এসেছ—মনটা বড় হু হু ক'র্‌ছে—একখানা গান শোনাও।

ভিখারিণী। একখানা নতুন গান শিখেছি মা, তোমায় আজও শোনান হয়নি।

অপর্ণা। বেশ তো—শোনাও।

ভিখারিণী। বুঝলে মা, বুঝদার না থাকলে গান গাওয়াই মিথ্যে। জয়া কি বিজয়া, মা দুর্গাকে যেন ব'ল্‌ছে—

গীত।

ভিখারিণী।

মা গো মা—
তোমার সতীন সহজ মেয়ে নয়।
তুমি স্বামীর বুকে নাচ—
সতীন স্বামীর মাথায় রয়॥
আমি তো দেখিনি কভু,
মেয়ে মানুষ এমন হয়॥
যায় না দেখা লুকিয়ে থাকেন,
বরের শিয়রে।
এমন মানুষ কে আছে মা,
বুঝবে যে ওরে?
আজকে জটার বাঁধন খুলে,
পড়লো ঢ'লে এলো চুলে,
গঙ্গাধর মা কুলে কুলে
কেঁদে কত কথা কয়॥
উন্মাদিনী নেচে চলে দেয়না কথায় কাণ,
তুমি ছাড়া বুঝবে কে বা ভোলার অভিমান?
বুঝিয়ে হরে আন্ মা ঘরে,
নইলে কথা কইবে পরে,
(আবার) নারদ বলে বীনার স্বরে,
গৌরীগঙ্গা পৃথক্ নয়॥

অপর্ণা। এতো বেশ গান—

(যতীশ্বরের প্রবেশ)

যতি। খাসা গান গেয়েছ বাছা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌লাম। প্রাণে বড় আনন্দ দিয়েছ বাছা! এই টাকাটি নাও।

ভিখারিণী। তাহ'লে আসি মা— (প্রস্থান)

যতি। আজ পাঁচটি দিন তোমায় অনবরত খুঁজ্‌ছি—কালীঘাটে আজ খোঁজ ক'র্‌ছি দু'দিন। একবার মনে হয়েছিল, তুমিও হয়তো যৌবনে যোগিনী হ'য়েছ।

অপর্ণা। আমার খোঁজ কেন যতদা? শুনেছ মা নেই!*

যতি। শুনেছি অপি সব শুনেছি ভাই।

অপর্ণা। আমি আর কাঁদিনে যতিদা—। মা গিয়েছেন, ভালই হ'য়েছে; কে বেঁচে থাক্‌তে চায়। ছেলেবেলার ছড়া মনে আছে যতিদা?—

হাড় হ'লো ভাজা ভাজা—
মাস হ'লো দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

মায়ের আমার তাই হ'য়েছিল। হাড়ের ভিতর জ্বর, তাই তাঁকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে, আর কাঁদিনে যতিদা।

যতি। আমি তোমায় অন্য কথা বল্‌বো বলে এসেছি অপর্ণা।

অপর্ণা। কি কথা বল।

যতি। আর একদিন সন্ধ্যা বেলার কথা মনে পড়ে অপর্ণা? তোমাদের বাড়ীতে তুমি সেঁজুতির ব্রত ক'রছিলে, আমি গেলাম—

অপর্ণা। সে দিনের কথা আজ স্বপ্নের চেয়েও আব্‌ছায়া। সেরকম দিন যে কখনো ছিল, আজ আর তা মনেও হয় না।

যতি। সে দিন আমি একা যাইনি,—আজও একা আসিনি অপর্ণা।

অপর্ণা। তিনি এসেছেন, সত্যি, যতিদা।

যতি। হ্যাঁ, এসেছেন।

অপর্ণা। কোথায়?

যতি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

অপর্ণা। তাঁকে নিয়ে এস যতিদা—। এতদূর যখন এসেছেন—। বর্ম্মা থেকে কবে এলেন?

যতি। আমি বর্ম্মায় গিয়েছিলাম। সঙ্গে ক'রে এনেছি—এক সপ্তাহ হবে।

অপর্ণা। তাঁর স্ত্রী কোথায়—তাঁকে কলকাতায় সঙ্গে ক'রে আনেন নি?

যতি। তাঁর স্ত্রী নেই। জলে ডুবে মারা গেছেন।

অপর্ণা। তা হ'লে নিমুদা খুবই শোক পেয়েছেন?

যতি। সত্যি শোক পেয়েছেন। সেবার যখন ত্রিবেণীতে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি, তোমার মা তখন মৃত্যুশয্যায়।

অপর্ণা। তুমি যাও যতিদা, আমার হ'য়ে তুমি তাঁকে ডেকে আন।

যতি। যাচ্ছি অপি—কথাটা শেষ করি আগে। সেদিন বামুন মাসী আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রলেন, তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রলেন—মুখ ফুটে ব'ললেনও, 'মরবার আগে আমি সবাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, কেবল নিমুকে আমি ক্ষমা ক'রতে পারছি না, এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না।'

অপর্ণা। মরবার আগে মা তাঁকে ক্ষমা ক'রেছিলেন।

যতি। তা হ'লে তাঁর অন্তর্য্যামী মন, ভিতরে ভিতরে জানতে পেরেছিল।

অপর্ণা। তুমি তাঁকে ডেকে আন। এক সময় তাঁর উপর অভিমান আমার হ'য়েছিল, এখন কারও উপর আমার রাগ বা অভিমান নেই। তুমি যাও, তাঁকে ডেকে আন।

(যতীশ্বরের প্রস্থান)

অপর্ণা। সেই এলে, কিন্তু এত দেরীতে এলে! মাঝে মাঝে যদি তোমায় দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে সংসারের পথ চল্‌তে কি আমার এতটুকু ভাবনা হ'তো!

(যতীশ্বর ও নির্ম্মলের প্রবেশ)

যতি। হাজ্‌রা রোডে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। গাড়ীখানা নিয়ে যাচ্ছি, যদি দেরী হয়, তুমি না হয় একখানা ট্যাক্সি ক'রে যেও নিমুদা—।

অপর্ণা। ব'স্‌বে না যতিদা?

যতি। না ভাই, বড় দরকার। যদি ভগবান দিন দেন, কাল আস্‌ব' অপি। ওই মেয়েটি, যে গান গেয়ে গেল, তার প্রতি কথাটি আমার মনে আছে। তোমার কাছে আমারও সেই প্রার্থনা অপর্ণা।

(প্রস্থান)

(অপর্ণা নির্ম্মলকে প্রণাম করিল)

অপর্ণা। ব'সো—।

নির্ম্মল। তোমার কথা সব শুনেছি, তোমার মার মরণাপন্ন অসুখ আগেই শুনেছিলাম। ত্রিবেণীতে খোঁজ নিয়ে শুন্‌লাম, কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। তোমরা এখানে এসেছ।

অপর্ণা। তুমিও তো খুব শোক পেয়েছ'। তোমার স্ত্রী জলে ডুবে—

নির্ম্মল। তার মৃত্যু—ইচ্ছামৃত্যু। এ রকম মরণ আমি দেখিনি।

অপর্ণা। আমি তো তাঁর কথা কিছু জানিনে। তুমি বল।

নির্ম্মল। তার কথা না ব'ল্‌লে, আজ আমার নিজের কোন কথাই বলা হয় না, সব কথাই অসম্পূর্ণ র'য়ে যায়।

অপর্ণা। তুমি বল তাঁর কথা—।

নির্ম্মল। সে ছিল জন্মান্ধ—

অপর্ণা। জন্মান্ধ!

নির্ম্মল। হ্যাঁ অপর্ণা, জন্মান্ধ। তুমি' আমি আলোর জগতের মানুষ—অন্ধের দুঃখ আমরা জানি না, বুঝি না।

(অপর্ণা নীরব হইল)

নির্ম্মল। যে ক'দিন সে আমার কাছে ছিল, আমার অন্য চিন্তা ছিল না। আমার রাত্রি-দিনের সাধনা ছিল, কেমন ক'রে ধীরাকে সুখী ক'র্‌বো! •তবু আমি স্বীকার কচ্ছি, একটি দিনের তরেও তাকে আমি সুখী ক'র্‌তে পারিনি। বাইরের চোখ বন্ধ ছিল ব'লে, তার মনের চোখ ছিল একেবারেই খোলা। তুমি যে আমার মনে স্থায়ী আসন নিয়ে ব'সে আছ, সে দেখ্‌তে পেত'।

অপর্ণা। কেন তিনি এমন ক'রে আত্মহত্যা কর্‌লেন?

নির্ম্মল। সে প্রায়ই ব'ল্‌তো 'মহানিশা, মহানিশা'! আমি প্রথম প্রথম এ কথার মানেই বুঝতে পারিনি। তার পর ক্রমে মহানিশার ভাবটি যেন তাকে পেয়ে ব'স্‌লো। তার ধারণা, মরণে তার মহানিশার প্রভাত হবে। আলোর দেশে গিয়ে, সে তোমার আর আমার প্রতীক্ষায় থাক্‌বে।

অপর্ণা। আমার প্রতীক্ষা কেন করবেন?

নির্ম্মল। তুমি ছিলে তার সর্ব্বস্ব অপর্ণা। সে তোমায় দেখ্‌তো, আমায় প্রায়ই ব'ল্‌তো, অপর্ণা তোমার আশায় বসে আছেন, আমি তোমায় আটক্ করে রেখেছি। তোমার নাম, তার মুখের শেষ কথা।

অপর্ণা। যদি আর কিছুদিন আগে আস্‌তে! ধীরা ঠিকই বলেছিলেন, আমি কতদিন আশা ক'রে ছিলাম। কিন্তু এখন আর হয় না।

নির্ম্মল। কেন হবে না, তুমি তো এখনও পরস্ত্রী হওনি অপর্ণা !

অপর্ণা। আমি কথা দিয়েছি।

নির্ম্মল। কাকে কথা দিয়েছ, অপর্ণা ?

অপর্ণা। যাঁর কাছে আমি চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ।

নির্ম্মল। কে সে—আমায় নাম ব'লতে আপত্তি আছে ?

অপর্ণা। যাঁর আশ্রয়ে আমি আছি, আমার মা ছিলেন।

নির্ম্মল। ওঃ—আচ্ছা, আমি নিজে তাঁকে ব'ল্‌বো ; শুনেছি তিনি খুব ভাল লোক।

অপর্ণা। সেই জন্যই তো তাঁর মনে কষ্ট দিতে পারি না।

নির্ম্মল। তিনি কি তোমায় এত ভালবাসেন ?

অপর্ণা। পুরুষ নারীকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসেনি।

নির্ম্মল। শুনেছি তিনি বৃদ্ধ। শুধু কর্ত্তব্যের জন্য তাঁকে বিয়ে ক'রে তোমার জীবনটা এম্‌নি ক'রে নষ্ট ক'র্‌বে অপর্ণা ?

অপর্ণা। এ কথা তোমার মুখে সাজে না। তুমি কর্ত্তব্যের খাতিরে অন্ধ মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে পার, তাকে ভালবাস্‌তে পার, আমিই বা কর্ত্তব্যের খাতিরে বুড়োমানুষকে বিয়ে ক'রে, তাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌ব'না কেন ?

নির্ম্মল। তা'হলে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই। আসি অপর্ণা—

অপর্ণা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্য ক'রে যেতে পারি। ১৫ই বিয়ে—পারেন তো এই ক'টা দিন কল্‌কাতায় থাক্‌বেন—না ? যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে, তিনি যদি জান্‌তে পারেন, হয় তো তিনি আপনার খোঁজ ক'র্‌বেন।

নির্ম্মল। বুঝেছি অপর্ণা—আজ রাত্রের ট্রেণেই আমি দেশে যাব।

(প্রস্থান)

অপর্ণা। ওমা, মা, মাগো! তুমি আমায় কোলে তুলে নাও আমি আর সইতে পারি না—পারি না।

(বিহারী ভিতরে আসিল। অপর্ণার চক্ষু সিক্ত)

বিহারী। যে ভদ্রলোকটিকে এইমাত্র গলিতে দেখ্‌লাম, তিনি কি আমাদের এখানে এসেছিলেন?

অপর্ণা। রাস্তায় তুমি কাকে দেখেছ, আমি তার কি জানি?

বিহারী। তুমি কি একটু আগে কেঁদেছ? তোমার চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'র্‌ছে কেন? অপর্ণা আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি ঠিক্‌ ক'রে বল, নির্ম্মল এসেছিল কিনা? আমি এইমাত্র শুনে এসেছি, বর্ম্মা থেকে নির্ম্মল চাটুয্যে কল্‌কাতায় এসেছে। বল' অপর্ণা, নির্ম্মল এসেছিল কি না?

অপর্ণা। আমি জানিনে।

বিহারী। আর ব'লতে হবে না, আমার সন্দেহ নেই। তুমি তাকে তাড়িয়েছ। চল্লাম আমি তাকে ডাক্‌তে দিদিমণি। তুমি ভাব্‌ছ, বুড়োকে তুমি দয়া ক'র্‌ছ। কে কাকে দয়া করে একবার দাঁড়িয়ে দেখ। নির্ম্মল—নির্ম্মল!

(গলির ভিতর)

বিহারী। নির্ম্মল, নির্ম্মল!

ভদ্রলোক। কি মশাই, ব্যাপার কি?—আপনার বাড়ীতে যুবকবৃন্দের বড়ই যাতায়াত লক্ষ্য ক'রছি। খুব সাবধান, খুব সাবধান। ঘৃত কুম্ভ সমা নারী! আরে গেল যা—কথা কানেই তুল্লে না যে।

(বিহারী ছুটিতেছে)

অপর্ণা। মা, মা, মাগো, তুমি মানুষের কাছেই আমায় রেখে গিয়েছিলে।

(গলির ভিতর)

বিহারী। (নির্ম্মলকে ধরিয়া) এস' ভাই এস',.দাদা এস'।

(অন্দর)

বিহারী। অপর্ণা, দেখ্ দিদি, একবার চেয়ে দেখ্—তোর সাত রাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে ঘরে এনেছি। ও দিদি একবার চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্।

(বিহারী দুইজনকে মিলাইল)

নির্ম্মল। তুমি তো আমায় বিদায় ক'রেছিলে অপর্ণা। বেহারীদা আমায় ধরে নিয়ে এলেন—আস্‌তে হ'লো আবার।

বিহারী। আমার দিদি দিনের মধ্যে আমায় সাতবার তাড়ায়, আমি চোদ্দবার ঘুরে আসি—এবার থেকে তুমিও তাই ক'রবে দাদা, তাতে তোমার গৌরব ছাড়া লজ্জা নেই। আমার স্বর্গীয় কর্ত্তা দিদিমণিকে অন্নপূর্ণো ব'লে ডাকতেন। আমার অন্নপূর্ণার দোরে আমার শিব আজ ভিখারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন—দে দিদি, ভিক্ষে দে। আমি নন্দী, ভৃঙ্গীর মাসতুতো ভাই—হর-গৌরীর মিলন দেখ্‌তে পেলেই খুশী। (প্রস্থান)

নির্ম্মল। অপর্ণা!

অপর্ণা। না, না, আজ আর আমি অন্নপূর্ণাও নই, অপর্ণাও নই—তোমার কাছে আমি ধীরা। তুমি আমায় ধীরা ব'লেই ডেক'—সে আজ নেই, তার 'মহানিশা'র সুপ্রভাত হ'য়েছে। অরুন্ধতীর পাশে সে নূতন তারা হয়ে ফুটে উঠ্‌লো—আমার জন্য ধীরা গেছে, আমি ধীরার হ'য়ে বাঁচব। (অপর্ণা নির্ম্মলকে প্রণাম করিল)

(যবনিকা)